সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গাব্দ ১৩৫০

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা
৫০শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১৩৫০

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের বংশ-পরিচয়াদি আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এক জন সুযোগ্য ছাত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী। সংস্কৃত কলেজের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই—যেমন জ্যোতিষ, স্মৃতি—কৃতী ছাত্র হিসাবে মুক্তারাম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসর স্মৃতির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই কলেজ ত্যাগ করেন।

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুক্তারাম শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী হন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে তাঁহার চাকুরী-জীবনের কথা কিছু কিছু জানা যায়।

হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'য় পাঠারম্ভ হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ছিল—বাংলার-মাধ্যমে সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া মুক্তারাম 'পাঠশালা'র পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।* এই পদে তিনি এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।

হিন্দুকলেজ

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি মুক্তারাম মাসিক ১৫৲ বেতনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র-বিভাগের পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।†

---

* General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 and 1841-42, p. 52 *n*.

এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :—

"The Patshala was opened and came into operation at the close of 1839-40 ... It is situated a few yards from the [Hindoo] College, in the north westerly direction and across the College Street. It is a lower roomed house of good ventilation." (Pp. 72-73.)

† General Report on Public Instruction,...for 1840-42, p. 52.

কলিকাতা মাদ্রাসা

দুই বৎসর হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর মুক্তারাম কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী-স্কুল-সংলগ্ন বাংলা-শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহার নিয়োগকাল—২৬ জুন ১৮৪৩। শিক্ষা বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

> By the demise of Sreenauth Roy, the Bengalee Master, on the 15th June 1843, the office became vacant and was filled up on the 26th* of the same month by the appointment of Mooktaram, a Pundit in the Junior Department of the Hindoo College.—General Report on Public Instruction, for 1843 44, p. 45

এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

সাহিত্য-সেবা

'পাঠশালা'য় শিক্ষকতাকালে মুক্তারাম হিন্দুকলেজের শিক্ষক ভুবনমোহন মিত্রের সহযোগিতায় 'পাঠশালা'র ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বাংলায় একখানি ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে ইহার এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

Geography, in 2 Parts, with 4 Supplements.	Compiled by Mooktaram Bhuttacharjea, a teacher of the Pautsalla, and Baboo Bhobun mohun Mitter, an Assistant Teacher of the Hindoo College
There is an engraved Map of Hindoosthan	The first part, containing Asia, is printed. The second, with Europe, Africa and America, is ready for Press. These 2 parts are for the Junior Department. The 4 Supplements, giving in detail the description of the four Quarters of the Globe, are for the Senior Departments.—General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840 41 & 1841-42, App. VI, pp. xxxvii—viii.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এক খণ্ড 'শিশুসেবধি। ভূগোলসূত্র' আছে (নং ৭৬১), ইহাই মুক্তারাম-রচিত পুস্তক বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৩+৪, আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> শিশুসেবধি। / ভূগোল সূত্র। / হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থে ভূগোল বৃত্তান্তের সংক্ষেপ সংগৃহীত। হিন্দুকালেজ / প্রজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২৪৭। /

---

* এই শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষকবর্গের নামের তালিকায় মুক্তারামের নিয়োগকাল—২৯ জুন ১৮৪৩ দেওয়া আছে।

অতঃপর আমরা মুক্তারামকে সংবাদপত্রসেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। সেকালে যে-কয়খানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'* তাহাদের অন্যতম। ইহার তৃতীয় সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যের আমলে (১৮৫১-১৮৭৩) বহু সুলেখক ও পণ্ডিত স্ব স্ব রচনাদি দ্বারা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈতচন্দ্র-সম্পাদিত, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'ও মুক্তারাম নিয়মিত-ভাবে লিখিতেন। খুব সম্ভব তিনিই কল্কিপুরাণ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বলাইচাঁদ সেন মুক্তারাম-কৃত কল্কিপুরাণের বঙ্গানুবাদ কবিতাকারে মুদ্রিত করেন।

অদ্বৈতচন্দ্র সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ, অভিধান ও সাহিত্যাদি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের "সাহায্যে" সম্পাদন করিয়া তিনি যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার কতকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি:—

১। **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ** সটীকঃ। (বঙ্গাক্ষরে) মহামহোপাধ্যায় পরমভাগবত শ্রীগোপাল ভট্ট সংগৃহীতঃ। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকোদ্যোগতো বহুতর সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবরৈঃ সহ বিবিচ্য। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশেন শোধিতঃ। শকাব্দাঃ ১৭৬৭। পৃ. ৭১৭।

২। সেক্সপিয়র কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত **অপূর্ব্বোপাখ্যান** মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব কর্ত্তৃক রচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃদগণ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় সংকলিত। সন ১২৫৯ সাল। পৃ. ৫০০। (ইহাতে শেক্সপীয়রের একখানি এবং উপাখ্যানগুলি-সংক্রান্ত ১৪ খানি কাঠখোদাই চিত্র আছে।)

১৩১৮ সালে এই গ্রন্থ বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-রূপে কেবলমাত্র "৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ"-এর নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। **শব্দাম্বুধি**। অর্থাৎ বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শকাব্দা ১৭৭৫। পৃ. ৬০৪।

---

* ১০ জুন ১৮৩৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক। কথিত আছে, কিছু দিন পত্রিকা পরিচালনের পর তিনি ঢাকা কলেজে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সত্য হইতে পারে, কারণ, ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ তারিখে "হরচন্দ্র" ৩০৲ বেতনে ঢাকা স্কুলের (পরে, কলেজ) হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি ?) মাস হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' সম্পাদক-রূপে উদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশিত হয় ('বাংলা সাময়িক-পত্র,' পৃ. ৭৮)।

৪। **আরবীয়োপাখ্যান**। আরব দেশীয় অদ্ভুত গল্প সমূহ শ্রীযুত পাদ্রি এড্‌বার্ড ফষ্টর সাহেবের সংগৃহীত ইংরেজী ভাষার পুস্তক হইতে। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদিত।

ইহা চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশকাল ও পত্র-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রথম খণ্ড	...	১৭৭৫ শক	পৃ সংখ্যা ২৯৪
দ্বিতীয় খণ্ড	...	১৭৭৬ "	" ৩২৪
তৃতীয় খণ্ড	...	১৭৭৬ "	" ৩১৯
চতুর্থ খণ্ড	...	১৭৭৮ "	" ৩৩৮

এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

৫। **শ্রীমদ্ভাগবত**। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। প্রথম স্কন্ধ। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

সমগ্র ভাগবত একাদশ বৎসর ধরিয়া দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকাশিত হয়। প্রথম চারি স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ ১৭৭৭ শকেই সমাপ্ত হয়, শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়—৭ বৈশাখ ১৭৮৮ শকে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১০ম স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক অদ্বৈতচরণ আঢ্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন, বাকী অংশের অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন—তত্ত্ববোধিনী সভার সহ সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

৬। **নূতন অভিধান**। জগন্নারায়ণ শর্ম্মকৃত। বিদ্যার্থি ও জ্ঞানার্থি জনগণের ব্যবহারার্থ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক বহুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্নবীকৃত। শকাব্দাঃ ১৭৭৮। পৃ. ৩৫৬।

'সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাদক জগন্নারায়ণ শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়)-সঙ্কলিত 'নূতন অভিধান' সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, ইহার পত্র-সংখ্যা ১২০ ও শব্দ-সংখ্যা ১২০০০ ছিল।*

৭। **অমরার্থ দীধিতি**। অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহকৃতাভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক কোলব্রুকাদির সংস্কৃতাভিধান হইতে সংকলিত। সন ১২৬৩। পৃ. ১২৫+১৯০।

ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

৮। **অন্নদামঙ্গল**। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতি ক্রমে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য এবং সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত।

---

* 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার,' ২য় বর্ষ, পৃ. ২৪০, ২৮৪ দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রে আছে—Revised by *Pundit Mooktaram Bidyabagis.*

আমরা এই গ্রন্থের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড দেখিয়াছি। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ:—

> ১২৫৮ সালের ঘটনা।—...কার্ত্তিক।...সুকবি ভারতচন্দ্রের সমগ্র পুস্তক সংশোধন পূর্ব্বক এ বৎসর প্রকাশ পায়।

'অন্নদামঙ্গলে' অনেকগুলি কাঠখোদাই চিত্র আছে।

২। **হিতোপদেশ।** শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক। ১২৬৭ সাল। পৃ. ৪৮৩

ইহার "ভূমিকা"য় প্রকাশ:— "...বাঙ্গালা ভাষায় তাহার [সংস্কৃত হিতোপদেশের] যত যত অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে এক খানিও পূর্ব্বাপর সংলগ্ন বা অবিকল অর্থ কিম্বা উত্তম রূপ সংশোধিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্তে আমি কয়েক জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করতঃ এই পুস্তক খানি প্রস্তুত করিলাম।"

মৃত্যু

১ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বড় পণ্ডিত ও স্মার্ত্তকে হারাইয়াছে। কলিকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন লীস্ (W. N. Lees) বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুতে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

> Pundit Mooktaram Vidyabagish, the late Head Pundit, Anglo-Persian Department of this Institution, died on the 1st April 1860. ..
>
> Mooktaram Vidyabagish was a Pundit of rare acquirements. Possessing a good knowledge of Sanscrit as a language, and a general acquaintance with Hindu Literature and Philosophy, he would have maintained the position of a man of learning in any society of his countrymen. His speciality, however, was Law, and in this branch of knowledge there was no Pundit in Calcutta who held a higher place, or was more frequently consulted, than the deceased Pundit. His equality of temper and his kindness of disposition peculiarly fitted him for an instructor of youth, and, with his many other excellent qualities, endeared him to his pupils, as well as to all who knew him. His loss is deplored, but not more deeply than it deserves to be, for I regret to record that Pundits of the merit of Mooktaram Vidyabagish are now not often to be met with.*

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1859-60. Appendix A, p. 170: Report of the Principal, Captain W. N. Lees, L. L. D.

রঘুনাথ শিরোমণি—২

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

কুলপরিচয়

শিরোমণির কুলপরিচয় বিষয়ে ১৩১০ সনের পূর্ব্বে দুইটি সুপ্রাচীন অথচ মুদ্রিত প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। দুঃখের বিষয়, কেহই এযাবৎ তাহা আলোচনা করেন নাই। অন্যূন ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠের অতি কৌতূহলজনক এক বিবরণ মুদ্রিত হয়।[১] তৎকালে ভারতবিশ্রুত মহানৈয়ায়িক নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশ জীবিত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে :—(p. 113)

The pundit Shunkur one of the present professors is a *descendant from Serowmun*, and supports the literary reputation of his own family and of Nuddeah in a very distinguished manner.

শঙ্করের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই উক্তির যথার্থতা বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। তবে, 'বংশধর' (descendant) শব্দে দৌহিত্র সন্তানকেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করের বংশধরগণ এখনও নবদ্বীপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা রাঢীয়শ্রেণী বাৎস্যগোত্র "ঘোষাল" গাঞি।[২] দুঃখের বিষয়, শঙ্করের পিতা ভিন্ন ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এযাবৎ এই বংশের নামমালা কোন কুলপঞ্জীতে আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। শঙ্করের অলৌকিক প্রতিভা ও খ্যাতিবশতঃ এই বংশ এখন তাঁহার নামেই পরিচিত—শিরোমণি কিম্বা অন্য কোন পূর্ব্বপুরুষের নাম এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় "সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট" গ্রন্থ ১৩০৭ সনে মুদ্রিত করেন। গ্রন্থশেষে সূচীপত্রের শেষ ॥১/০ পৃষ্ঠার ঠিক পরের পৃষ্ঠায় দুইটি পৃথক্ কবিতা মুদ্রিত হয়। "বঙ্গের প্রশংসা" শীর্ষক কবিতাটি যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

ভারতে কাশী, কাঞ্চী, অবন্ত্যাদি অঙ্গ।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হল আজি বঙ্গ।
রঘুনন্দ, রঘুনাথ, আর শ্রীচৈতন্য।
পণ্ডিত বাসুদেব, গুরুত্ব-হেতু ধন্য।

১। Calcutta Monthly Register for Jan. 1791 বিখ্যাত Rev. J. Long সাহেব "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত" গ্রন্থের সমালোচনায় (Calcutta Review, Vol XXV, July 1855, pp. 104-116) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন (pp. 112-115)

২। শঙ্করের বংশধর শ্রীযুত গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শঙ্কর-পিতা বহুরাম ন্যায়সার্ব্বভৌম হইতে বংশাবলী ও কুলপরিচয় আমরা পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তাঁহারা "এঁড়েদার ঘোষাল" বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কুলপঞ্জীতে শঙ্করের ধারা তন্মধ্যে নাই। নবদ্বীপ-মহিমা (২য় সং, পৃ. ৩২১) গ্রন্থে কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই।

রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র।
কাণাভট্ট, সাহরী, শূলপাণি-দৌহিত্র॥
বাৎস্তে বৈদিক জগ, চৈতন্ত-পিতা।
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা।
স্থায়, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ।
যদিও ষট্‌কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে অল্প।
তথাপি ব্রাহ্মণ্য না করিত বৃথা গল্প।
ময়ূর, কুল্ল্ কভট্ট, আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবি-শিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী, উমাপতি।
শরণ, জয়দেব, লক্ষ্মণ-সভাপতি।
পঞ্চ কান্যকুব্জে কবি সংখ্যা করা ভার।
চরিত-কথায় রূপ-সনাতনে প্রচার।

রূপ-সনাতনের পদাবলী।

এই মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কবিতাটির উপর গত ৪০ বৎসর প্রায় কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয়েরও নহে। রচয়িতা "রূপ-সনাতন" সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী ভ্রাতৃযুগল হইতে পৃথক্ সন্দেহ নাই। আমরা "শূলপাণি" প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলাম, ইহা জোড়া নাম নহে, কোন অজ্ঞাত বাঢ়ীয় একজন কুলকারিকাকারের নাম।[৩] সম্প্রতি একটি কুলপঞ্জিকা মধ্যে "রূপ-সনাতন" নামক এক ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ "ঘটক"-বংশীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেই উদ্ধৃত কবিতার রচয়িতা বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। রূপ ও সনাতন পৃথক্‌রূপে বিরল নাম নহে, কিন্তু রূপসনাতন একটি নাম অত্যন্ত বিরল, সন্দেহ নাই। "গোপাল-ঘটকী" নামক মেলের প্রকৃতি গোপাল ঘটক ভরদ্বাজ গোত্র স্বল্প-ফুলিয়াবংশীয় গদাধর ঘটকাচার্য্যের পুত্র ছিলেন। গোপালপুত্র রাম অথবা শ্রীরাম ৮৮ সমীকরণে সম্মানিত হইয়াছিলেন (ধ্রুবানন্দ, ১১৪ পৃঃ)। তাঁহার অন্যতম পুত্র লক্ষ্মীনাথ বা লখাই। "লখাইসুতৌ বাণী-রূপসনাতনকৌ। রূপ(স)নাতনস্য গাং জানকীনাথ(স্য কন্যা) বিবাহঃ তৎসুতৌ রু(দ্র) কাশীশ্বরকৌ ··।"[৪] এই রূপসনাতন আদিকুলীন উৎসাহপুত্র আহিতের অধস্তন ১১শ পুরুষ এবং তিনি খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সমসময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং

৩। ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ১৮৯।

৪। অস্মন্নিকটে রক্ষিত ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী, ফুলিয়াপ্রকরণ, ২৩৭ পত্র। এই প্রসিদ্ধ বংশের নামমালা কুলপঞ্জীতে দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই লখাইর পুত্রদ্বয়ের নাম "বাণীরূপৌ" লিখিত আছে। ঘটককেশরী পুরা নামটি না লিখিলে তাহা অজ্ঞাত থাকিত।

সমসাময়িক কুলাচার্য্যের উল্লিখিত কবিতাটির প্রামাণ্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। কবিতানুসারে রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ শূলপাণি "সাহরী"বংশীয় ছিলেন। শূলপাণির বহু গ্রন্থের পুষ্পিকায়ও "সাহুড়িয়াল" বলিয়া পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং তিনি রাঢ়ীয় ভরদ্বাজ-গোত্র শুদ্ধশ্রোত্রিয় বংশের লোক। প্রথমোক্ত প্রমাণের সহিত এখানে কোন বিরোধ দেখা যায় না।

উল্লিখিত প্রমাণদ্বয় রঘুনাথের কুলবিষয়ে বিবাদসৃষ্টির বহু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত এখানে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করে নাই। স্বর্গত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিবাদ সৃষ্টির পর দুইটি কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।[৫] প্রথমতঃ, শিরোমণির শেষ বংশধর রামতনু ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপে বিগত শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলার কোটামানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, উক্ত রামতনু প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন এবং তিনি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের সপিণ্ড জ্ঞাতি ছিলেন। ইঁহারা "মানকরের চট্টোপাধ্যায়"বংশীয় বটেন। সুতরাং দ্বিতীয় কিম্বদন্তীর সহিত আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় শিরোমণিবংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন, এরূপ শুনা যায় নাই। আর প্রথমোক্ত প্রমাণের সহিত এখানে বিরোধ ঘটে, যদিও একতরকে দৌহিত্রসন্তান ধরিয়া সামঞ্জস্য করা যায়। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণবলে শিরোমণি "রাঢ়ীয়" ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ থাকে না।

উল্লিখিত প্রমাণাবলী আবিষ্কৃত ও প্রচারিত না হওয়ার ফলে ১৩১০ সন হইতে কতিপয় ব্যক্তির চক্রান্তে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ও তৎসম্পর্কে ভারতের নানা স্থানে একটা অমূলক কথা এইরূপ প্রচার লাভ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ তিন জন সাহিত্যিক অজ্ঞাতসারে এই মিথ্যা প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত অচ্যুত-চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩১১ সনে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃঃ ১—১২) প্রকাশ করেন যে, শ্রীহট্টের রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের এক খঞ্জ কন্যার স্বামী শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড-নিবাসী কাত্যায়নগোত্রীয় রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই রঘুনাথ শিরোমণি। শিরোমণির ঊর্দ্ধতন ২৮ পুরুষের নাম, জন্মমৃত্যুর শকাঙ্ক (১৩৯৯—১৪৬৩) প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বস্তু উজ্জ্বল ভাষায় অঙ্কিত দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া গেল। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে[৬] নির্ব্বিচারে উক্ত বিবরণ প্রকাশ করেন এবং স্বর্গত মহামহো-পাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাহার পরিপোষণ করেন।[৭] যে দুইটি মূল গ্রন্থের নামে

৫। মধ্যযুগের বাঙ্গালা, পৃ. ৬১।

৬। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ১৮৫-৯০। বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড (১৩১২), পৃ. ১৪৩-৪৮ "রঘুনাথ" প্রবন্ধ।

৭। বিজয়া, ১৩১৯, "শ্রীহট্টের কাণাছেলে" শীর্ষক প্রবন্ধ।

এই অভিনব বস্তু প্রচাবিত হইল—বৈদিকসংবাদিনী ও বৈদিকনির্ণয়—উভয়ই অতি আধুনিক, অপ্রামাণিক লেখা বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং প্রধানতঃ দুই জন গবেষকেব চেষ্টায় প্রকৃত কথা প্রকাশিত হইল।[৮] ফলে পূর্ব্বোক্ত তিন জন সাহিত্যিক প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় সত্যনিষ্ঠার পবিচয় দিয়া, পবে স্ব স্ব প্রচাবিত কথাব প্রতিবাদ কবেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেব উত্তবাংশে (চতুর্থ ভাগ, পৃ. ১৫৮-৬৪) পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিচারে গ্রহণ না কবিয়া বঘুনাথেব জন্মস্থান সম্বন্ধে যাবতীয় মতবাদ পদ্মনাথ বাবুব এক বিচাবমূলক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত কবেন এবং যদিও সুবিদ্‌নাবায়ণেব সহিত বঘুনাথেব সম্পর্ক প্রামাণিক প্রতিপন্ন করাব চেষ্টা তখনও পবিত্যক্ত হয় নাই, তথাপি এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেব "নিরপেক্ষ গবেষণা" (পৃ. ১৬৪) আহ্বান কবা হয়। পবিশেষে স্বয়ং পদ্মনাথ বাবুই অন্যত্র স্পষ্টাক্ষবে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাব পূর্ব্বতন প্রবন্ধ "কিম্বদন্তীমূলক কথা, **প্রকৃত ইতিহাস নহে।**"[৯]

বসু মহাশয় 'বিশ্বকোষে'ব শেষ খণ্ডে (১৩১৮ সন, পৃঃ ৮৯) "সুবিদ্‌নাবায়ণ" প্রবন্ধে দৃঢ়ভাবে লেখেন ঃ—"কিন্তু বঘুনাথ শিবোমণিব জীবনীলেখক রঘুনাথকে সুবিদ্‌নাবায়ণেব জামাতা বঘুপতিব কনিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, সুবিদ্‌নাবায়ণকেও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন, **ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব।**" কিন্তু মিথ্যাব প্রচাব যেরূপ সহজে হইয়াছিল, সত্যেব প্রচাবটা মোটেই তদ্রূপ হয় নাই। উল্লিখিত প্রতিবাদ-প্রবন্ধের কোনটাই সমুচিত প্রচাব লাভ করে নাই।

যে কাবণে অমূলক কথা প্রচারেব চেষ্টা এতটা ফলবতী হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে একটা ক্ষীণ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, শিরোমণি মূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন।[১০] এবং পূর্ব্ববঙ্গে কেহ কেহ বলিতেন, তিনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। এই প্রবাদদ্বয় অবলম্বন কবিয়া জনৈক পণ্ডিত প্রচাব কবেন যে, শিবোমণি-বচিত "ক্ষণভঙ্গুববাদে"র গদাধর-রচিত টীকাব প্রাবম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায় ঃ

৮। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, প্রতিভা, ১৩২০, ফাল্গুন সংখ্যা পৃ. ৩৪৪-৬২ ("শ্রীহট্টের রঘুনাথ")। ঐ, ১৩২১, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা ("বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি")। ঐ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা ("ইটারাজবংশ")। এই সকল প্রবন্ধ প্রচুর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল এবং শ্রেষ্ঠ মাসিকে মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-রচিত "শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কৌলীন্য খণ্ডন," ১৩২২ সনে মুদ্রিত।

৯। শিলচর হইতে প্রকাশিত "শিক্ষাসেবক" পত্রিকা, ১৩৩৭, শ্রাবণ সংখ্যা। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশরচিত "ন্যায়পরিচয়" (২য় সং), ভূমিকা, ১১-১২ পৃ. দ্রষ্টব্য।

১০। বান্ধব, ১৩০৯, ২০৮ পাদটীকা ও ১৩১০, পৃ. ২৭১। পরে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় শেষোক্ত বিবরণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া 'সুপ্রভাত' নামক পুস্তকে (২য় সং, ২৪-৪১ পৃ.) "রঘুনাথ শিরোমণি" প্রবন্ধ রচনা করেন। শিরোমণির মাতা আত্মপরিচয় দিতেছেন, "আমার নিবাস পদ্মার তটে।" (৩০ পৃ.) ঘোষ মহাশয় গোলোক সার্ব্বভৌম, চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার, ভুবন বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নিকট শুনিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় যশোরনিবাসী ছিলেন (ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৮. পৃ. ১৮৯)। সুতরাং তাঁহার দৌহিত্র শিরোমণির পূর্ব্বনিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, পদ্মার তটে, হইলেও হইতে পারে।

"কাত্যায়নখণিজমণেঃ ক্ষণভঙ্গুরবাদরহস্তশিরোমণে(ঃ)।
প্রকাশমধিদীধিতি তনুতে সুধীবরশ্রীলগদাধরঃ।"১১

কথাটা একেবারেই মিথ্যা। "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" নামে শিরোমণির পৃথক্ কোন গ্রন্থ নাই, 'আত্ম-তত্ত্ববিবেকদীধিতি'র অংশবিশেষই ঐ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ, ছন্দোদুষ্ট উল্লিখিত অক্ষম রচনা মহাপণ্ডিত গদাধরের হইতেই পারে না। গদাধর-রচিত "আত্মতত্ত্ব-বিবেকদীধিতি"র টীকার প্রথমাংশ দুষ্প্রাপ্য নহে এবং সম্প্রতি কাশী হইতে "দীধিতি" সহ গদাধরের বিবৃতির প্রথমাংশ মুদ্রিতও হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে ঐ শ্লোক নাই, আছে :—

শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বমারাধ্য শ্রীগদাধরঃ। বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিং ব্যাকরোতি শিরোমণেঃ॥

সম্ভবতঃ রঘুনাথ শিরোমণি নামে শ্রীহট্টে একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনিই দীধিতিকার বলিয়া কালক্রমে একটি অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি হয়। যেমন, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা বলিয়া প্রবল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

রঘুনাথ ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম

বাঙ্গলার চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ যে, রঘুনাথ প্রথমতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট নবদ্বীপে নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করেন। ইহার সাধক কিম্বা বাধক কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হুলো পঞ্চাননের প্রসিদ্ধ কারিকায় "বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোদ্বয়" এবং অধিকতর প্রামাণিক রূপসনাতনের কারিকায় "পণ্ডিত বাসুদেব গুরুত্ব হেতু ধন্য"১২—উভয় উক্তিই একান্তভাবে অর্থহীন হইয়া পড়ে—যদি রঘুনাথও তাঁহার শিষ্য না হন, কারণ, চৈতন্যদেব ও রঘুনন্দন তাঁহার শিষ্য ছিলেন না প্রমাণিত হইয়াছে। অনুমানদীধিতির প্রায় প্রত্যেক প্রকরণে সমস্ত টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে সার্ব্বভৌমমত উদ্ধৃত ও প্রায়শঃ খণ্ডিত হইয়াছে। এক মিশ্রমত ব্যতীত এত অধিক স্থলে অন্য কাহারও মত উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং নবদ্বীপনিবাসী উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব।

কিন্তু বাসুদেব সর্ব্বভৌমই সর্ব্বপ্রথম মিথিলার বাহিরে ন্যায়দর্শনের টোল স্থাপন

১১। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ, ২।২।৭, ১৪৯ পৃ পাদটীকা। এই কৃত্রিম শ্লোকটি প্রচার করার বিচিত্র কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। "বৈদিকসংবাদিনী"র অনুকরণে শ্রীহট্টেরই অপর এক সম্প্রদায় "বৈদিকপুরাবৃত্তে"র দোহাই দিয়া প্রচার করিলেন যে, রঘুনাথ "মৌদ্গল্য"গোত্রীয় মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের ভ্রাতা বটেন। (ঐ, ঐ, ১৭৪-৭৭ পৃ.),"কাত্যায়নখণিজমণি" (কি অদ্ভুত বিশেষণপদ!) বলিলে এক ঢিলে দুই পাখি মরে, দেশীয় এবং বিদেশীয় শত্রু। কাত্যায়ন গোত্র অন্যত্র দুর্লভ।

১২। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম ভাগ, ১মাংশ, ১ম সং, ২৯৫-৬ পৃ.) যে কুলপঞ্জিকা হইতে "শিষ্যা যস্য শিরোমণিপ্রভৃতয়ঃ..." প্রভৃতি মনোহর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক। (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ. ৪২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)

করেন—নবদ্বীপে চিরপ্রচলিত এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক।[১৩] কাশীর সরস্বতীভবনের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সৌজন্যে তত্রত্য পুথিশালায় রক্ষিত সার্ব্বভৌম-রচিত "অনুমানমণি-পরীক্ষা"র একমাত্র আবিষ্কৃত আদ্যন্তখণ্ডিত প্রতিলিপি আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকাগ্রন্থ এ যাবৎ যতগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সার্ব্বভৌম-রচিত টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই খণ্ডিতাংশেই যজ্ঞপতি ও তৎসম্প্রদায়ের মত অন্যূন ৫০ স্থলে তীব্র ভাষায় খণ্ডিত হইয়াছে—সার্ব্বভৌম যজ্ঞপতির সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না নিশ্চিত। ১৬ স্থলে "অস্মদ্গুরুচরণাস্তু" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—এই গুরু পক্ষধর মিশ্র নহে। তদ্ভিন্ন ৪ স্থলে "মিশ্র"মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়। ৭ স্থলে "উত্তানস্তু" বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—বচনগুলি প্রায়শঃ প্রগল্ভাচার্য্যের টীকায় পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই তত্ত্বচিন্তামণির টীকাকার ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, 'কেচিত্তু', 'অন্যে তু' বলিয়া বহুতর বচন আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্বচিন্তামণির উপর রচিত এই বিরাট্ গ্রন্থরাশি সার্ব্বভৌম একাকী মিথিলা হইতে মুখস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। আমরা নানা গ্রন্থ হইতে শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী নিম্নলিখিত বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতদের তত্ত্বচিন্তামণি-ঘটিত সন্দর্ভ সংগ্রহ করিয়াছি:—পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য (পক্ষধর মিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী), শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী, নরহরি বিশারদ, (বিষ্ণুদাস) বিদ্যাবাচস্পতি (সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা), প্রগল্ভাচার্য্য, পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর এবং কবিমণি ভট্টাচার্য্য। এতন্মধ্যে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি নরহরি বিশারদের অন্যতম ভ্রাতা এবং দীধিতিকার দুই স্থলে তাঁহার সন্দর্ভ উদ্ধার করিয়াছেন। দীধিতির টীকাকারগণ "চক্রবর্ত্তি"লক্ষণ নামে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (অনুমিতি ও ব্যধিকরণপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। আমাদের অনুমান, তিনিই সার্ব্বভৌমের দেশস্থ গুরু ছিলেন। সার্ব্বভৌম মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়েন নাই, শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রকে তিনি যেরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন (পূর্ব্বপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), তাহাতে বুঝা যায়, তিনি ইঁহাদেরও ছাত্র ছিলেন না। প্রাচীনদের মুখে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—বাসুদেব পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়ী অর্থাৎ হরি মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।[১৪]

রঘুনাথ ও পক্ষধর মিশ্র

পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ "সামান্যলক্ষণা"ঘটিত বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—ইহাই বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী। কিন্তু অন্যূন ১২৫

১৩। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৩১, ২য় সং, ১২৫ ও ৩৩৫ পৃ.।

১৪। ন্যায়-পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, ১৮ পৃ.। 'ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব'প্রকরণে শিরোমণি ক্রমানুসারে চারি জন নৈয়ায়িকের লক্ষণ আলোচনা করিয়াছেন—চক্রবর্ত্তী, প্রগল্ভ, মিশ্র ও সার্ব্বভৌম। এই ক্রম কালানুযায়ী মনে হয়। তদনুসারে প্রগল্ভাচার্য্যের পরবর্ত্তী পক্ষধর মিশ্র সার্ব্বভৌমের সহাধ্যায়ী ও সমসাময়িক হওয়াই অধিক সম্ভব। সার্ব্বভৌমের টীকার বিবরণ অস্মল্লিখিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ. ৪২৩-২৫।

বৎসর পূর্ব্বে এই বিচারবিষয়ক যে দুইটি অতি কৌতুকজনক গল্প প্রচারিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। প্রথম গল্পানুসারে রঘুনাথ বিচারে সুবিধা করিতে না পারিয়া অতি জঘন্য উপায়ে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার "হিন্দু" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮১১ খৃঃ) লিখিয়াছেন :—

"Rughoonat'hu-shiromunee, another pundit, envied the fame of Pukshu-dhuru, and challenged him to a grand dispute, to try which was the most learned The king commanded the meeting to take place. They met at Pukshu-dhuru's school. For some days the disputation continued, but Rughoonat'hu obtained no advantage over his adversary, till at length he thought of an expedient which gained him a dishonourable victory: having obtained the affections of the daughter of Pukshu-dhuru, he persuaded her to place herself in an indecent situation, in the midst of the dispute, in a place where her father would see her. She did so as soon as her father glanced his eye on her, he was overwhelmed with confusion, and his adversary had the advantage over him in every succeeding argument"

(*The Hindoos*, 1st Ed., Vol. I, p 336)

এই গল্পে শিরোমণি পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন বুঝা যায় না। ওয়ার্ড সাহেব পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্পটি পরিত্যাগ করিয়া, নিম্নলিখিত মূল্যবান্ এবং মনোহর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

The learned men of Bengal are proud of the honour of considering this philosopher, who was born at Nudeeya, as their countryman the following legends are current respecting him. When arrived at Mit'hila, to prosecute his studies under Vachusputeemishru, it is said, that he attained at once the seat next to his teacher, rising over the heads of all the other students. Pukshudhuru-Mishru, a very celebrated Nyayayiku Pundit, after having overcome in argument all the learned men of Hindoost'hanu, arrived with a great retinue, elephants, camels, servants, etc at Nudeeya. The people collecting around him, he asked them who was the most learned man in those parts, they gave the honour to Shiromunee, who was, in fact, at that moment performing his ablutions in the Ganges; Pukshu, on seeing him, pronounced this couplet

"How sunk in darkness Gour must be,
Whose sage is blind Shiromunee

(f n. This pundit had lost the sight of one eye)

He then sent to the raja, challenging all the learned men at his court to a disputation: but Shiromunee completely overcame his opponant, and Mishru retired from the controversy acknowleding the superiority of the blind Shiromunee.

(f.n. This latter story is sometimes related in terms different from these)

(*The Hindoos*, Ed. London 1822, Vol. II., p. 225.)

এখানে অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র নহেন, পরন্তু **মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের ছাত্র।** বাচস্পতি মিশ্র একাধারে স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তদ্রচিত তত্ত্বচিন্তামণির টীকার প্রত্যক্ষখণ্ড আমরা কাশীর সরস্বতী-ভবনে দেখিয়াছি। "খণ্ডনোদ্ধার" গ্রন্থেও তাঁহার নব্য ন্যায়ে পাণ্ডিত্য পরিস্ফুট। বাচস্পতি মিশ্রের মত পক্ষধর মিশ্র কোন কোন স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং শিরোমণি তাঁহারই নিকট নব্য ন্যায়ের পাঠ লইয়াছিলেন অসম্ভব নহে।

শিরোমণি সম্বন্ধে পক্ষধরের উল্লিখিত পরিহাসোক্তি—"অভাগ্যং গৌড়দেশস্থ যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ"—পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ অনুসারে মিথিলায় তাঁহারা তিন জন একসঙ্গে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুশদ্বীপ অর্থাৎ কুশদহসমাজের "তর্কসিদ্ধান্তে"র পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। নলদ্বীপের "সিদ্ধান্ত" যশোহর নল্‌দী পরগণা মল্লিকপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশের আদিপুরুষ "বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত" বটেন। পক্ষধর মিশ্র বিচারে পরাজয়কালে নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে :—

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ। সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাৎ অকস্মাদবলুপ্যতে॥

"কাণ" এই বিশেষণপদ হইতে প্রতিপন্ন হয়—শ্লোকটি শিরোমণিবিষয়ক এবং প্রামাণিক। বিচারকালে শিরোমণি বালকমাত্র, অতি অল্প বয়সেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিচারের বিষয়বস্তুটিও এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সামান্যলক্ষণা নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে অনেক স্থলে অনুভবসিদ্ধ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না, গঙ্গেশ প্রভৃতির ইহাই সিদ্ধান্ত। রঘুনাথ সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা ইহা খণ্ডন করিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃই 'সামান্যলক্ষণা'র দীধিতিগ্রন্থে সামান্যলক্ষণা স্বীকার না করিয়াও সংশয়ের উপপত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং প্রবাদ-শ্লোকটির প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় নাই। ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী একটা প্রসিদ্ধ বিচারের কথা যে যথাযথ প্রচারিত রহিয়াছে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর বটে। রঘুনাথের সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন যে সকল গল্প ও শ্লোকরচনা প্রচলিত আছে, তাহা গল্পমাত্রই, তাহাদের কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

শিরোমণির আবির্ভাবকাল

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের অভ্যুদয়কাল ১৪২০—৬০।৬৫ খৃঃ বলিয়া আমরা প্রবন্ধান্তরে নির্ণয় করিয়াছি।[১৫] তাঁহার দৌহিত্র রঘুনাথ শিরোমণির জন্মাব্দ অনুমান ১৪৬০-৬৫ খৃঃ নির্ণয় করা যায়। ইহার সাধক কয়েকটি প্রমাণ আলোচিত হইল।

১। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে 'হাবসী' রাজগণের অত্যাচার-কালে অনেকে রাজভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। এতৎসম্পর্কে জয়ানন্দ ছয় জন সমসাময়িক মহাপণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "বিশারদ" (তখনও বার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন বুঝা যায়) কাশীবাসী হন, তৎপুত্র "সার্ব্বভৌম" উৎকলে যান, তৎভ্রাতা "বিদ্যাবাচস্পতি" গৌড়ে (নবদ্বীপে নহে বুঝা যায়) বাস করেন। বাকী তিন জন :—

বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে।
ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে।

১৫। I. H. Q. Vol. XVII. pp. 464-65.

নবদ্বীপনিবাসী এই ছয় জন মহাপণ্ডিতের মধ্যে দুই জন মাত্র মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি। বাকী চারি জনই বৈষ্ণবসম্প্রদায়বহির্ভূত। জয়ানন্দের গ্রন্থের বিশেষত্ব যে, ইহাতে সম্প্রদায়বহির্ভূত বিষয় ও নাম স্থান লাভ করিয়াছে। খড়দহের পরিচয় দিতে লিখিত হইয়াছে, "মহাকুল যোগেশ্বরবংশ যাহে রহে।" উক্ত ছয় জনের মধ্যে বিদ্যারণ্যের পরিচয় অজ্ঞাত। বাকী সকলেই মহাপ্রভুর অন্ততঃ একপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন অবধারিত হইতেছে। তন্মধ্যে শিরোমণিই বয়ঃকনিষ্ঠ অথচ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই ভঙ্গীক্রমে জয়ানন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি,[১৬] সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম যে "রত্নাকর" বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটি কুলপঞ্জিকানুসারে লিখিয়াছেন, এবং বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ গত ৪০ বৎসর তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। ১০।১২টি কুলপঞ্জিকায় সার্ব্বভৌমের পিতামহের নামই একবাক্যে "রত্নাকর" বলিয়া লিখিত আছে। সম্প্রতি দুইটি কুলপঞ্জীতে পাওয়া গেল, বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম "বিষ্ণুদাস" এবং সার্ব্বভৌমের অপর এক ভ্রাতার নামই "কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি।"[১৭] সার্ব্বভৌম-ভ্রাতৃত্রয়ের জন্মাব্দ ১৪৫০ খৃঃ পরে নহে। তাঁহাদের সমসাময়িকরূপে উল্লিখিত শিরোমণির জন্মাব্দও সুতরাং ১৪৬৫ খৃঃ পরে যাইবে না নিশ্চিত। বাচস্পতি মিশ্র ও পক্ষধর মিশ্রের অভ্যুদয়কাল আলোচনা করিলেও তাহাই পাওয়া যাইবে।

২। জয়ানন্দ কিম্বা কোন প্রাচীন চরিতকারই নিক্তির ওজনে ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর জন্মের ঠিক পূর্ব্বেই উৎকল গিয়াছিলেন, ইহা সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু নবদ্বীপে চৈতন্যলীলা প্রকট হওয়ার পূর্ব্বে অনুমান ১৪৯০-১৫০০ খৃঃ মধ্যে তিনি উৎকল গিয়াছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ, এবং শিরোমণিও তখন নবদ্বীপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, নতুবা জয়ানন্দের উক্তি একান্তভাবে অর্থহীন হইয়া পড়ে।

৩। নবদ্বীপে একটি পুথির প্রচ্ছদপত্রে একটি অতি মূল্যবান্ পুস্তকতালিকা আছে। তারিখ "৭সং ৪৯ তে ২০ মাঘ", অর্থাৎ ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দ, কারণ, যে পুথিখানার পৃষ্ঠে তালিকাটি আছে, তাহাও তালিকার অন্তর্গত এবং তাহার লিপিকাল "৩৮৬ ল সং"। '৪০৯' লিখিতে কেহ কেহ শূন্য বাদ দিত, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দ = ১৫১৭ খৃঃ বটে। এই তালিকামধ্যে "গুণ-শিরোমণি"র উল্লেখ আছে। পুস্তকের লিপিকাল ১৫১৭ খৃঃ পূর্ব্বে এবং রচনাকাল আরও পূর্ব্বে, অথচ গুণশিরোমণি প্রধান গ্রন্থ অনুমান-দীধিতির অনেক পরে রচিত। সুতরাং শিরোমণির শেষ গ্রন্থরচনার অধস্তন সীমা

১৬। ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ. ৪২৮-২৯।

১৭। "বিশারদস্তার্ত্তি গাং বিশো ক্ষেমা মুং হিরণ্য গাং শ্রীকান্ত চং গোপীনাথাচার্য্য তৎসুতা বাসুদেব সার্ব্বভৌম-কৃষ্ণবিদ্যাবিরিঞ্চি-বিষ্ণুবিদ্যাবাচস্পতি-চণ্ডীদাসাঃ..." (শ্রীযুত রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট রক্ষিত সাঙ্কাডাঙ্গার কুলপঞ্জীর ১৩১খ ক্রোড়পত্র)। বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত বিক্রমপুরের একটি কুলপঞ্জীর ১১৮খ পত্রে 'কৃষ্ণানন্দ' ও 'বিষ্ণুদাস' পুরা নাম লিখিত আছে।

১৫১০ খৃঃ নির্ণয় করা যায়। তিনি উচিত অধ্যয়ন ও ভাবনার পর প্রায় ১৫০০ খৃঃ হইতে গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন বলা যাইতে পারে। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেই দীধিতিকারের সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকারদের কালনির্দ্দেশ দ্বারা ইহা সূচিত হয়।

দুইটি প্রবল প্রমাণ এই কালনির্ণয়ের বিরুদ্ধ বটে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "গাধিবংশানুচরিত" নামক গ্রন্থের দোহাই দিয়া একাধিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, শিরোমণি "রামেশ্বর ভট্টে"র ছাত্র ছিলেন। এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। "গাধিবংশানুচরিত" গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শাস্ত্রী মহাশয়-রচিত প্রথম প্রবন্ধে রামেশ্বর ভট্টের ছাত্রগণের নামোল্লেখকালে শিরোমণির নাম ছিল না।[১৮] সম্ভবতঃ মূলগ্রন্থে গৌড়নিবাসী কোন রঘুনাথের নাম ছিল এবং তাঁহাকে শিরোমণির সহিত অভিন্ন ধরা হইয়াছে। আমাদের অনুমান, "মীমাংসারত্ন"গ্রন্থকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই রামেশ্বর ভট্টের ছাত্র ছিলেন, শিরোমণি নহে। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন, রামেশ্বর ভট্টের অপর ছাত্র "মহেশ ঠক্কুর"-লিখিত নবদ্বীপের "তার্কিকচূড়ামণি" নামীয় এক পত্র নবদ্বীপে ১৫২৯ খৃঃ রচিত "বৈবস্বতসিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, "বৈবস্বতসিদ্ধান্ত" গ্রন্থ কিম্বা তদ্ভুক্ত তাদৃশ মূল্যবান্ পত্র এখন আর পাওয়া যায় না। এই "তার্কিকচূড়ামণি" নিঃসন্দেহ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি এবং তিনিই মহেশ ঠক্কুরের সমসাময়িক ছিলেন। শিরোমণির সহিত তাঁহার অভেদ কল্পনা ভ্রান্তিমূলক।

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ প্রমাণটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব। অনুমানদীধিতির "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব"-প্রকরণে কূট-ঘটিত সার্ব্বভৌমলক্ষণের দোষ প্রদর্শনের পর উক্ত দোষের উদ্ধারের জন্য বিবক্ষিত একটি কল্পেরও খণ্ডন আছে। দীধিতির একজন মাত্র টীকাকার বিদ্যানিবাসপুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি এ স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ঐ বিবক্ষা তাঁহার পিতা (বিদ্যানিবাস)-কৃত।[১৯]

"অস্মৎ-পিতৃচরণানাং বিবক্ষাং শঙ্কতে সাধনসমানাধিকরণত্বেনেত্যাদি।"

সুতরাং বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য শিরোমণির অন্ততঃ সমসাময়িক হইতেছেন। বিদ্যানিবাস ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮ খৃঃ) "সচ্চরিতমীমাংসা" নামক ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকৃত তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ খণ্ডের টীকাংশ কাশীর সরস্বতীভবনে সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিদ্যানিবাস ১৫১০ শকাব্দেও (১৫৮৮ খৃ) কাশীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং তৎপুত্র বিশ্বনাথ পঞ্চানন ১৫৫৬ শকে গৌতমসূত্রবৃত্তি রচনা করেন।

১৮। *Ind. Ant.*. 1912, pp. 8-9.

১৯। কাশী সরস্বতীভবনের ৪৬৭ সং পুথির ৮৬খ পত্র এবং ৪৫৫ সং পুথির ৬৭ক পত্র দ্রষ্টব্য। রুদ্র ন্যায়-বাচস্পতি সম্ভবতঃ কাশীবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ বঙ্গদেশে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তদ্রচিত প্রত্যক্ষদীধিতিটীকার একটি প্রতিলিপি আছে (১৬৫২ সং সংস্কৃত পুথি)। নবদ্বীপে আমরা তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রতিলিপি খুঁজিয়া পাই নাই।

এতাদৃশ বৈষম্য স্থলে একমাত্র মীমাংসা এই যে, বিদ্যানিবাস ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং অনুমান ১৪৭৫-৮০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে শিরোমণিকৃত দীধিতি রচনাকালে পঠদ্দশায় হয় ত স্বপিতৃব্য সার্ব্বভৌমের পক্ষ সমর্থনে প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি দীধিতির উপর টীকা করায় বুঝা যায়, বিদ্যানিবাসের জীবদ্দশায়ই সার্ব্বভৌম-পরিবারের নব্যন্যায়ঘটিত গ্রন্থরাজি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল এবং দীধিতিকারের সম্প্রদায় সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া গিয়াছিল।

কবি আলাওল-কৃত 'পদ্মাবতী' পুথি এবং জায়সী-কৃত মূল 'পদ্মাবত' কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা

ডক্‌টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এম্ এ, পি-এচডি,

(১)

কবি আলাওলের পাণ্ডিত্য এবং কাব্যপ্রতিভার প্রশংসা স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন, কাব্যবিশারদ শেখ আব্দুল করিম এবং বর্ত্তমান ডাঃ সুকুমার সেন ও ইনামুল হক্ প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠেই করিয়া গিয়াছেন। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে না যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গুণগ্রাহীদের মধ্যে একজনও কবি আলাওলের পদ্মাবতী [পদ্মাবতি, হাবিবী প্রেস প্রথম সংস্করণ] কাব্যের একাধিক পুথির সাহায্যে বটতলা-সংস্করণের উপর আলোকপাত করিয়াছেন, কিংবা জায়সীর মূল পদ্মাবত কাব্যের সহিত আলাওল-কৃত বঙ্গানুবাদ আদ্যোপান্ত মিলাইয়া পাঠ করিয়াছেন। প্রকাশিত বাংলা পুথিখানির সমস্তটা পড়িয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—এমন প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকাংশের প্রশংসাই অন্ধভক্তি। সমালোচকগণ সমালোচনা লিখিয়াছেন—যাহারা কোন দিন মুসলমানী পুথি পড়িবে না এবং হিন্দী পদ্মাবত কাব্যের সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, বোধ হয় তাহাদেরই জন্য। কবি আলাওলের প্রতি হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যদি কিছুমাত্র প্রকৃত শ্রদ্ধা ও তাঁহার 'পদ্মাবতী'র জন্য দরদ থাকিত, তাহা হইলে মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস ইত্যাদি কবির টীকা-টিপ্পনী-সম্বলিত কাব্যমালার ন্যায় পদ্মাবতী পুথিরও একাধিক সুষ্ঠু সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পদ্মাবতীর বটতলা-কলঙ্কের অষ্ট ছাপ আজও ঘুচিল না।

আলাওল এবং জায়সীর কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির দু-একটা নমুনা দেখিয়া হতাশ হইয়াছি, উহা যেন যোগ-বিয়োগের ব্যাপার। আলাওল হিন্দী পদ্মাবত কাব্যের অমুক অধ্যায়ের অমুক পংক্তি হইতে অমুক পংক্তি অনুবাদ করিয়াছেন, অমুকটা বাদ দিয়াছেন, অমুক অংশ যোগ করিয়াছেন ইত্যাদি। ইহা গবেষণা নহে, কাব্য-সমালোচনা ত দূরের কথা।

* বর্ত্তমানে কবি আলাওলের হাবিবী প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণই অধিকাংশ গবেষক এবং সমালোচকগণের একমাত্র অবলম্বন। ফার্সী ও আর্বী ভাষার সহিত কিছু কিছু পরিচয় না থাকিলে এই পুথির পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব। বিশেষ শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম সহকারে জায়সীর পদ্মাবত কাব্যের একাধিক সংস্করণের সহিত মিলাইয়া আলাওলের পুথি দশ বৎসর পাঠ করিয়াও আমি দশ আনার বেশী বুঝিতে পারি নাই। অথচ এ বিষয়ে মধ্যযুগের

ইতিহাস চর্চ্চা, শাহজাদা দারার খাতিরে বিবিধ সুফীগ্রন্থ পাঠ ও হিন্দুস্থানের ভাষা ও উপভাষার সহিত আনুষঙ্গিক পরিচয় ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা অনেক বাঙ্গালীর চেয়ে হয় ত আমার বেশীই ছিল। এই রূঢ় মন্তব্যে যদি কাহারও অভিমানে আঘাত লাগিয়া থাকে, হাবিবী প্রেসের অষ্টম ও সংশোধিত পদ্মাবতী [প্রথম সংস্করণ পদ্মাবতি] পুথির নিম্নলিখিত কয়েকটি পয়ারের অর্থোদ্ধার করিয়া তাঁহারা আমাকে লজ্জা দিতে পারেন।

(১) সুকমল মৃদু তনু পতিত আকার।
সুগন্ধি তাম্বল রাগে এহিসে আকার। পৃ ৩২

(২) মৃদু তনু বালা তুমি আছ স্বজীবন।
কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের না হৈছে নিধন। পৃ ১৮৩

(৩) দৈত্য সত্য দুই ভাই জানিও নিশ্চয়।
দৈত্য না থাকিলে সত্য কিবা ফল হয়। পৃ. ১৭৩

(৪) এরাকি তুরুকি তাযি মোসলস্ত জাতি।
আরবি বোখারা রুমি আর হরমুজি।
পঞ্চমাল আনচাল চৌগাছি চৌধার।
ছমন্দ অবকলি মাজম এক হার।
খোরাখিজ সখী সৈলা পীল লঙ্গ লঙ্গ।
সুরকম আর সব সুরঙ্গ তুরঙ্গ। পৃ. ২০৯

(৫) বিতর্ক কট করি পরম পরি আর।
চিঙ্গ ধর পর মাষ্ট নাচয় সুসার।
ভিকট জথ করি ধুরপদ বিষ্টপদ।
কোঁচট নাচিল মেসি কেউট শব্দ। পৃ. ২২৩

এই কয়টি নমুনা হইতেই আশা করি, পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিবেন, কবি আলাওলকে বটতলার কলঙ্কমুক্ত করা কত কঠিন। যে পুথির শুদ্ধ পাঠোদ্ধার আজ পর্য্যন্ত হইল না, উহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা ও তুলনামূলক সমালোচনার কি মূল্য থাকিতে পারে, সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। কবির কাব্যসরোবর শেওলা আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে, সমালোচকেরা ভক্তিভরে উহার জল দু-এক অঞ্জলি পান করিয়াই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। হাবিবী প্রেসের ছাপা পুথির লক্ষাধিক খণ্ড বাঙ্গালী সাগ্রহে কিনিয়াছে, অর্থ বুঝিতে না পারিলেও প্রতি সন্ধ্যায় আসর জমাইয়া সুর সহযোগে পাঠ করে। গ্রামের গাজীর "গায়েন" এবং মাদৃশ বিদ্যাবিশারদ সাহিত্যিকের মধ্যে এ বিষয়ে কোন ইতরবিশেষ আছে মনে হয় না—উভয় শ্রেণীর পাঠকই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

(২)

আলাওলের পুথির মধ্যে যতগুলি পয়ার-পংক্তি আছে, উহার এক-পঞ্চমাংশ—ছাপার দোষেই হউক কিংবা পাঠোদ্ধারের দোষেই হউক—অশুদ্ধ এবং অবোধ্য। কবির হয় ত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু আছে, কিন্তু উহার দ্বিগুণ অশুদ্ধি আমদানী করিয়াছেন কবি আলাওলের বংশধর মৌলবী ছাহেব—যিনি ফার্সী অক্ষরে লিখিত একখানি পুথির বাংলা হরফে পাঠোদ্ধার করিয়া 'পদ্মাবতী' পুথি প্রথম ছাপাইয়াছিলেন। হাবিবী প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণ ঐ পুথির "নব পর্য্যায় তৃতীয় সংস্করণ" ছাপাইয়া "নিবেদন" করিয়াছেন—

"ঐতিহাসিক কাব্য পদ্মাবতী নবভাবে, নবসাজে…প্রকাশিত হইল। পুস্তকের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি নাই।" এই সংস্করণে কিছু কিছু বানান শুদ্ধি করা হইয়াছে; কোন কোন স্থলে শব্দ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। মূল পুথির পাঠ শুদ্ধ করিতে হইলে একাধিক পুথি হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ টীকায় উদ্ধৃত করাই বিজ্ঞানসম্মত

রীতি। ঐ রীতি উপেক্ষা করিয়া মনগড়া শব্দ বসাইয়া দিলে পুথির মাহাত্ম্য কখনও বাড়ে না, বরং উহা সুধীসমাজে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তবুও যিনি প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে মৌলবী সাহেবকে অশুদ্ধ পাঠের জন্য প্রশংসা না করিয়া নিন্দা করিলে নিমকহারামী হইবে। কারণ, জের্-জবর্-পেশবর্জ্জিত [আকার-উকারশূন্য], অধিকাংশ স্থলে অক্ষরের পুঁটুলী (নোক্তা) হয় অদৃশ্য, না হয় বিপর্য্যস্ত—এইরূপ ফার্সী পাণ্ডুলিপি হইতে আলাওলের বাংলা কাব্যের পাঠোদ্ধার অতি দুরূহ কার্য্য। মৌলবী সাহেবের বাংলা ভাষার উপর দখল না থাকিলে তিনি ঐ পুথিকে বর্ত্তমান রূপও দিতে পারিতেন না। হ্রস্ব-দীর্ঘ ণত্ব-ষত্বজ্ঞান সে-কেলে মৌলবীদের কাছ থেকে আশা করা অন্যায়। ঐ পুথির অশুদ্ধ অর্থহীন শব্দ কিংবা পাঠ শুদ্ধ করিতে হইলে অন্য বাংলা কিংবা ফার্সী অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিতে হইবে। যদি দ্বিতীয় কোন পুথি পাওয়া না যায়, তবে একমাত্র উপায়, বাংলা অশুদ্ধ শব্দগুলি আবার ফার্সী অক্ষরে লিখিয়া বিচার করিতে হইবে—কবি আলাওল মূলে সম্ভবতঃ কি লিখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে নমুনাস্বরূপ একটি পদ শুদ্ধ করিলাম :—

"সটীক পাষাণে অতি বাঝিছে স্বরূপ" পৃ. ২৮

উক্ত পদে সটীক ও স্বরূপ শব্দের কোন অর্থ হয় না। প্রথম শব্দটি হয় সংস্কৃত স্ফটিক, না হয় বাংলা ফটিক। কবি মুসলমান হইলেও তাঁহার কাব্যে সংস্কৃতশব্দপ্রবণতাই লক্ষিত হয়, স্ফটিক অপেক্ষা কঠিন সংস্কৃত শব্দও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, তিনি শুদ্ধ স্ফটিক লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, কবির বাংলা ফটিক ফার্সীতে মৌলবী সাহেব কখনও সটীক পড়িতেন না। ঐ প্রকার স্বরূপ শব্দ সুরূপ শব্দেরই বিকৃতি। উক্ত পদের শুদ্ধ পাঠ—

স্ফটিক পাষাণে অতি বাঝিছে সুরূপ।

কিন্তু এমন ভুলও আছে, যেখানে ফার্সী বিদ্যাও কার্য্যকরী হয় না, যথা—

আর এক কূপ আছে নামে মুক্তাশুর। সেই কূপ জলমাত্র নরপতি পীয়ে।
অমৃত সমান জল কুম্‌কুম্ কাফুর। সিন্ধু হয় তরু না বহল অন্ধ জীয়ে। পৃ. ৩০-৩১

ইহার উদ্ভট পাঠ শুদ্ধ করিতে হইলে মূল হিন্দী পদ্মাবত কাব্যের পাঠ উদ্ধৃত করিতে হইবে—

অৌর কুণ্ড এক মোতিচুরূ। অোহি ক পানি রাজা পৈ পীয়া।
পানি অমৃত, কীচ কপুরূ। বিরিধ হোই নহি জৌ লহি জীয়া।—নাঃ প্রঃ সভা সং, পৃ. ১৮

"মোতিচুরূ" অর্থাৎ মুক্তা-চূর্ণ [সদৃশ শুভ্র জলপূর্ণ] একটি কুণ্ড, উহার জল অমৃত, কর্দ্দম (কীচ) কর্পূর [তুল্য সুগন্ধ]; রাজাই ঐ জল পান করেন, যে এই জল পান করে, সে যত দিন বাঁচিয়া থাকে, কখনও বৃদ্ধ হয় না।

বাংলা পুথিতে 'বৃদ্ধ'কে মৌলবী সাহেব 'সিন্ধু' করিয়াছেন এবং আলাওলের তরুনা শব্দটিকে দ্বিধা বিভক্ত (তরু / না) করিয়া কি বিভ্রাট তিনি ঘটাইয়াছেন, পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ দাঁড়াইল—

আর এক কূপ আছে নামে মুক্তাসর। সেই কূপজল মাত্র নরপতি পীয়ে।
অমৃত সমান জল কর্দ্দম কাফুর। বৃদ্ধ হয় তরুনা বহল অন্ধ জীয়ে।

(৩)

কবি আলাওল স্থানে স্থানে "নিজমন-কথা" যোজনা করিলেও স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার পদ্মাবতী পুথি মুখ্যতঃ জায়সীর হিন্দী পদমাবত কাব্যের বঙ্গানুবাদ। সুতরাং এই পুস্তকদ্বয়ের তুলনামূলক সমালোচনার প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়—বাংলা অনুবাদে মূল হিন্দী কাব্যের উপাখ্যানভাগ, পদবিন্যাসমাধুর্য্য, ওজঃপ্রসাদাদি গুণ বিদ্যমান আছে কি না এবং অনুবাদক হিসাবে—কবি হিসাবে নয়—কতটুকু প্রশংসা আলাওলের ন্যায্য প্রাপ্য। এই প্রকার সমালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ হাবিবী প্রেসে শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত পদ্মাবতী পুথির সহিত ডাঃ গ্রীয়ারসন এবং পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদি-সম্পাদিত মহা পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পদ্মাবত কাব্যের অসম্পূর্ণ সংস্করণ মিলাইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা আলাওলের প্রতি শুধু অবিচার নয়, বটতলার বাংলা মহাভারতের সহিত ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক সংশোধিত আংশিক-প্রকাশিত সংস্কৃত মহাভারত গ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনার অপচেষ্টার মত ইহা হাস্যকরও বটে। মোটামুটি মিলাইয়া পড়িলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে নিম্নরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যথা—

(১) আলাওল পদ্মাবত কাব্যের অনুবাদ করেন নাই—তাঁহার পুথি স্থানে স্থানে অপ-বাদ মাত্র।

(২) তিনি মুসলমান গাজী সরজাকে "শ্রীজা নামে বিপ্র" করিয়াছেন।

(৩) তিনি হিন্দুবিদ্বেষ-মূলক ভাব সুলতান আলাউদ্দীনের প্রতি আরোপ করিয়া জায়সীর মূল আলাউদ্দীন-চরিত্রকে বিকৃত করিয়াছেন।

আলাওলের পুথি সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য এই পর্য্যন্ত কোন সাহিত্য-সমালোচক করেন নাই—নির্জ্জলা প্রশংসাই করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উক্ত অভিযোগসমূহের কোন যুক্তিসহ কারণ থাকিলে পুথি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করাই প্রথম কর্ত্তব্য।

পদ্মাবতী পুথি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যায়, আলাওল হিন্দী কাব্য-খানাকে যোগ-বিয়োগ প্রণালীর দ্বারা বাঙ্গালা ছাঁচে ঢালিয়া নূতন রূপ দিয়াছেন। এরূপ চেষ্টায় মূল কাব্যের সৃষ্টিকলার অপকর্ষ ঘটিয়াছে। মূল পদ্মাবত কাব্যের প্রাণবস্তু সূফীতত্ত্ব-বাদ, পাঠক যেন গল্পের নেশায় উহা হারাইয়া না ফেলেন, সে জন্য জায়সী বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। কবি আলাওল শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিতে গিয়া জায়সীর সূক্ষ্ম ভাব আমাদিগকে বিপরীত বুঝাইয়াছেন। আলাওলকৃত অপ-বাদের একটি দৃষ্টান্ত—

মূল হিন্দী

(১) সিংঘল দীপ কথা অব গাবৌঁ।
জৌ সো পদমিনি বরণি সুনাবৌঁ।
সিংঘল দরপণ ভাতি বিসেখা।
জো জেহি রূপ সো তৈসই দেখা।

ধনি সো দীপ জহঁ দীপক বারি।
জৌ পদমিনী জো দই সবাঁরি।
সাত দীপ বরনৈ সব লোগু।
একো দীপ ন জৌহি সরি জোগু।

দীয়া দীপ নহিঁ তস উজিয়ারা। লংক দাপ সরি পুজন-ছাঁহী।
সরনদীপ সরি হোই ন পারা। দীপ গভস্থল আরন পরা।
জম্বুদীপ কহৌঁ তস নাঁহী। দীপ মহস্থল মানুষ-হরা। নাঃ প্রঃ সভা সং, পৃ. ১১

আলাওলকৃত অনুবাদ (?)

(২) সিঙ্গল দিপের কথা শুন এবেসাম। কোন দ্বীপ নহে সিঙ্গলে সমসর।
সেই পদ্মিনির রূপ করি অনুপাম। দিয়া দ্বীপ হিমা দ্বীপ সরন্দিপ লঙ্কা।
সার বর্ণ হয় যেন উজ্জল দর্পণ। জল স্থল কুল স্থল মনে করি শঙ্কা।
যাহার যেমন রূপ দেখিব তেমন। * হিন্দুস্থানে ভাবে দ্বীপ নাম এহি বলি।
ধন্য সেই দিপ কথা হেনরূপ নারী। জম্বুদ্বীপ পক্ষ আর সক্র কেশ স্থলি।
রূপে গুণে বহু যত্নে বিধি অবতারি। কুশ দ্বীপ এক্ দিপ সপ্তম কহিল।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর হয় সব নর। পুষ্পের দরিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল। পৃ ২৬

মূলের সহিত অনুবাদ মিলাইয়া পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়, কবি আলাওল যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রথম চারিটি পয়ার শুদ্ধ ও চমৎকার অনুবাদ হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ তিনি বুঝিতে পারেন নাই, পৌরাণিক জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চাদি সপ্ত দ্বীপের অবাস্তব অবতারণা করিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি জায়সীর সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্ব মাটি করিয়াছেন। মূল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, জায়সীর "সিংঘল দীপ", আরবী সরন্দিপ (Ceylon), রাবণের লঙ্কা কিংবা পৌরাণিক সপ্ত দ্বীপের অন্তর্গত জড় জগতের আদৌ কোন দ্বীপই নহে। জায়সী নিজের ব্যাখ্যা নিজেই অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"হিয়া সিংঘল বুদ্ধি পদ্মিনী চিন্হা"

আত্মদর্শী সূফি ও যোগীর কল্পিত চতুর্দ্দশ ভুবন এই দেহভাণ্ডেই অবস্থিত। জায়সী বলিতেছেন,—সিংহল দ্বীপ মানুষের অন্তঃকরণ [heart], উহাই আদি-সৃষ্টি, এই অন্তঃকরণ, "গভস্থল" অর্থাৎ চক্র-গর্ভ [axle], ভাব বা মনোবৃত্তিগুলি এই গর্ভ-স্থলের "আর" (সংস্কৃত অর = spokes of a wheel] স্বরূপ। এই দ্বীপ অর্থাৎ হৃদয়ই মধুস্থলী বা আনন্দের আকর, ঈপ্সিত বস্তু ইহার মধ্যে গুপ্ত আছে। এই মধুর জন্যই মানুষ নাভিস্থিত কস্তুরীর সুবাসে দিশাহারা মৃগের ন্যায় পাগল। রূপক ভাবে পদ্মিনী অন্তঃকরণ বা মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত বুদ্ধি। মোট কথা, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইত্যাদির উৎপত্তি কবি জায়সী কথারম্ভে আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন—অথচ অনুবাদ পড়িয়া উহা বুঝিবার জো নাই। আমরা নিম্নে একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত পুথির পয়ার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম; দোষ গুণ পাঠকের বিচার্য্য।

সিঙ্গল দ্বীপের কথা পুনি এবে গামু। সার বর্ণ হয় যেন উজ্জল দর্পণ।
আর সেই পদ্মিনীর রূপ অনুপামু। যাহার যেমন রূপ দেখিব তেমন।

---

* পৌরাণিক—জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর।

ধন্য সেই দ্বীপ যথা দীপ-জ্যোতি নারী।
আপনি সৃজিলা বিধি পদ্মিনী কুমারী।
সপ্ত দ্বীপ পৃথিবীর কয় সব নর।
কোন দ্বীপ নহে সিঙ্গলের সম-সর *।
প্রদীপের দীপ নহে হেন উজিয়ারা।
সরন্দীপ তার তুলা কভু নহে পারা।
জম্বুদ্বীপ কইতে অন্তরে বাসি ভয়।
রাবণের লঙ্কা তার ছায়া সম নয়।
দেহরথে নেমি যেন সেই গর্ভস্থল।
আর তুল্য যুক্ত যাহে ভুবন সকল।
মধুস্থল সেই দ্বীপ জানহ নিশ্চয়।
যার আশে লুব্ধ নর ত্যজে লজ্জা ভয়।

সপ্ত দ্বীপের বর্ণনার ন্যায় সপ্ত সমুদ্রের নাম ও অবস্থিতি নির্ণয়ে আলাওল জায়সীর পৌরাণিক ভুল সংশোধন করিতে গিয়া গোল বাধাইয়াছেন। উড়িষ্যার উপকূল হইতে সিংহল যাত্রা করিয়া রাবল রতনসেন পর পর ক্ষার [লবণ], ক্ষীর [দুগ্ধ], দধি, উদধি [বাড়বাগ্নি, পক্ষান্তরে বিরহাগ্নিতপ্ত সমুদ্র], সুরা [পক্ষান্তরে প্রেমসুরা], কিলকিলা [উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল, ভয়াবহ, যাহার মধ্যে পাড়ি দেওয়া তলোয়ারের ধারের উপর দিয়া চলার মত দুষ্কর] প্রভৃতি ছয়টি সমুদ্র অতিক্রম করিয়া মানসর বা মানস সরোবর সমুদ্রে পৌঁছিলেন। এই সমুদ্র শান্ত স্থির মলয়স্নিগ্ধ, উহার মধ্যে অসংখ্য পদ্ম প্রস্ফুটিত, এবং হংসসমূহ ক্রীড়ারত। সিংঘল দ্বীপ যেন এই মানস-সরোবরের মধ্যে স্থল-পদ্ম। কবি মালিক মহম্মদ জায়সী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন পৌরাণিক ভূগোলজ্ঞানের অল্পতা হেতু নহে। সাধক এবং পাঠককে কবি সাত ঘাটের জল খাওয়াইয়া কোন রহস্যপুরীতে উপস্থিত করিয়াছেন। পরিষ্কার করিয়া বলিলে রসভঙ্গ হইবে।

কবি আলাওল "সাত সমুদ্র" খণ্ডের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নাই, অনূদিত অংশ অস্পষ্ট। কবির হিন্দুস্থানী কিংবা সংস্কৃত সপ্ত সমুদ্রের কোন সংজ্ঞাই নির্ভুল নহে। যথা—

"খার খিরো দধি আর সমুদ্রে উদধি।
শুরাজল কিবা [কিলা ?] আর এ সপ্ত অবধি।
হিন্দুস্থানী ভাষে নাম ধরে এই মত।
সংস্কৃত † ভাষে যেই শুনহ বেকত।
প্রথমে লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত আর।
দধী দুগ্ধ জলান্তর [?] শুন কহি সার।—পৃ. ৭২

কবি আলাওল মূল কাব্যের কোন কোন দুর্বোধ্য কবিতার অতি প্রাঞ্জল ও আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু কোথায়ও বা দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত সহজ দোহাগুলির কবিত্বপূর্ণ স্বাধীন ভাষান্তর করিয়াছেন—যাহাতে মূলের অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। যথা—

মূল হিন্দী

ভৌহ ধনুষ তিহ্ নৈন অহেরী।
মারহিঁ বান সান সোঁ ফেরী।
অলক কপোল ডোল হঁসি দেহীঁ।
লাই কটাচ্ছ মারি জিউ লেহীঁ।
কুচ কঁচুক জানৌ জুগ সারী।
অঞ্চল দেহিঁ সুভাব হি ঢারী।
কেত খিলার হারি তেহি পাসা।
হাথ ঝারি উঠি চলহিঁ নিরাসা। পৃ, ১৬

---

* ফার্সী হম্‌সর্ অর্থাৎ তুলনাস্পর্দ্ধী, সমান—বরাবর হওয়ার যোগ্য।

† পৌরাণিক—লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি, ক্ষীর স্বাদুদক।

ছাপা পুথি

ভুরু যুগ ধনুক কটাক্ষ তীক্ষ্ণবাণ।
নয়ান সন্ধানে মারে থাকিয়া পরাণ।
অলকার পাশে যেন কমলেতে অলি।
স্বগর্বে কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চলি।
কুলুপ লাগায় মনে হরি লয় বোলে।
বাজায় প্রেমের ফান্দে যত শত গলে।
সত্যের আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন।
খলের মানস নহে তাহার কারণ।—পৃ ২৯

অপ্রকাশিত পুথি

ভুরু ধনু লৈযা ফিরে শিকারী নয়ান।
চঞ্চল চাহনি ছুটে যেন চোখা বান।
অলকের গুঁঝা ডোলে কপোল উপরি।
হাসিয়া কটাক্ষ হানে জীউ লয় হরি।
কাঁচুলী আবৃত স্তন পাশা যুগ্ম সারি।
সুন্দর আঞ্চল ঢাল মন লয় কাড়ি।
বহুত জুয়ারী হারে খেলি সেই পাশা।
হাত ঝাড়ি চলি যায় হইয়া নৈরাশা।

(৪)

কবি আলাওল মূল কাব্যের বস্তুবর্ণনা প্রায় এক পঞ্চমাংশ বাদ দিয়াছেন, কিন্তু উপাখ্যান অংশে ঐ পরিমাণ তিনি কিংবা অপর কেহ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এরূপ যোগ-বিয়োগে কাব্যের অপকর্ষই ঘটিয়াছে। হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আচার-ব্যবহার, পান-ভোজন এক নহে, অতএব অনুবাদের অছিলায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয় ত দূষণীয় নহে। কবি ছিলেন রোসাঙ্গ [আরাকান] দেশের মিশ্রী(?)বংশীয় সাদ উমাং দার—রাজার অশ্বশালার অধ্যক্ষ, তুর্কী আমলের মীর-আখোর। তিনি ছিলেন পাকা সওয়ার ও চোগান্ বা পলো খেলোয়াড়। জায়সী হয় ত কোন দিন ঘোড়ায় চড়েন নাই, কিন্তু ঘোড়ার কুলজী, বর্ণ ও লক্ষণ চিনিতেন বাঙ্গালী কবি হইতে অনেক বেশী। একটি দোহায় জায়সী বলিতেছেন—

জোবন তুরী হাথ গহি লীজিয়।
জঁহা বাই তঁহ জাই ন দীজিয়।—মূল পৃ. ৭৯

আক্ষরিক অনুবাদ—

জোবনের ঘোড়ী দাব খেঁচি ধৈর্য্য ডোর।
যথা ইচ্ছা তথা যেন নাহি করে জোর।

ছাপা পুথি—

প্রবল বিরহ যেন তুরঙ্গ ওখার [তুখার]।
কুণ্ডলী করিয়া রাখ সেই আশোয়ার। পৃ. ৭৭

চালাক সওয়ার ব্যতীত তাজী ঘোড়াকে কুণ্ডলী-পাক দৌড়াইয়া শায়েস্তা করিবার কায়দা কেহ জানে না; এজন্য আসল হইতে ছাপা পুথির বর্ণনা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার জাতি বর্ণনায় আলাওল জায়সীর কাছে হার মানিয়াছেন—প্রমাণ সিংঘল-রাজের অশ্ব-সম্পদ্ বর্ণনায় আমরা পাইতেছি।

মূল হিন্দী

পুনি বাঁধে রজবার তুরঙ্গা।
কা বরনৌঁ জস উন্হকৈ রংগা।
লীল, সমন্দ চাল জগ জানে।
হাঁসল, ভৌঁর, গিয়াহ বখানে।
হরে, কুরঁগ, মহুআ বহু ভাঁতী।
গরর, কোকাহ, বুলাহ সু পাতী।
তীখ তুখার চাঁড় ঔ বাঁকে।
সঁচরহি পৌরি তাজ বিনু হাঁকে।

মন তেঁ অগমন ডোলহি বাগা। থির ন রহহি রিস লৌহ চিবাহীঁ।
লেত উসাস গগন শির লাগা। ভাঁজহি পুছ, সীস উপরাহী।
পৌন-সমান সমুদ পর ধাবহিঁ। অস তুখার ঘোড়া সব দেখে, জনু মনকে রথবাহ।
বুড় ন পাব, পার হোই আবহিঁ। নৈন-পলক পঁহুচাবহি, জহঁ পহুঁচা কোই চাহ। পৃ. ১৯-২০

বাংলা ছাপাব পুথিতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—

নানা দেশে নানাবর্ণ বহু তুরঙ্গম। আরোহণ মাত্রে স্থির নহে কদাচন।
দৃষ্টি পাছে করি চলে অতুল বিক্রম। অতি লোভে ধরে নথে [?] করয় গমন।
উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগায় যে শিরে। বাউ আরোহণ হয় ধরনি তেজিয়া।
সমুদ্রে যাইতে পদ না লাগয় নীরে। যথা প্রভু ইচ্ছা যায় নিমিষে চলিয়া।—পৃ ৩৯

কবি এ স্থানে কঠিন অংশ বেমালুম বাদ দিয়াছেন, হিন্দুস্থানী ভাষায় অশ্বেব কি নাম, কোন্ রং, কিছুই বুঝাইতে চেষ্টা কবেন নাই। মূল হিন্দীব সরল অনুবাদ :—

(অপ্রকাশিত পুথি)

রাজার দুয়ারে বান্ধা অশ্ব নানা জাতি। গরম মেজাজ তুর্কী সদা খাড়া কান।
কে পারে ভনিতে তার বর্ণ ভাতি ভাতি। রিসে চাবে লোহা কভু নাহি মানে আন।
হিন্দুস্থানী ভাসে নীলা অমল ধবল। শাহী চাল গমন ভঙ্গিমা পরিপাটী।
সমন্দ বাদামী হয় গমন চঞ্চল। লেজ নাড়ে নানা ছান্দে খুরে কাটে মাটী।
হাঁসুল মেহেন্দী অঙ্গ পায়ে কালা রেঁায়া। আরোহণ মাত্র স্থির নহে কদাচন।
ভৌরা ভোমরা কাল মহুয়া মহুয়া। বাগডোর ডোলে আগে হার মানে মন।
পাকা তাল মনলোভা বরণ গিয়াই। বিনা চাবুকের বাড়ি ধায় হাঁকারিয়া।
কোকনদ বর্ণে চিন তুরঙ্গ কোকাই। পবন শোয়ার যেন ধরণি তেজিয়া।
সুরক্ত বরণ তনু বোল্লা অশ্ববর। সমুদ্র লঙ্ঘিতে পায়ে না লাগয় নীর।
বোল্লা ঝাঁক উড়ে যেন গর্দ্দান চমর। উশ্বাস লইতে স্বর্গ লাগয় যে সির।
হরা সবজা গরা* ঘোড়া পাটল সুচারু। তুখার তুরঙ্গ যেন মনরথ হয়।
গলিত লাক্ষার রস কুরংগ জুঝারু। যথা ইচ্ছা যাও চলি নিমেষ না সয়।

(৫)

কবি জায়সী রতনসেনেব শ্বশুরবাড়ীতে মধ্য যুগেব আমিরী চোগান খেলা, নেজা-বাজীর [সওয়ারেব অশ্বচালনা ও অস্ত্র সঞ্চালন] মহড়া কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান-পরীক্ষার আয়োজন করেন নাই। অথচ আলাওল এ সমস্ত ব্যাপাবে ছাপা পুথির দশ পৃষ্ঠা (১১৪ হইতে ১২৪)

---

* ছত্রপতি শিবাজীর অমাত্য রঘুনাথ-রচিত "রাজব্যবহারকোষ" কাব্যে অশ্ববর্গ দ্রষ্টব্য।

নীলা কর্কঃ পরিজ্ঞেয়ঃ শোনো বোর ইতি স্মৃতঃ। রহবালঃ সৈন্ধবঃ স্যাদ্ ইরাখা যাবনঃ স্মৃতঃ।
শ্যামলস্তু কুমৈত স্যাদ্ অম্বরী মেঘবর্ণকঃ। অরব্বী স্যাৎ পারসিকঃ কচ্ছী জবন উচ্যতে।
কর্বুরস্ত্ববলখো নাম জরদা পিঙ্গলঃ স্মৃতঃ। মুজন্নসো বিজাতীয়ো বাহ্লীকো জহরী স্মৃতঃ।
অভ্রশো ব্যাঘ্রবর্ণঃ স্যাৎ করড়া নাম পাটলঃ। মত্রজস্তু ভবেৎ তাজী পর্ব্বতীয়স্তু টাঙ্গনঃ।

—শিবচরিত্রপ্রদীপ, পৃঃ ১৫৭।

ব্যয় করিয়াছেন। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। পুথির শেষাংশে (২৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৯৭ পৃ.) কবি আলাওলের নিরঙ্কুশ কল্পনা, জায়সীর কাব্যলক্ষ্মীকে শ্রীহীন করিয়াছে। "সোলতানের নিকট যুদ্ধের সংবাদ দিবার বিবরণ", "সোলতানে গোরার নিকট পত্র পাঠাইবার বিবরণ", ইত্যাদি [২৭৫-২৮৭ পৃ.] মূল কাব্যে পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালী কবি মনগড়া কথায় বর্ণনা ভারাক্রান্ত ও পানসে করিয়া তুলিয়াছেন। পদ্মাবতীর গর্ভে রতনসেনের দুই পুত্র লাভ, মৃত্যুকালে শাহার নিকট রতনসেনের ক্ষমা ভিক্ষা, পুত্রদ্বয়ের সুলতানের নিকট গমন, সুলতান কর্তৃক বাদিলা [বাদল]কে জায়গীর ও রাজপুত্রদ্বয়কে পিতৃরাজ্য প্রত্যর্পণ এবং পদ্মিনীর "টঙ্গি" [ছত্রী ; চিতামন্দির] দর্শন জায়সীর কাব্যেও নাই, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও নাই। যদি প্রকৃতই মূল কাব্যের কথা-সমাপ্তির পর আলাউদ্দীন-পদ্মিনীপুত্রদ্বয়বিষয়ক পুথির পরিশিষ্ট স্বয়ং আলাওল লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাঙ্গালী কবির রসজ্ঞান ও সৃষ্টিপ্রতিভা উঁচুদরের ছিল না। কবি জায়সীর দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন মায়া বা অবিদ্যার প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছেন। কবি নিজেই উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"রাঘব দূত সোই সৈতানূ।
মায়া অলাউদি' সুলতানূ।

মায়া বা অবিদ্যা পদ্মিনীরূপিণী নির্ম্মলা বুদ্ধিকে অভিভূত করিতে পারিল না, অবিদ্যা ও কামজ লালসার কপালে জুটিল খাক্, ধূলিমুষ্টি। আলাউদ্দীন যখন শুনিলেন, চিতোর-দুর্গে পদ্মিনী নাগমতী মৃত রাজা রতনসেনের সহিত সতী হইয়াছেন, তখন তিনি মিবারের ধূলিমুষ্টি উড়াইয়া ভাবিলেন, জগৎ মিথ্যা।

"ছার উঠাই লীন্হি এক মূঠী। জো লহি উপর ছার ন পরৈ।
দীন্হি উড়াই পিরথিমী ঝুঠী। তৌ লহি য়হ তিস্না নহিঁ মরৈ।

জায়সীর রচনার মধ্যে অর্থ বাক্যের অন্তরালে লুকোচুরি খেলিতেছে, কখনও ধরা দেয়, কখনও বা সহজে ধরা দিতে রাজী নয়। তাঁহার কবিতায় "অতিপ্রকাশ" দোষ নাই। জায়সীর কবিতা আলঙ্কারিকের উপমায় মহারাষ্ট্র-বধূ, গুর্জ্জরীও নহে, আন্ধ্রীও নহে। বাঙ্গালী কবির পদ্মাবতীকে হয় ত কেহ কেহ অন্ধ্র-দ্রাবিড়ীর* অপবাদ দিবেন।

(৬)

কবি আলাওল মুসলমান বীর গাজী সর্জাকে অনুবাদে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছেন। জায়সীর পদ্মাবত কাব্যে আমরা সর্জার সাক্ষাৎ পাইয়াছি সুলতানের দূতরূপে দুই বার চিতোরের পথে, এবং শেষ বার গোরার সহিত লড়াইর ময়দানে। সর্জা হিন্দু ছিলেন, কি মুসলমান ছিলেন, এ কথা জায়সী জাতিপরিচায়ক কোন শব্দের দ্বারা খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ

* "অর্থো গিরামপিহিতঃ পিহিতশ্চ কশ্চিৎ সৌভাগ্যমেতি মরহট্টবধূকুচাভঃ।
নান্ধ্রীপয়োধর ইবাতিতরাং প্রকাশো ন গুর্জ্জরীস্তন ইবাতিতরাং নিগূঢ়ঃ।

করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কাব্যের Interanal evidence [বস্তুসাক্ষ্য] দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়, সর্‌জা ছিলেন মুসলমান। আমরা মূল ও অনুবাদ হইতে কয়েক পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

(পুথি)	(মূল)
স্বজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর।	সরজা বীর পুরুষ বরিয়ারূ।
অতি বড় রূপ সংগ্রামেতে জিনী শূর।	তাজন নাগ সিংঘ অসবারূ।
তার প্রতি ছোলতানে করিল আদেশ।	দীন্হ পত্র লিখি, বেগি চলাবা।
এইক্ষণ যাও তুমি চিতাওর দেশ। (পৃ ২০৬)	চিতওর-গঢ় রাজা পঁহ আবা।—পৃ. ২৪১

অর্থাৎ সর্‌জা নামক একজন বিখ্যাত বীর পুরুষ, যাঁহার বাহন ছিল সিংহ এবং হাতের চাবুক [তাজ=ফার্সী তাজিয়ানা] একটি সাপ। সুলতান পত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলেন এবং আদেশ করিলেন, সত্বর পথ অতিক্রম করিয়া চিতোর গড়ের রাজার কাছে যাও।

বলা বাহুল্য, এ স্থলে মূলের সহিত অনুবাদের মিল নাই। আলাওল সর্‌জা সম্বন্ধে "বিপ্র" ও "ব্রাহ্মণ" শব্দ তিন পৃষ্ঠায় (পৃঃ ২০৮-২০৮) অন্ততঃ নয় বার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা ও দূতের বিতর্কে আলাওল অর্দ্ধেক কথা নিজেই নূতন আমদানী করিয়াছেন—যাহা জায়সীর বাদশাহ-চঢ়াই খণ্ড অধ্যায়ে আমরা খুঁজিয়া পাই না।

রাজা রতনসেন সরজাকে বলিতেছেন—

"তুরুক! জাই কহু…(পৃ. ২৪৩)

অর্থাৎ হে তুরুক্! তুমি গিয়া বল……ইহার দ্বারা বুঝা যায়, মুসলমান না হইলে রতনসেন সরজাকে তুরুক বলিতেন না। কিন্তু আলাওল উল্টা বুঝিয়াছেন—

"বল গিয়া তুরুকেরে না করে বিলম্ব।
যত শক্তি থাকয় আইস করি না বিলম্ব।"

এ স্থলে কবি অনুবাদে সুলতানের প্রতি "তুরুক" শব্দ অপপ্রয়োগ করিয়াছেন।

রাজা রতনসেন অবরুদ্ধ চিতোর-দুর্গে জোহর ব্রতের আয়োজন করিতেছেন শুনিয়া সুলতান পুনরায় সর্‌জাকে রাজার কাছে কপট সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া পাঠাইলেন। সরজা আবার সিংহে চড়িয়া চলিলেন। কবি আলাওল এইবার "বিপ্র" "ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু "আশীর্ব্বাদ কবি স্বজা বলিল বচন" দ্বারা সর্‌জার ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পুথির ২২৬ পৃষ্ঠায় আলাওল, আলাউদ্দীনের দয়া এবং রতনসেনের সুলতান-ভীতি আমদানী করিয়া অনুবাদকে অপবাদ করিয়াছেন। গোরা-বাদলের পিতাপুত্র সম্বন্ধ অনুবাদে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে; যশোদা নাম্নী গোরার স্ত্রীকে তাঁহার মা বলা হইয়াছে [পৃঃ ২৬০]।

গোরার সহিত যুদ্ধে আলাউদ্দীনের ওমরাগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার পর সরজা সিংহে চড়িয়া হাজির হইলেন। জায়সী লিখিয়াছেন:—

সবৃজা বীর সিংঘ চড়ি গাজা। পহুঁচা আই সিংঘ অসবারু।
আই সৌঁহ গোরা সৌ বাজা। জহাঁ গোরা সিংঘ বরিয়ারু॥
পহলবান্ সো বখানা বলী। ... ...
মদদ্মীর হমজা ঔ অলী। জানহুঁ বজ্র বজ্র সৌঁ বাজা।
... ... সব হী কহ পরৌ অব গাজা। (পৃ. ৩২২)

আলাওল এই অংশ অনুবাদ করেন নাই, পুথির সহিত মূলের বিশেষ মিল নাই। আলাওল-বর্ণিত গোরা-বাদলের যুদ্ধ যেন কাশীরামদাসী যুদ্ধপর্ব্ব। তবে মুসলমান কবি সুলতানী আমলের লড়াইর হাতিয়ারগুলি ঠিক রাখিয়াছেন। গোরার মৃত্যু সম্বন্ধে পুথিতে আছে—

এ মতে নব দিন যুদ্ধ অনির্ব্বাণ। আর দিন দৈব্যগতি হৈল মহারণ।
কাকে কেহ যুদ্ধেতে না পারে জিনিবার॥ কাল পুরি গোরা বীর হইল নিধন॥ (পৃ ২৮৫-৮৬)

এ স্থানে সবৃজার কোন উল্লেখ নাই। অথচ জায়সী দুই পৃষ্ঠাব্যাপী গোরা-সবৃজার দ্বৈরথ যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। জায়সী সবৃজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"মনে হয় তাঁহার উপর বহিয়াছে মীর হমজা [হজরত রসুলাল্লার চাচা] ও আলীর ছায়া, যেন আসুর ক্রুদ্ধ হইয়া সীসকে আক্রমণ করিতেছেন কিংবা তাজ সালার [সালার মাসুদ গাজী?] যুদ্ধে চলিয়াছেন।" গোরার প্রতিদ্বন্দ্বী বীর সবৃজা এবং আলাউদ্দীনের দূত সবৃজা একই ব্যক্তি—কেন না, দ্বিতীয় কেহ সিংহের উপর চড়িবার স্পর্দ্ধা রাখিতেন না। যদি সবৃজা "রায়বার বিপ্র" হইতেন, তবে জায়সী সবৃজাকে দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামার সহিত তুলনা না দিয়া, তাঁহার উপর আলী, হমজা, সালার মাসুদ ইত্যাদি বড় বড় গাজীর ছায়া ফেলিলেন কেন? দ্বিতীয় কথা, গোরা যখন সবৃজার উপর বজ্রতুল্য খড়্গ প্রহার করিলেন, তখন মুসলমান সৈন্যেরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"গাজী এবার মরিল" । পরৌ অব্ গাজা]। সুতরাং সবৃজা যে "তুরুক" ছিলেন, উহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন হইতে ডাঃ সুকুমার সেন পর্য্যন্ত সবৃজাকে "রায়বার বিপ্র" ধরিয়া নিয়াছেন, কেহই আলাওলের এই অজ্ঞানকৃত "শুদ্ধি" ব্যাপারটার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। আধুনিক গবেষকগণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

(৭)

কবি আলাওল জায়সী অপেক্ষা নিম্নস্তরের তত্ত্বজ্ঞানী সুফী ছিলেন। মূর্ত্তি পূজার বিফলতা দুজনেই প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে জায়সীর উদারতা ও সংযম আমরা বাঙ্গালী কবির পুথিতে কম দেখিতে পাই। কোন কোন স্থলে মূল পদ্মাবতে যাহা নাই, এমন মন্তব্য মূর্ত্তিপূজা ও হিন্দুজাতি সম্বন্ধে কবি আলাওলের পুথিতে পাওয়া যায়। যোগী রতনসেন পদ্মিনীকে পাইবার আশায় শিবমন্দিরে আস্তানা গাড়িয়াছিলেন। বসন্তোৎসবে একদিন পদ্মিনী শিব-পূজার ছলে যোগীকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু রূপের

ঝলকে যোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পদ্মিনীর অন্তর্ধানের পর যোগী চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, চন্দনের দ্বারা তাঁহার বুকের উপর কুমারী নিজ হস্তে লিখিয়া গিয়াছেন—

"ভীখ লেই তুঁহ জোগ ন সিখে।" (পৃ. ৯১)

অর্থাৎ যোগী! তুমি কেবল ভিক্ষা করিতে জান, যোগ শিক্ষা তোমার হয় নাই। এই লেখা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত রত্নসেনকে পাগল করিয়া তুলিল। যত দোষ, সবই মন্দিরস্থ ঠাকুরের—এই ভাবিয়া মহাদেবকে গালাগালি করিতে লাগিলেন; এই সুযোগে কবি আলাওল পাষাণের দেবতাকে দ্বিগুণ কড়া কথা শুনাইয়াছেন—

"আহারে কপটী দেব শুন মোর কথা। বৃথা তোরে সেবন করিল আসি হেথা।
সুফল পাইব করি সেবা কল্য তোর। অসুয় সমান প্রায় তুই হৈলী মোর।
পাষাণে চড়িয়া যেবা হৈতে চাহে পার। সে পুনি ডুবায় সত্য নাহিক উদ্ধার।
পাষাণ সেবিয়া কেবা পাইয়াছে ফল। আজন্ম সিঞ্চিলে জল না হয় কমল।
সেই সে পাষাণ যেবা পাষাণ পূজয়। আপনা শকতি যেবা লড়িতে না রয়।

শ্লোক

মক্ষ প্রতিমা দেব বিপ্রদেব হুতাশন। জগালং.প্রার্থনা দেবঃ দেব নিরাঞ্জন।

.. ...

কেন না পুজিলে সেই প্রভু নৈরাকার। জীবন মরণে যেবা করিবে উদ্ধার।।
অথ মুখে সেবী আমি নাহি প্রযোজন। রাখিতে না পারে যেবা আপনা লাঞ্চন।।
করিপুচ্ছে ধরিলে সমুদ্র হয় পার। ধরিলে অজার পুচ্ছে ডুবে মধ্য ধার। (পৃ. ৮৮)

আলাউদ্দীনের হিন্দু সামন্তরাজগণ রত্নসেনের আমন্ত্রণে চিতোর রক্ষার্থে মুসলমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করিল। ক্ষাত্রধর্ম্মের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বীর-হৃদয় আলাউদ্দীন সামন্তদিগকে সানন্দে বিদায় দিলেন এবং নিরাপদে চিতোর পৌঁছিবার জন্য তিন দিন সময় দিলেন। আলাওল উক্ত অংশের নির্ভুল অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু পরেই তিনটি পয়ার—যাহার ভাব মূলে আদৌ নাই—যোগ করিয়া আলাউদ্দীনের মুখে "নিজ মনকথা"ই বলিতেছেন, উহার একটি,—

"মোশলমান জাতির মনেতে নাহি আশা।
কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরশা।"—পৃ. ২১২

(৮)

এ পর্য্যন্ত আমরা কবি আলাওল ও তাঁহার পুথির কঠোর সমালোচনা—এমন কি, নিন্দাই করিয়াছি। কিন্তু এ যাবৎ আমরা সমালোচনা করিয়াছি কাহার? নিশ্চয়ই কবি আলাওলের নহে—কেন না, তিনি জীবিত নাই; তাঁহার মূল পুথিই বা কোথায়? হাবিবী প্রেসের ছাপা পুথি সমগ্র ভাবে তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া নিন্দা করা অপণ্ডিত ও অমানুষের কাজ। দ্বিতীয় কথা, কবি আলাওলের বিদ্যা ও হিন্দী ফার্সী জ্ঞান বর্ত্তমান কোন বাঙ্গালীর নাই; থাকিতেও পারে না। তথাপি তাঁহার অনুবাদে পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রুটি বিচ্যুতি কেমন

করিয়া স্থান পাইল? আমরা নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত বিশুদ্ধ টীকাটিপ্পনী-সমন্বিত পদ্মাবত কাব্যের যে সংস্করণ এই তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ব্যবহার করিয়াছি, সেরূপ কোন পুথি অনুবাদক পাইয়াছিলেন কিংবা পাওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল কি? আলাওলের পুথির "স্বরূপ" উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কবির কোন সমালোচনাই চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি কবি কর্তৃক ব্যবহৃত মূল পদ্মাবত কাব্যের পাণ্ডুলিপিই অশুদ্ধ থাকে, অনুবাদক সে জন্য দায়ী নহেন। সর্ব্বশেষ কথা, পদ্মাবতীর উপর পরবর্ত্তী কোন নকলনবীশ মৌলবী সাহেব ইসলামী ছাপ বোধ হয় স্থানে স্থানে বসাইয়া দিয়াছেন। ঐ সমস্ত দোষগুলি পূর্ব্বোক্ত সমালোচনায় হয় ত আমরা মৃত কবির ঘাড়ে চাপাইয়াছি—কেন না, কোন সাহিত্যিক কিংবা কোন সমালোচক এ পর্যন্ত পুথির প্রক্ষিপ্তাংশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই।

(৯)

কবি আলাওল পুথির শেষ পর্যায়ে লিখিয়াছেন—

"বহু কষ্টে বহু দুঃখে বহু পরিশ্রমে।
সমাপ্ত করিল পুথি লিখি জ্যৈষ্ঠ মাসে।

কবি নিজেই বলিয়াছেন, মূল পদ্মাবত কাব্যের "রচনার শুদ্ধি" নির্ণয় করাই ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার—

বিমর্ষি চাইল পাছে আজি অল্প বুদ্ধি।
কিমতে জানিব এই রচনের শুদ্ধি। (পৃ. ২২)

সুতরাং কবির দোষোদ্ঘাটনের পূর্ব্বে অনুসন্ধান আবশ্যক, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জায়সীর পদ্মাবত কাব্য বিকৃত ও বিভিন্ন-পাঠ-কলুষিত হইয়া কি শোচনীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গত ৪০।৫০ বৎসরে পাঁচ পাঁচটি বিভিন্ন সংস্করণের পর এখনও পদ্মাবত কাব্যের শুদ্ধ পাঠ, দোহা-চোপাইর ক্রমবিন্যাস নিঃসন্দেহরূপে স্বীকৃত হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আলাওলের পক্ষে পদ্মাবত কাব্যের পাঠোদ্ধার কিরূপ দুরূহ কার্য্য ছিল, ধুরন্ধর পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লজীর আধুনিক অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি। পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন—

একটি "চোপাই"র পাঠ ও অর্থ-নির্ণয় করিতে কখন কখনও কয়েক দিনই লাগিয়াছে। ঝঞ্ঝাটের একটি প্রধান কারণ, জায়সীর গ্রন্থ ফার্সী বর্ণলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে অন্য লোকেরা উহা হিন্দী বর্ণমালায় লিখিয়াছে। এ জন্য একই শব্দ কেহ এক-প্রকার পড়িয়াছেন, কেহ বা অন্যপ্রকার। অতএব অনেক স্থলে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে হইয়াছে যে, অমুক শব্দ ফার্সী অক্ষরে লিখা গেলে কত বিভিন্ন প্রকারের পাঠ হওয়া সম্ভব। কাব্যের ভাষার প্রাচীন স্বরূপের উপরও পুরোপুরি সতর্ক দৃষ্টি [ধ্যান] রাখিতে হইয়াছে। জায়সীর রচনায় ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বসিদ্ধান্ত-[বেদান্ত, যোগশাস্ত্র ও সুফী তত্ত্ববাদ ইত্যাদি] সমূহের আভাস ইশারা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য দূর দূর পর্য্যন্ত "দৃষ্টি"

প্রসারের আবশ্যকতা ছিল। এই প্রকার বড় বড় কঠিন বাধা ধোকা না খাইয়া পার হওয়া …একপ্রকার অসম্ভব [নাঃ প্রঃ সংস্করণ—বক্তব্য, পৃ. ৯]।

যে কার্য্যে বর্ত্তমান হিন্দীসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ রামচন্দ্রজীর মত পণ্ডিত বিংশ শতাব্দীতে হয় ত ঠকিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করেন, সে স্থলে বাঙ্গালী মুসলমান কবি সুদূর আরাকান-প্রবাসে যদি পদ্মাবত কাব্যের "রচনার শুদ্ধি" নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া থাকেন এবং উক্ত কাব্যের বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে অপবাদেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য কবিকে নিন্দা করা অনুচিত।

(১০)

মলিক মহম্মদ জায়সীর কাব্যের ভাষা অযোধ্যা প্রদেশের গ্রামীন্ বা ঠেট আউধী হিন্দী—উহার সহিত সংস্কৃত ও ফার্সীর সামান্য সংমিশ্রণও আছে। বিশুদ্ধ হিন্দীজ্ঞান থাকিলেও পদ্মাবত কাব্য সম্যক বোধগম্য হয় না। অধিকাংশ শব্দ প্রাকৃত মূল হইতে উৎপন্ন কিংবা রূপান্তরিত। ইহার ব্যাকরণ বিভক্তি প্রত্যয় ইত্যাদি তুলসীদাসী যুগের পরবর্ত্তী ভাষার ব্যাকরণ হইতে কিছু বিভিন্ন। ভাষা ব্যতীত পদ্মাবত কাব্যের বৈদর্ভী রীতি* সাধারণের কথা দূরে থাক, পণ্ডিতগণেরও জ্ঞান-বিভ্রম ঘটাইয়াছে। তাঁহার কাব্য সত্যই "সরস্বতীবিভ্রমজন্মভূমি", তাঁহার কাব্যের ভাষ্য লিখিতে গিয়া আধুনিক পণ্ডিত ও মৌলানা ফাঁপড়ে পড়িয়াছেন, এমন কি, সুপণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী ও বহুভাষাবিৎ গ্রীয়ারসন্ সাহেব পর্য্যন্ত এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই—পণ্ডিতসমাজের হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। পদ্মাবত কাব্যের সম্ভবতঃ অতি অশুদ্ধ পাণ্ডুলিপির সাহায্যে যিনি আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় পদ্মাবতী পুথি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রম, ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করিতে হইলে মূল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা অপরিহার্য্য। আমাদের বাঙ্গালী কবি পদ্মাবত কাব্যের পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে কাণপুরী মৌলানা কিংবা সুধাকর দ্বিবেদী অপেক্ষা কম ভুল করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(১১)

পদ্মাবত কাব্যের আধুনিক ছাপা সংস্করণসমূহ এবং ঐ সমস্তগুলির দোষ-গুণ পণ্ডিত রামচন্দ্রজীর বক্তব্য হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) নবলকিশোর প্রেস সংস্করণ।

(খ) পণ্ডিত রামজসন মিশ্র-সম্পাদিত চন্দ্রপ্রভা প্রেস সংস্করণ।

রামচন্দ্রজী সত্যই বলিয়াছেন—এগুলিতে একটিও দোহা-চোপাইর শুদ্ধ পাঠ নাই;

---

* অনভ্রবৃষ্টিঃ শ্রবণামৃতস্য সরস্বতীবিভ্রমজন্মভূমিঃ।
বৈদর্ভরীতিঃ কৃতিনামুদেতি সৌভাগ্যলাভপ্রতিভূঃ পদানাম্॥

এক কথায় কুছ কাম্‌কা নাহীঁ। তুলনায় হাবিবী প্রেসের ছাপা পদ্মাবতী পুথি অপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর।

(গ) উর্দ্দু সংস্করণ [সটীক], কাণপুর প্রেস।

এই সংস্করণের কিঞ্চিৎ সুনাম ছিল। আসল পূর্ব্বোক্ত সংস্করণদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ, কিন্তু সম্পাদক ও টীকাকার মৌলবী সাহেবের ব্যাখ্যা অতি ভয়াবহ। সুরসিক রামচন্দ্রজী উক্ত উর্দ্দু টীকার তস্ত টীকা স্বীয় বক্তব্যে অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, উহাকে কাণপুরী কর্ণমর্দ্দন বলা যাইতে পারে।

(ঘ) *Padmavat,* (Royal Asiatic Society of Bengal)

বাঙ্গালা দেশে এই সংস্করণই অভ্রান্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী এবং গ্রীয়ারসন সাহেব বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পদ্মাবত সম্পাদনার ভার পাইয়াছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ সটীক প্রকাশিত করিবার পরমায়ু কিংবা অবসর তাঁহারা পান নাই, এক তৃতীয়াংশ মাত্র সুধাকরচন্দ্রিকা নামক টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ ও চন্দ্রিকা সম্বন্ধে রামচন্দ্রজীর সুচিন্তিত বক্তব্য উদ্ধৃত করা গেল।

"...শব্দার্থ, টীকা এবং এদিক্‌ সেদিক্‌ কিস্‌সা কাহিনী দ্বারা ইহার আকার অতিমাত্র ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু টিপ্পনীগুলি অধিকাংশই অশুদ্ধ, টীকা স্থানে স্থানে ভ্রমপূর্ণ। সুধাকরজীর একটা গুণ শুনা যায় যে, কেহ কোন কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরে নাই—টানাহিঁচড়া করিয়া তিনি একটা না একটা অর্থ করিয়াই ফেলিতেন। এই একটি গুণ [পদ্মাবতের] টীকা সম্পাদনেও তিনি কাজে লাগাইয়াছেন। শব্দার্থনির্ণয়ে কোন স্থলে ইহা স্বীকার করা হয় নাই যে, টীকাকার এই শব্দের সহিত পরিচিত নহেন। সব শব্দেরই কোন না কোন অর্থ মৌজুদ—সে অর্থ ঠিক হউক আর নাই হউক আসে যায় না।। (বক্তব্য, পৃ. ৩)

সুধাকরচন্দ্রিকা বর্ত্তমানে ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইয়া "সুধাকরে"র কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। উহার দুইটি মাত্র নমুনা—

(ক) মূল—

অহুট হাত তন সরোবর,
হিয়া কমল তেহি মাহঁ [পৃ. ৫৪]

সুধাকরী অর্থ—রাজা বলিতেছেন যে, [আমার] হাত অহুট অর্থাৎ শক্তিশেল আঘাতে সামর্থ্যহীন ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া গিয়াছে, [কিন্তু] এই তনু সরোবরের মাঝখানে হৃদয়মধ্যে "কমল" অর্থাৎ পদ্মাবতী বিরাজমানা।

ঠিক অর্থ—অহুট অর্থাৎ সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত শরীররূপ এই সরোবর—যাহার মধ্যভাগে **আছে হৃদয়রূপী কমল [পদ্মফুল]।**

(খ) মূল—

"হিয়া থার, কুচ কঞ্চন লারু।
কনক-কচৌরি উঠে জনু চারু ॥"

সুধাকবী অর্থ—[পদ্মিনীর] থালার ন্যায় বুকের উপর স্তন দুইটি যেন সোনার লাড্ডু, [অথবা] মনে হয়, "কণিক" [আটা]র কচুরী যেন ফুলিয়া উঠিতেছে, অর্থাৎ সুগোল ঊর্দ্ধমুখী স্তনদ্বয় [হালুয়াইর] কড়াইতে ভাজা বাদামী রংএর কচুরীর মত দেখাইতেছে।"

ঠিক অর্থ—"মনে হয় যেন সুন্দর [লারু] সুবর্ণকটোরা [কচৌরী] দুইটি বক্ষস্থলে সোনার থালার উপর [বিপর্য্যস্ত ভাবে] স্থাপিত হইয়াছে।"

কবি আলাওল—

স্বর্ণ স্থল জিনিযা হৃদয় পরিপাটী।
কনক কটরা দুই রাখিছে উলটী। ছাপা পুথি—পৃ. ৫৮

"বিদ্যাপতি"-বিলাসী বাঙ্গালী পাঠক "কনক-কটোরা"র সহিত সুপরিচিত।

পদ্মাবতের অন্যত্র— "বুঝহু, কণক কচোরী ভীখি দেহু, নহি মার।"

ছদ্মবেশী মহাদেব যোগী রতনসেনের জন্য রাজা গন্ধর্ব্বসেনকে সুপারিশ করিতেছেন—

সোনার বাটী ["কটোরী"—ঈশবায় "উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা পদ্মিনী"কে] ভিক্ষা প্রদান কর, [যোগীকে] বধ করিও না। সুযোগ পাইলে শেষোক্ত স্থলে দ্বিবেদী মহাশয় কি অর্থ করিতেন জানি না, তবে বাবল রতনসেন নিশ্চয়ই ছোলার আটার [কনক] কচুরীর লোভে সিংহল দ্বীপে গিয়া পদ্মিনী-মহলে সিঁধ কাটেন নাই।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় আশা করি প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কবি দ্বিবেদী মহাশয় অপেক্ষা পদ্মাবত কাব্য মোটামুটি ভালই বুঝিয়াছিলেন। তিনি অমরাউ [উপবন] শব্দের অর্থ আম্রবাজ কিংবা সারিউ [শারী = ময়না]কে দুর্ব্বাঘাস করেন নাই। তাঁহার অনুবাদে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সত্য, কিন্তু উহার কারণ কবির খামখেয়ালী কিংবা হিন্দী-জ্ঞানের অভাব নহে। তাঁহার দুর্ভাগ্য, মূল শুদ্ধ পাঠবিশিষ্ট পদ্মাবত তিনি পান নাই। এই প্রকার একাধিক উদাহরণ ছাপার পুথি হইতে উদ্ধৃত করা কষ্টকর নহে, যাহা দ্বারা বুঝা যায়, কবি আলাওল জায়সীর গূঢ় অর্থ ও ভাব মূল অপেক্ষাও প্রাঞ্জল ও সরস কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের নিবেদন, ভবিষ্যতে বাঙ্গালী গবেষকগণ দ্বিবেদী-গ্রিয়ারসনের মায়া কাটাইয়া নাগরীপ্রচারিণী সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লজী-সম্পাদিত পদ্মাবত কাব্যের সংস্করণই তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ব্যবহার করিবেন। পণ্ডিতজীর "বক্তব্য" ও ২৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা হিন্দী সমালোচনা-সাহিত্যে অতুলনীয় দান। উক্ত ভূমিকাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবি আলাওলকৃত পদ্মাবতী পুথির সম্বন্ধে যদি কেহ গবেষণা করেন, তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও অশেষ পুণ্য অর্জ্জন করিবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫০শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
১৩৫০

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন

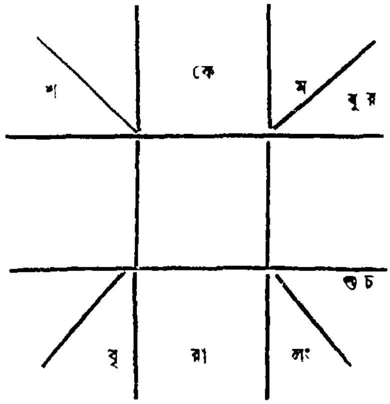
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সেকালের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস—হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রাম। ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও কাব্য ছাড়া তর্কভূষণ মহাশয় পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদ টীকা সহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তদীয় ছাত্রদ্বয়—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্বন্মোদ-যন্ত্রের অধ্যক্ষতাকালে অনেক পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ভূদেব চরিতে' (১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬, ১৮) প্রকাশ :—"বিদ্বন্মোদ যন্ত্র হইতে তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (কিয়দংশের) টীকায়, তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা—শান্তিশতকের টীকায়, তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য—বালবোধিনী নামক বালকশিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান—এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালাভাষার প্রতি অনুরাগ—প্রকাশিত হইয়াছিল।" তাঁহার প্রণীত বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের তাৎপর্য্যার্থ 'বিশ্বনাথ রামায়ণ' নামে ১২৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা ৩৭ নং হরিতকীবাগান লেনে অবস্থানকালে তর্কভূষণ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। প্রচলিত 'সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী' ও 'ভূদেব চরিতে'র মতে তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৭৪৬ শক (১২৩১ সাল), ৩রা ফাল্গুন (ইংরেজী ১৮২৫, ১২ই ফেব্রুয়ারি), রবিবার। এই ইংরেজী বাংলা তারিখে মিল নাই,—৩রা ফাল্গুন না হইয়া ২রা ফাল্গুন হওয়া উচিত ছিল। সালেও ভুল আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চুঁচুড়ায় বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর একটি পুথির মধ্যে ভূদেবের কোষ্ঠী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

শক° ১৭৪৮।১০।১০ নক্ত' দ্বই প্রহর ১টার পর ১ দণ্ড কিঞ্চিৎ অধিক বা এই সময় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র হয় বুধবার পঞ্চম যামার্দ্ধে গু ভস্ত চতুর্থ দণ্ডে শনেঃ পূর্ব্বাষাঢ়ায়াং



কোষ্ঠীর উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে এবং এই চক্রানুসারেও ভূদেবের জন্ম-তারিখ—১৭৪৮ শক, ১১ই ফাল্গুন, ইংরেজী মতে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭, পাওয়া যাইতেছে। এই তারিখই যে ঠিক, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। ভূদেব তাঁহার দিনলিপির এক স্থলে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80 Thursday

Early in the morning I had very strong reminiscences of my past years.

How old am I? '56 as in the returns I make to the Acct. General or 54 as my children reckon?

I remember to have been 13 years old when I entered the Hindu College and that was the year of the first Chinese war. If it was in 1839 I am now 54 years of age.*

ছাত্র-জীবন

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, নয় বৎসর বয়সে, ভূদেব কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি সাহিত্য-শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দুই বৎসর সংস্কৃত কলেজে কাটাইয়া তিনি রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র-পরিচালিত ইণ্ডিয়ান

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ভূদেবের দিনলিপির অংশগুলি অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত দিনলিপির খণ্ডগুলি ভূদেবের পৌত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁহাকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

একাডেমীতে, নবীনমাধব দের ও ভোলানাথের স্কুলে—এই তিন প্রতিষ্ঠানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ স্কুল পরিবর্ত্তনের অসুবিধা বুঝিয়া তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে হিন্দুকলেজে পড়াইতে সঙ্কল্প করিলেন।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩ বৎসর বয়সে ভূদেব হিন্দুকলেজ জুনিয়র স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। হিন্দুকলেজ তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই দুই ভাগে তখন সর্ব্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল। জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল। ৭ম শ্রেণীতে ভূদেব মধুসূদন দত্তকে সহাধ্যায়ি-রূপে পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।—যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', পরিশিষ্ট।

জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ভূদেব ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র-বৃত্তি, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। ভূদেব ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৮৲ টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। ভূদেব এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী—মধুসূদন দত্ত ও শ্যামাচরণ লাহা বৃত্তি লাভ করিয়া, ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-দুই জন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণানুসারে তাহাদের দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসূদন দত্ত এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বর্দ্ধমান-রাজ-বৃত্তি ৪০৲ টাকা লাভ করেন* এবং পর-বৎসর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। প্রতি বৎসর এই বৃত্তি ভোগ করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল ছিলেন। হিন্দুকলেজে সর্ব্বসমেত ৬ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়ন করিয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টের ৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

* General Report on Public Instruction...for 1842-43, p. lxxiv.

Certificates of proficiency, according to the rules, have to be granted to the undermentioned pupils (scholarship holders) who left the College during the year 1845. ....

3. Rajnarain Bose, senior scholarship holder, unemployed.

4. Bhoodeb Mookerjee, ditto ditto ditto

ভূদেব হিন্দুকলেজ হইতে যে প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

HINDOO COLLEGE.

These are to certify that Bhoodeb Mookerjea has studied in this College for a period of 6 years and 5 months, that at the time of quitting college he was in the first class, that he has made very great progress in General Literature and acquired creditable proficiency in the English Language and Literature, and in the Elements of General knowledge and that his conduct has been quite satisfactory At the time of leaving college he held a Senior Scholarship of the first grade

Calcutta, 13th February 1846 — J Kerr *Principal*, G Lewis *Head Master*

ছাত্র-জীবনের কথা ভূদেব তাঁহার দিনলিপিতে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80. Thursday.

..

When 9 years old I was sent to the Sanscrit College where I staid for about *two years* reading up to the Sahitya class. Then I staid for less than one year in each at the Indian Academy, at Nabin Madhab's school and at Bholanaths altogether two years. This corresponds with the recollection I have of being 13 when I entered the Hindoo College. At the College I was one year with Ramchandra's class, one year in Jones', one year in Halford's, one year in the second class and a little more than two years in the first class, altogether between six and seven years.

বিবাহ

হিন্দুকলেজের সিনিয়র-বিভাগে অধ্যয়নকালে ভূদেবের বিবাহ হয়। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬। তিনি দিনলিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80. Thursday,

... ...

I was married to *Elokeshi* when I was 16 and she 11. We had our first boy Mahendra born to us when I was between 20 and 21.

চাকুরী-জীবন

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়

মিশনরীরা নানা স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন; অনেক হিন্দু বালক খ্রীষ্টান হইতেছিল। ইহার প্রতীকারার্থ ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে* প্রধানতঃ রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্ন-চেষ্টায় ট্রেজারীর খাজাঞ্চি বড়বাজার-নিবাসী রাধাকৃষ্ণ বসাকের প্রশস্ত বৈঠকখানায় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন সংস্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৫৫০ জন, বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার্থ পাঁচ জন শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষার্থ দুই জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।† দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। হিন্দুকলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ভূদেব মাসিক ৬০৲ বেতনে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।‡ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার সহিত স্বধর্ম্মশিক্ষা দানের প্রয়োজন ভূদেব অনুভব করিতেন, এই কারণে প্রধানতঃ হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে সাগ্রহে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে এক বৎসর পরেই তিনি এই বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

চন্দননগর অ্যাকাডেমি

অতঃপর ভূদেব আর চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া চন্দননগর অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিলেন।

সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগদান

কিন্তু ঘটনাচক্রে শীঘ্রই ভূদেবকে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে হইল। তাঁহার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কন্যার বিবাহে তর্কভূষণ মহাশয়ের অর্থের অনটন পড়িল। এই

---

* হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের এই প্রতিষ্ঠাকাল ৫ মার্চ ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে গৃহীত। ইহাতে প্রকাশ:—

Weekly Epitome of News, March 8:—The Hindoo Charitable Institution...happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March.

† 'সম্বাদ ভাস্কর', এপ্রিল ১৮৪৬।

‡ 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', ৩য় সং, পৃ. ১০৬। ভূদেব তাঁহার দিনলিপিতেও লিখিয়া গিয়াছেন:—

1st January '80. Thursday. ... ...

I was 20 when I left college and entered service as headmaster of the Hindu Charitable. Then about two years were spent at the Hindu Charitable and the Chandernagore academy.

সময়ে ভূদেব গোপনে ঋণ করিয়া পিতাকে ২৫০৲ টাকা দিলেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ তাঁহার জুটিয়া গেল। অতঃপর ভূদেব জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বীয় যোগ্যতাবলে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। সরকারী পুস্তক হইতে আমরা তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bhudev Mookerjee, C. I. E.

2nd Master, Calcutta Madrassa	20 Dec. 1848
Head Master, Howrah School	18 Octr 1849*
Leave 1 day in Nov. 1851; 5 days in Nov. 1854; 1 day in Feb. 1856	
Head Master, Hooghly Normal School	22 June 1856
Offg. Asst. Inspector of Schools, Central Dvn	15 July 1862
Add. Inspector of Schools, Hooghly	13 Jany. 1863
4th Class of the Bengal Education Service	1 April 1867
Inspector of School, North Central Dvn	18 May 1869
Medical Leave from 27 Nov. 1872 to 26 May 1873	
Inspector of Schools, North Central Dvn	27 May 1873
3rd Class of the Bengal Education Service	4 May 1874
Inspector of Schools, Western Circle	6 April 1875
Offg. in the 2nd class of the Bengal Education Service	10 May 1875
Privilege leave for 2 months from 31 Jany. 1876	
Inspector of Schools, Eastern Circle, continuing to officiate as Inspector of Schools, Western Circle	21 Feb. 1876
Inspector of Schools, Western Circle, Hooghly	2 May 1876
Inspector of Schools, Behar Circle	15 Nov. 1876
Offg. in the 1st Class of the Bengal Education Service	21 March 1877
Inspector of Schools, Western Circle continuing in temporary charge of the Behar Circle	23 July 1877
2nd Class of the Bengal Education Service continuing to act in the 1st class	26 Jany 1878
Temporarily in the 1st class of the Bengal Education Service	6 Dec. 1879
Privilege leave for 3 months, from 25 Octr. 1880	
Member of the Lt.-Governor's Council ..	25 Jany 1882†

অবসরগ্রহণ :—জুলাই ১৮৮৩।

* ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ. ২১৬) হাবড়ায় নিয়োগের তারিখ ২৩ আগষ্ট ১৮৪৯ দেওয়া আছে।

† History of Services of Gazetted Officers employed under the Government of Bengal, (Jany. 1883), pp. 155-56

শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার—১

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

শিরোমণির নব্য ন্যায়ের গ্রন্থরাজির উপর অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গদেশে যে প্রায় অগণিত টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল, মধ্যযুগে বাঙ্গালী প্রতিভার তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও কালক্রমে প্রতিভার হ্রাস প্রভৃতি কারণবশতঃ বাংলার এই গৌরবময় যুগের ইতিহাস বিরাট বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রতিদিন বিলীন হইয়া যাইতেছে। হস্তলিখিত পুস্তকরাশির গহন কানন হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য। যাঁহাদের প্রতিভা এবং অবসর আছে, তাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কতিপয় লুপ্তস্মৃতি বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের বিবরণ এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিয়াছি, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠের একটি বিবরণ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিরোমণি সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

> The learned Serowmun, one of the first professors of philosophy at Nuddeah, wrote a system of philosophy, which had continued to be the text-book of that school ever since FIFTY-TWO PUNDITS, of considerable note in the republic of letters, have written each a commentary on Serowmun's treatise of philosophy
>
> (*Cal. Monthly Register*, Jan 1791 cited in *Cal Review*, July 1855, p 113)

শিরোমণির টীকাকারগণের এই সঠিক এবং আশ্চর্য্যজনক সংখ্যানির্দ্দেশ তৎকালীন কোন ইংরেজ রাজপুরুষের প্ররোচনায় প্রবর্ত্তিত প্রযত্নসাধ্য কোন গণনার ফল বলিয়াই আমরা মনে করি। তৎকালে শঙ্কর তর্কবাগীশ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তাঁহারা চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়া তৎকালে ৫২ জন টীকাকারের নাম সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বুঝা যায়। বর্ত্তমান নৈয়ায়িকগণ কয় জন টীকাকারের নাম করিতে পারেন, তুলনাচ্ছলে গবেষণাযোগ্য।

১। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য

এযাবৎ আবিষ্কৃত অনুমানদীধিতির উপর টীকাগ্রন্থ বা সন্দর্ভের মধ্যে "হরিদাস ভট্টাচার্য্য"-রচিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করা যায়। দীধিতির টীকাকাররূপে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের নাম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশের টীকাকাররূপেই তাঁহার নাম চিরপরিচিত। তদ্ভিন্ন পক্ষধর মিশ্রের তিন খণ্ড আলোকের উপর তদ্রচিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] দীধিতির তর্কগ্রন্থের গাদাধরী টীকায় (চৌখাম্বা-

১। পুরীর শঙ্করমঠে রক্ষিত। R. L. Mitra *Notices*, Nos. 2850-52. কাশীর সরস্বতীভবনেও হরিদাসরচিত "শব্দমণ্যালোকটিপ্পনী" (৫০ পত্রে সম্পূর্ণ) এবং "অনুমানালোকব্যাখ্যা" (খণ্ডিত, ৪৫-২২৯ পত্র) আমরা দেখিয়াছি। হরিদাসের একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি পদে পদে বহুতর পাঠভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। 'শব্দমণি-প্রকাশ' পৃথক্ গ্রন্থ বটে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দমণিপ্রকাশের যে প্রতিলিপির বিবরণ দিয়াছেন

সং. পৃ. ৭১০) হরিদাস ভট্টাচার্য্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। নবদ্বীপে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আমরা হরিদাস-রচিত শব্দখণ্ডের মূলের টীকা 'শব্দমণিপ্রকাশে'র সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছি। উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থের পুষ্পিকায় হরিদাসের "ন্যায়ালঙ্কার" উপাধি পাওয়া যায়।[২] হরিদাসের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি মথুরানাথ প্রভৃতির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। যদিও তদ্বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি নিম্নলিখিত কারণে এই প্রবাদ সত্য বলিয়া আমরা মনে করি।

নবদ্বীপের "মহাধ্যাপক" ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত অনুমানদীধিতির টীকা এক সময়ে সর্ব্বত্র বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভবানন্দ জগদীশের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ বলিয়া অনুমিত হয়। বহুকাল হইল, ভাবানন্দীর একটি অতি মূল্যবান্ খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার পুষ্পিকা এই :— (২৬৮ খ পত্রে)

> ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীযুতসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতানুমানদীধিতিব্যাখ্যা সংপূর্ণা। শ্রীরামগোপালসিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য পুস্তকমিদং। শ্রীত্রিপুরাদাসস্বাক্ষ(র)ক। শকাব্দা ১৫৫৩। মাহ ২ আশ্বিন রোজ শনিবার।

এই প্রতিলিপির স্বত্বাধিকারী রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন তৎকালীন ঐ নামের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক গ্রন্থকার হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।[৩] তিনি সম্ভবতঃ অনুমানদীধিতির টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার পাণ্ডুলিপির কয়েক পত্র (মঙ্গলাচরণাদিরহিত) পুথিটির মধ্যে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন প্রতিলিপির বহু স্থলে চতুষ্পার্শ্ব টীকা-টিপ্পনীতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহার অনেকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক স্থলে (১২৩ ক

(*Notices*, Vol IV, p 288), তাহাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক স্থলে 'ন্যায়ালোচন' গ্রন্থের মত খণ্ডিত হইয়াছে। (নবদ্বীপের পুথি ৯১খ পত্র) 'ন্যায়ালোচন' বহুকালবিলুপ্ত সুপ্রাচীন নব্য ন্যায়ের গ্রন্থ, ইহার উল্লেখ প্রাচীনতা সূচনা করে।

২। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বরচিত হরিদাসী কুসুমাঞ্জলি-টীকার ব্যাখ্যায় অনবধানতাবশতঃ হরিদাসের "তর্কাচার্য্য" উপাধি লিখিয়াছেন। হরিদাস তর্কাচার্য্য তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গ্রন্থকার ছিলেন। সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৪৭-৫৬ দ্রষ্টব্য।

৩। রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন-রচিত "দ্বৈততত্ত্ব"অন্তর্ভূত 'বাক্যতত্ত্ব' গ্রন্থের ১৫৯৬ শকাব্দের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি এবং "ন্যায়তত্ত্ব"অন্তর্গত "বিধিতত্ত্বে"র একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদ্রচিত "কারকতত্ত্বে"র দুইটি খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। গ্রন্থত্রয়ে তদ্রচিত শব্দতত্ত্ব, সমাসতত্ত্ব, নির্ণয়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কারকতত্ত্বের এক স্থলে (৩৫২৪ সং পুথির ৪৩খ পত্রে) "সাম্প্রদায়িক" বলিয়া ভবানন্দের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ভবানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। উপরিলিখিত ভাবানন্দীর উপব্যাখ্যাসমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মথুরানাথ, জগদীশ কিংবা গদাধরের প্রভাব তখনও (১৬৩১ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ে বিস্তার লাভ করে নাই।

পত্রে) পার্শ্ববর্ত্তী এই সকল টীকা-টিপ্পনীর নাম দেওয়া হইয়াছে "উপব্যাখ্যা"। নামোল্লেখ না করিয়া পূর্ব্বতন মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করাই দীধিতিকার প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের চিরকালীন প্রকৃতি। সুখের বিষয়, উক্ত উপব্যাখ্যাকার ভিন্নপ্রকৃতিবশতঃ কতিপয় প্রাচীন মহানৈয়ায়িকের সন্দর্ভ নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ভবানন্দ যে সকল স্থলে "কেচিত্ত্" প্রভৃতি দ্বারা কাজ সারিয়াছেন, তন্মধ্যেও কয়েক স্থলে স্পষ্টভাবে নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—হরিদাস ভট্টাচার্য্য, গৌরীদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, যাদব বিদ্যালঙ্কার এবং ন্যায়বাগীশ। তন্মধ্যে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের নাম ১০ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উপব্যাখ্যাকারের মতে মুদ্রিত ভাবানন্দী (সোসাইটি সং) গ্রন্থে পৃ. ১২৬ "অপরে তু", পৃ. ১৬৭, ২৮৪ ও ৩১২ "কেচিত্ত্" এবং পৃ. ৩৯১ "অন্যে তু" বলিয়া যে কয়টি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রত্যেকটি হরিদাস ভট্টাচার্য্যেরই বটে। শেষোক্ত স্থলে সন্দেহ থাকে না যে, হরিদাস শিরোমণির গ্রন্থের উপরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম স্থলটি (পৃ. ১২৬) বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। সিংহ-ব্যাঘ্রী প্রকরণের দীধিতির শেষে "কেচিত্ত্" বলিয়া সার্ব্বভৌম-মত উদ্ধৃত এবং খণ্ডিত হইয়াছে। ভবানন্দ তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে কতিপয় পূর্ব্বতন টীকাকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে সন্দর্ভ (পৃ. ১২৬) হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বলিয়া উপব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে শিরোমণি-প্রদর্শিত দোষ হইতে সার্ব্বভৌম-মতটিকে মুক্ত করার জন্য একটি কল্প উদ্ভাবিত হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্ত্তী সন্দর্ভে—"অস্মদ্গুরুচরণাস্তু" বলিয়া (পৃ. ১২৭) ভবানন্দের ন্যায়গুরু (সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম) হরিদাসের বচনে দোষ দিয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তী সন্দর্ভে (পৃ. ১২৮-৯) আবার ভবানন্দের গুরুমতেও দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ভবানন্দ, তদীয় গুরুমতখণ্ডনকারী এবং ভবানন্দের গুরু—এই তিন জনের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট এই হরিদাস ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমের শিষ্য এবং শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই শিরোমণির এত দূর প্রতিষ্ঠা হয় যে, তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া গৌরব বোধ করেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য্যের এই বিলুপ্ত দীধিতিটীকা অবলম্বন করিয়া এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল—এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমরা যে অসম্পূর্ণ এক দীধিতিটীকার পাণ্ডুলিপির কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তন্মধ্যে অনুমিতিপ্রকরণের 'সঙ্গতি' লক্ষণে "ইত্থঞ্চোপজীবকস্বস্য তুল্যত্বেঽপি ন ক্ষতিরিতি মন্তব্যম্" এই পংক্তিটির দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। প্রথম ব্যাখ্যার শেষে "ইতি যথাশ্রুতগ্রন্থানুযায়িনঃ" লিখিত আছে—এই ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম (পৃ. ৭) ও ভবানন্দের (পৃ. ১৯-২০) সম্মত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার শেষে "হরিদাস-ভট্টাচার্য্যানুযায়িনঃ" লিখিত আছে। আমাদের অনুমান, হরিদাসের দীধিতিটীকার রচনাকাল ১৫২৫ খ্রীঃ বেশি পরে যাইবে না এবং তিনিই সম্ভবতঃ শিরোমণির প্রথম টীকাকার।

২। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী

বহুকাল যাবৎ বঙ্গদেশে শিরোমণির সাক্ষাৎশিষ্য এই মহানৈয়ায়িকের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং নবদ্বীপাদি স্থানে তাঁহার কোন টীকাগ্রন্থের প্রতিলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কৃষ্ণদাস, ভবানন্দ, মথুরানাথ প্রভৃতি নবদ্বীপের মহামনীষিবৃন্দ প্রায় সকলেই শিরোমণি ভিন্ন গঙ্গেশ, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতির উপরও টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ, শিরোমণির একনিষ্ঠ মহাভক্ত ছিলেন এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই শিরোমণির উপর রচিত বটে। টীকাকারগণ প্রায় সকলেই শিরোমণির ৮খানা গ্রন্থেরই (শব্দমণিদীধিতি, দ্রব্যপ্রকাশদীধিতি ও মলিম্লুচবিবেক বাদ দিয়া) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-রচিত সকল গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এযাবৎ আবিষ্কৃত তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী এই—

১। **প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা** ঃ কাশীর সরস্বতীভবনে এই গ্রন্থের নাগরাক্ষরে লিখিত খণ্ডিত একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (পত্রসংখ্যা ৩১)। প্রারম্ভ যথা,

> শরণীকৃতবিশ্বেশচরণোৎবনতো গুরূন্।
> শ্রীরামকৃষ্ণো ব্যাচষ্টে প্রত্যক্ষমণিদীধিতিম্।

২। **আখ্যাতবাদটীকা** ঃ তাঞ্জোরের সরস্বতী মহালে (*Des. Cat.* p. 4795) এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে। প্রারম্ভ যথা,

> মুকুন্দচরণদ্বন্দ্বমাদায় হৃদয়াম্বুজে।
> আখ্যাতবাদসদ্ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণেন তন্যতে।

৩। **নঞ্‌বাদটীকা** ঃ আলোয়ার রাজগ্রন্থাগারে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রারম্ভবাক্য যথা,

> কৃত্বা হরিহরচরণৌ শরণে শ্রীরামকৃষ্ণেন।
> অথ নঞ্‌বিচারভাবো দীধিতিকর্ত্তুঃ প্রকাশ্যতে কোপি।

পুষ্পিকায় "ইতি মহামহোপাধ্যায়-**ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তি**-শ্রীরামকৃষ্ণবিরচিতা" বলিয়া গ্রন্থকারের উপাধি স্পষ্ট লিখিত আছে।

(Peterson : *Ulwar Cat.*, 1892, p. 29+55)

৪। **গুণদীধিতিপ্রকাশ** ঃ এই গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[৪] ইহার মঙ্গলাচরণে "শিরোমণিগুরু"র যে প্রশস্তি রচিত হইয়াছে, কোন গ্রন্থকারের ভাগ্যে এতদধিক স্তুতিবাদ ঘটে নাই। দুঃখের বিষয়, কোন বাঙালী

৪। Eggeling : *I. O. Cat.*, p. 664 (দুইটি নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি); কাশীর সরস্বতীভবনে এবং কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতেও প্রতিলিপি আছে—সবই নাগরাক্ষরে লিখিত।

লেখকের মুখে অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যেও৫ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহামনীষার এই মনোহর স্তুতিগান কীর্ত্তিত হয় নাই। শ্লোক দুইটি এই :—

বাণি! প্রসীদ করুণাময়ি! তে নতোঽস্মি
ত্বং যেন দেবি! সুতবত্যসি পুত্রিণীষু।
যেনোদধাবি কুনিবন্ধতমোন্ধকূপে
মগ্নাক্ষপাদ-কণভক্ষমতং নিরীক্ষ্য॥
যন্মূলমেব সুকৃতানি তয়োঃ কৃতানি
ব্যাসাদয়ঃ সদসি নিত্যমুদাহরন্তি।
তস্যাশয়ং গুণবিবেচনমাকলয্য
ব্রূতে শিরোমণিগুরোরিহ রামকৃষ্ণঃ॥

ভাবার্থ যথা, হে করুণাময়ি দেবি সরস্বতি, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। যাহাকে বরপুত্ররূপে পাইয়া তুমি পুত্রবতী রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছ, যিনি পূর্ব্বতন কুৎসিৎ নিবন্ধরূপ অন্ধকূপে নিমগ্ন গৌতম-কণাদের মত উদ্ধার করিয়াছেন এবং যাঁহার দ্বারা পরিষ্কৃত মুনিদ্বয়ের সন্দর্ভসমূহই বর্ত্তমানে ব্যাসপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সভায় উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই শিরোমণিগুরুর গুণদীধিতির আশয় এখানে রামকৃষ্ণ বলিতেছেন। সরস্বতীর বরপুত্র শিরোমণিগুরুর জীবদ্দশায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রশস্তি রামকৃষ্ণ রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে শিরোমণির সম্প্রদায় বিষয়ে একটি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহার অর্থ নিরাকরণ করা বর্ত্তমানে প্রায় অসাধ্য। আমাদের নিকট ইহার অর্থ যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। রামকৃষ্ণ-রচিত প্রত্যক্ষদীধিতির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে "বিশ্বেশ্বরে"র বন্দনা দেখিয়া অনুমিত হয়, তদীয় গ্রন্থাবলী কাশীধামে বসিয়া রচিত হইয়াছিল এবং তিনি সম্ভবতঃ কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন। ইহার অপর একটি প্রমাণও বিদ্যমান আছে। কাশীনিবাসী "যাদবাচার্য্য" নামক পণ্ডিত জানকীনাথ-রচিত 'ন্যায়-সিদ্ধান্তমঞ্জরী'র উপর 'মঞ্জরী-কৌতুক' অথবা 'মঞ্জরীসার' নামক টীকা রচনা করেন। কাশীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই যাদবাচার্য্যের গুরুই রামকৃষ্ণ। মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে :

ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তি-রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুং।
শ্রীমধ্যাসনৃসিংহং চ নতপ্রাবো নমাম্যহম্।

অন্যত্রও যাদবাচার্য্য তাঁহার গুরুর নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন (পৃ. ৬২, ১৩৪ দ্রষ্টব্য)। কাশীর

৫। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৫ খ্রীঃ এই শ্লোকদ্বয় মুদ্রিত করেন—কিরণাবলী-সহ বৈশেষিকদর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৫।

পণ্ডিতসমাজে "ব্যাস" উপাধিধারী একটি বিশিষ্ট বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। উক্ত যাদবাচার্য্য এবং তাঁহার পিতা নৃসিংহ "ব্যাস"বংশীয় ছিলেন। রামকৃষ্ণের উক্তি অনুসারে এই "ব্যাস"গোষ্ঠীই কাশীর বিদ্বৎসভায় প্রথম শিরোমণির অভিনব বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন অধ্যাপনা করেন। কাশীবাসী রামকৃষ্ণ এ বিষয়ে শিরোমণির কৃতকৃত্যতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, যাহা নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িকগণের পক্ষে সম্ভব নহে।

এই গ্রন্থের পুষ্পিকায়ও রামকৃষ্ণের "ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী" উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে।

৫। **লীলাবতীদীধিতিটীকা** : কাশীর সরস্বতীভবনে এবং তাঞ্জোরে ইহার প্রতিলিপি আছে। প্রারম্ভ যথা,

> কৃত্বা হরিহরচরণং শরণং শ্রীরামকৃষ্ণেন।
> অধি-লীলাবতি ভাবো দীধিতিকর্ত্তুঃ প্রকাশ্যতে কোঽপি।

অনুমানদীধিতি, পদার্থ-খণ্ডন ও আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতির উপর রামকৃষ্ণের টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাদবাচার্য্যের লেখানুসারে রামকৃষ্ণ "জগদ্‌গুরু" ছিলেন। এই উচ্চ পদবী শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের নামের সঙ্গেই সংযোজিত হইত। মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার "জগদ্‌গুরু" পদে অভিহিত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানে রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন সন্দেহ নাই। সম্রাট্‌ আক্‌বরের রাজত্বের প্রথমাংশেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, আইন্‌-ই-আকবরি গ্রন্থে তৎকালীন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের যে তালিকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক রামকৃষ্ণের নাম আছে। তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী নাম "বলভদ্র মিশ্র"। এই বলভদ্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক প্রগল্‌ভাচার্য্যের ছাত্র এবং পদ্মনাভ মিশ্রের পিতা। রামকৃষ্ণও "জগদ্‌গুরু" মহানৈয়ায়িক কাশীনিবাসী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয় এবং সম্রাট্‌-সভায়ও তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বুঝা যায়।[৬]

'ন্যায়দীপিকা' নামক রামকৃষ্ণ-রচিত এক গ্রন্থের প্রতিলিপি পাওয়া যায়।[৭] কিন্তু এই গ্রন্থকারের উপাধি ছিল "তর্কাবতংস", সুতরাং "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" হইতে তিনি পৃথক্‌ লোক সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণের পরিচয় সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত মত সংশোধন করা আবশ্যক। কাশীর সরস্বতী-ভবনে "তর্কামৃত-তরঙ্গিণী" নামে 'তর্কামৃত' গ্রন্থের একটি টীকার খণ্ডিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। (পত্র-সংখ্যা ২৩) টীকাকার নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত নানা গ্রন্থকার "কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ" বটে। কারণ, এক স্থলে আছে (১৪ খ পত্র)

৬। *I. H. Q.*, Vol. XIII., p. 34.

৭। H. P. Sastri : *Notices*, Vol. II., p. 97.

"অধিকমস্মৎকৃত-ন্যায়রত্নাবল্যাং তট্টীকায়াঞ্চানুসন্ধেয়ম্।" এই "তর্কামৃত" কোন পৃথক্ গ্রন্থ নহে, জগদীশ তর্কালঙ্কার-রচিত সুবিখ্যাত তর্কামৃত গ্রন্থই বটে। কিন্তু নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কৃষ্ণকান্তের মতে মূল তর্কামৃত গ্রন্থটি জগদীশ-রচিত নহে, পরন্তু কৃষ্ণকান্তের নিজের প্রপিতামহ "রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" রচিত। কৃষ্ণকান্ত যখন টীকা রচনা করেন (খ্রীঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদে), তখন জগদীশের কর্তৃত্ব চিরবিখ্যাত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তজ্জন্য টীকার প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এবং প্রারম্ভে তাঁহার প্রপিতামহের কর্তৃত্ব উল্লেখ করিয়া (১ খ, ৯ খ, ১১ ক, ১৮ গ, ২২ ক পত্র) কৃষ্ণকান্ত চিরপ্রচলিত প্রবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ আশ্চর্য্যজনক মতবিরোধ বিরল নহে।[৮] কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উক্তি এ স্থলে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, তাঁহার আদিপুরুষ "গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী"র সম্বন্ধেও কৃষ্ণকান্ত অমূলক উক্তি করিয়াছেন :—

> স্মৃত্যর্থসারাম্বুধিপারগামী স্মৃতিং সমস্তামপি শুদ্ধবুদ্ধিঃ।
> **বিবেকমাত্রে কৃতবান্ সুটীকাম্** আলম্ব্য তামেব বুধাঃ সুধীরাঃ।

বস্তুতঃ শ্রাদ্ধবিবেকাদির টীকাকার গোবিন্দানন্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যে কৃষ্ণকান্তের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নহেন, ইহা নিশ্চিত।

শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কৃষ্ণকান্তের প্রপিতামহকে আলোচ্য গ্রন্থকারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন।[৯] কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। কৃষ্ণকান্ত স্বয়ং তাঁহার প্রপিতামহ-রচিত গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন :—

> ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী মমায়ং (প্র)পিতামহঃ।
> ন্যায়বাদার্থসিন্ধুঞ্চ স্মৃতৌ চ স্মৃতিসাগরং।
> তর্কামৃতং পদার্থেষু জ্যোতির্দীপনমেব চ।
> জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিবন্ধঞ্চ কৃতবান্ স কৃতী যতঃ। (১খ পত্র)

মহানৈয়ায়িক জগদ্গুরু রামকৃষ্ণের একটি গ্রন্থও এই তালিকায় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। তদ্রচিত গুণদীধিতিটীকার এক প্রতিলিপির তারিখ ১৬৬০ সম্বৎ অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীঃ (*I. O. Cat.*, p. 664)। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের প্রপিতামহকে ২ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়াও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কিছুতেই নেওয়া যায় না। আর, কৃষ্ণকান্তের মতে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ "দেবীদাস বিদ্যাভূষণ"

৮। ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর সম্বন্ধে মতদ্বৈধ এ স্থলে তুলনাযোগ্য—*I. H. Q.*, Vol. XVII, pp. 241-44, সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৭১-৩। নবদ্বীপে জগদীশ-বংশধর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে আমরা 'তর্কামৃতে'র একটি প্রতিলিপি (১২ পত্রে সম্পূর্ণ) পরীক্ষা করিয়াছিলাম—পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের নামটি যত্নপূর্ব্বক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা "জগদীশ" কিংবা "রামকৃষ্ণ" নহে, সনাতন (?) কিংবা ঐরূপ কিছু ছিল।

৯। *Saraswati Bhavana Studies*, Vol. V, p. 158-9.

ভবানন্দের ছাত্র ছিলেন। তদনুসারেও কৃষ্ণকান্তের প্রপিতামহ ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।[১০]

আমরা রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে একজন "রামকৃষ্ণ ভটাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী"র পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গভূষণ চট্টবংশীয় শ্রীগর্ভ আচার্য্য-শিরোমণির পুত্র হৃদয় বিদ্যাভূষণ ৯৮ সমীকরণের অতিপ্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী, পৃ. ১২৫)। হৃদয়ের পুত্র দেবীদাস, তৎপুত্র রামদাস ও তৎপুত্র শ্রীহরি। আদিকুলীন অরবিন্দ হইতে শ্রীহরি দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন এবং নিঃসন্দেহ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে :—[১১]

"শ্রীহরিকন্য বং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তীনঃ কন্যাগ্রহণাভঙ্গঃ"।

(সাকাভাঙ্গার কুলপঞ্জী, ৩২১ খ পত্র)

কুলীনের কুলভঙ্গ তৎকালে সমৃদ্ধি সূচনা করিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যঘটীয় বংশজ-ভাবাপন্ন এই রামকৃষ্ণই আলোচ্য গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া মনে হয়। উভয়েই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক হইতেছেন। রামকৃষ্ণের এই দৌহিত্রবংশ পণ্ডিতবহুল এবং বিখ্যাত ছিল। কুলগ্রন্থানুসারে ইঁহারা "দিঘা" গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[১২]

৩। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য

'মীমাংসারত্ন' নামক পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থকাররূপেই রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের নাম এত কাল প্রসিদ্ধ ছিল।[১৩] সম্প্রতি কাশীর সরস্বতীভবনে তদ্রচিত অনুমানদীধিতি-টীকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (পত্র-সংখ্যা ১০১) বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই মূল্যবান্ গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রারম্ভ যথা,

নন্দপ্রাঙ্গণসঞ্চারে মাতৃহস্তাবলম্বিনঃ।
লক্ষ্মালয়পদাম্ভোজং বিশালম্বং সমাশ্রয়ে।
অপেতদোষা কৃতিরস্ফুটার্থা তথা ন তোষায় বতোঽলসানাং।
স্বশিষ্টনির্ব্বন্ধবশান্ময়াতঃ কৃতো নিবন্ধো রঘুনাথনাম্না॥

১০। কৃষ্ণকান্তের বংশধরগণ নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা কেহ কেহ মহাপ্রভুর খুল্লতাত পদ্মনাভের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং একটি বংশাবলী প্রচার করিতেছেন, যাহাতে কৃষ্ণকান্তের উল্লিখিত কোন নামই নাই!!!

১১। যশোহর, জয়দিয়ানিবাসী স্বর্গত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (শ্রীযুত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ) পুত্রগণের সৌজন্যে এই মূল্যবান্ কুলগ্রন্থ অপরাপর গ্রন্থের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অর্পিত হইয়াছে।

১২। Hall সাহেবের মতে (*Contributions*, p. 66) রামকৃষ্ণ শিরোমণির পুত্র ছিলেন; এতদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৩। *Cat. of Sans Mss.*, Benares, Pt. I (Purvamimansa), 1923, p. XI and p. 39.
Eggeling : *I. O. Cat.*, No. 3046
Saraswati Bhavana Studies, Vol. VI, p. 177.

খণ্ডিত প্রতিলিপি "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অনুমিতি প্রকরণের শেষে লিখিত আছে :—(৪৭ক পত্র)

ইত্যনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্বেঽনুমিতিলক্ষণকিরণপ্রতিফলিতিঃ।

পুষ্পিকার অভাবে গ্রন্থকারের উপাধি অজ্ঞাত থাকিলেও সৌভাগ্যবশতঃ গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে তদ্রচিত মীমাংসা-নিবন্ধের উল্লেখ আছে :—

যথা চ যাগাদপূর্ব্বং সিধ্যতি তথা **মীমাংসারত্নে নির্ণীতমস্মাভিঃ**।

(৩৬ খ পত্রে)

রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার-রচিত এই 'দীধিতিপ্রতিবিম্ব' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা প্রাচীনতার নির্দ্দেশক। রঘুনাথও সম্ভবতঃ কাশীবাসী ছিলেন, কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যা নবদ্বীপে প্রচার লাভ করে নাই। কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম-রচিত 'অনুমানমণিপরীক্ষা' গ্রন্থ হইতে কোন সন্দর্ভ নবদ্বীপের কোন টীকাকারই যথাযথ উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শিরোমণ্যুক্ত স্থলসমূহ ব্যতীতও একাধিক স্থলে সাদরে সার্ব্বভৌমের সন্দর্ভ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৫ ক, ৩৫ খ ও ৫১ খ পত্র দ্রষ্টব্য)। এক স্থলে (৫১ খ পত্রে) "সার্ব্বভৌমচরণাঃ" বলিয়া শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বিদ্যালঙ্কারের সহিত সার্ব্বভৌমের দেশতঃ ও কালতঃ সান্নিধ্য সূচিত হয়। সার্ব্বভৌম-পরিবার কাশীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

দীধিতির ব্যধিকরণ গ্রন্থে ব্যাপ্তির চতুর্দ্দশলক্ষণী আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রগল্ভ-লক্ষণের পর "কেচিত্তু" কল্পে যে "সাজাত্য"-লক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়াছে, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমস্ত টীকাকারের মতে তাহা মিশ্র-লক্ষণ বটে এবং বস্তুতই পক্ষধর মিশ্রের 'অনুমানালোক' গ্রন্থে ঐরূপ বিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১৪] কিন্তু রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের মতে উহা "বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ে"র লক্ষণ :—

প্রমাণপ্রকাশে ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববাদিমতে ধৃতং সাধ্যাভাবসমানাধিকরণ-যাবদভাবপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপ্তেঃ লক্ষণং, তৎ সপরিষ্কারং লিখতি কেচিত্তু ইতি।

(৮২ক পত্র)

প্রমাণপ্রকাশ অর্থাৎ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-রচিত 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি-প্রকাশ' গ্রন্থের প্রমাণ-প্রকরণে (সোসাইটি সং, পৃ. ৬৮১) উক্ত লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু তাহা 'সাজাত্য'-ঘটিত নহে। এখানেও বিদ্যালঙ্কার বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গ্রন্থ অনুসরণ করিতে গিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সার্ব্বভৌমের সন্দর্ভই প্রায় অবিকল এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"ন চ প্রমাণপ্রকাশে এতদ্বাদিমতে উদ্ধৃতং সাধ্যাভাব-সমানাধিকরণ-যাবদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং লক্ষণং যুক্তং, যাবদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্যাসম্ভবাৎ।"

(অনুমানমণিপরীক্ষা, ব্যধিকরণপ্রকরণ, ১৩খ পত্র)

১৪। "নমু সাধ্যাভাবাসামানাধিকরণ্যমিত্যস্য স্বসমানজাতীয়-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বমর্থঃ সমানাধিকরণ-ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নয়োস্তয়োস্তাবেব সমানজাতীয়াবিতি।" (অনুমানালোক, নবদ্বীপের পুথি, ৯খ পত্র)

বিদ্যালঙ্কারকৃত "ওঁ নমঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যাংশ এখানে বৈশিষ্ট্যবশতঃ উল্লিখিত হইল :—

সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য ব্যাপ্য, আকাশে দ্রব্যত্বব্যাপ্তিরিব পরমাণুব্যাপ্তিরপি নানুপপন্না প্রতিযোগ্য-সম্বন্ধিহেতুমৎসম্বন্ধ্যভাবাপ্রতিযোগীশ্বরসম্বন্ধিঘটাদিসম্বন্ধিত্বাদাকাশস্য। ভূতপদং প্রাণিমাত্রপরং বা আত্মত্বেন সর্ব্বস্য জীবস্যাপি ব্যাপকায় অভেদেঽপি ব্যাপ্তেঃ, শরীরপরম্বা সর্ব্বশরীরেষু জীবরূপেণ তিষ্ঠতে জীবব্রহ্মণো-র্ভেদাঙ্গীকারাৎ। অথণ্ডো আনন্দবোধো যস্য, 'নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইতি, 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা'দিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ পরমেশ্বরে আনন্দঃ প্রতীয়তে। স চ ন কর্ম্মজন্যঃ শরীরাভিমানরহিতস্য ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মানধিকারাদতো নিত্যঃ। ন চাপসিদ্ধান্তো মোক্ষসূত্র-ভাষ্যাদৌ জীব এব নিত্যসুখনিষেধাৎ।"

বিদ্যালঙ্কারই চতুর্দ্দশলক্ষণীর প্রথম লক্ষণকার "চক্রবর্ত্তী"র সম্পূর্ণ নামটি লিপিবদ্ধ করিয়া মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন :—

শ্রীনাথ-ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তি-লক্ষণদ্বয়ং উত্থাপয়তি কেচিত্তু ইতি। (৭৪থ পত্রে)

উল্লিখিত তথ্যগুলি আলোচনা করিয়া রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৫২৫-৫০) নির্ণয় করা যায়। তবে, তিনি শিরোমণির সর্ব্বপ্রথম টীকাকার নহেন। তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে পূর্ব্বতন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৩ থ, ৫৯ থ এবং ৬৩ থ পত্র দ্রষ্টব্য)।

দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষা

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ-বঙ্গ কলিকাতার খুবই নিকটে অবস্থিত। তবুও সেখানকার কথ্য ভাষা কলিকাতার ভাষা থেকে যথেষ্ট বিভিন্ন। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই—কারণ, পাঁচ মাইলের ব্যবধানে কথ্য ভাষার রূপ পরিবর্তন লাভ করে। এই সব পরিবর্ত্তনের ব্যাপক আলোচনা এখনও হয় নি। তার জন্য দরকার বিভিন্ন স্থানের ভাষার নমুনা সংকলন।

উপস্থিত দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষার কিছু নমুনা উদ্ধৃত কচ্ছি। কলিকাতা থেকে চৌদ্দ বা পনের মাইল দক্ষিণে গেলেই এই ভাষাভাষীদের সাক্ষাৎ পাই। যে অংশটি নিম্নে দেওয়া গেল, সেটি একটি কথোপকথন—রূপটী একেবারে আদি ও অকৃত্রিম দক্ষিণী। আশা করি, ভাষাতত্ত্বামোদীদের কাছে এটা আদর পাবে।

*　　　　*　　　　*

ই. বি. রেলের দক্ষিণ বিভাগে কোন স্টেশনে দুটী ব্যক্তি গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল। একজনের বয়স অল্প, অপর জন বয়স্ক। সঙ্গে তাদের চাষ করবার যাবতীয় যন্ত্রপাতি। বহুক্ষণ বসে বসে পান ও বিড়ির অতিরিক্ত ব্যবহারে সম্ভবতঃ ক্লান্তি বোধ করেই অল্পবয়স্ক ব্যক্তিটী তার বয়স্ক সঙ্গীকে প্রশ্ন করল।

হাই গো, বড়ভাই, এ প্পান বিড়ি খাতি খাতি তো হল্লাক হোইয়ে পড়লম। বলি, যো টেরেণে আম্‌গার্‌ যেতি হবে, তার আর টেইন কত বলো দেই?

আরে বাউ, কি টেইন টেইন কত্তিচিস? মনে কোল্লি এক্কা টৌক্করে তেনে মোগরাহাট পেইটি দিতি পারি। চুক কোরে বয় দেই। (বড় ভাই রাশভারি লোক—তার পরিচয় পেলাম। কিন্তু ছোটটীও অধৈর্য্যে তার থেকে কম যায় না।)

আহা অত আগ কল্লি কি চলে গা বড়ভাই। তা ত্যাৎকোন দেইকে খ্যাও না, টিকুটি কোমেন্দে করে—আমি চোঁ কোইরে গে পো কোইরে দুকোন টিকুটি কেইটে আসি।

আঃ ভাল্লা ঝঞ্ঝা! হাই খ্যা, হাই সামনেতেনে প্লাটফরোম দেখ্‌তি পাচ্ছিস—ওই প্লাটফরোম পেইরে—হোই দোয়রের ভোতোরেতেনে ঢুকবি—ডান বাগে দেখ্‌তি পাবি—ইষ্টিশানের মধ্যি হাত গইলে বাবুরি টিকুটি দিতি বোলবি। পয়হা কড়ি আচে তো ঠিক?

হ্যাঁ বড়ভাই, সে কি আর তুমি আমারে বোলে দেবে? সে সব ট্যাকা কাচায় বেঁদে এনিচি। (ছোট ভাই এগিয়ে টিকিট-ঘরের কাছে এল।) হাই গো, রিষ্টিশান বাবু, দুকোন টিকুটি কেইটে খ্যাও দেই।

কোথায় যাবে?

আরে বাউ, তাও কি জিগ্যেসি কত্তি হয় ? বুইতি পাল্লে নি কোমনে যাব ? হাই ও লাটফরোমে বড় ভাই বোসে বইয়েচে—ঢালা হাল জোল নাঙল নে—তেবু বোলে দিতি হবে কোম্‌নে যাব ? রাবাদে গো রাবাদে চায কত্তি। হাল জোল নাঙল নে কি আর শউরোগার বাড়ী যাব। স্থাও, রাবাদের বিষ্টিশানের দুকোন টিকুটি স্থাও, এককোন আমার আর এককোন হোই বড়ভায়ের, হোই যে গো ও লাটফরোমে বোসে রইয়েচে, মাতায় নাল গামচা বাঁদা, মুকিতেনে দাড়ি।

আরে ষ্টেশনের নাম বল ?

তেবু বলে রিষ্টিশানের নাম। এতো কবে বল্লম তেবু বুইতি পাল্লে নি ?

দূর বাপু, আবাদের ষ্টেশন তো কত আছে। তোরা কোথায় যাবি, তা না বল্লে জানব কি করে ?

তা সে নামতো ডিমে আমার মনে নেই। তাই তো, নামডা তো ঠিক ভালতি পাচ্ছি নে। ওসো, ওসো, একবার কপ্‌ কইরে বড়্‌ভায়েরে শুইদে নিই। ও বড়ভাই, বড়্‌ভাই গো—সে রিষ্টিশানবাবু রিষ্টিশানের নাম জিগ্যেসি কত্তিচে—সে ডিমেটা আমি ভুলে গিচি।

এই মোত্তোন তোরে না বল্লম যে মোগরাহাট যাব—তা এবি মন্দি গালে দেচ। ওই জন্তিত বলেছ্যালম সইমারে যে তোরে আমার সঙ্গে নে যাবু নি। সইমার ঝেমন কাণ্টক দেলে তোরে আমার সঙ্গে পেইটে। চট্‌ কোইরে স্থায় বে মুখ্যু টিকুটি কেইটে—গাড়ী যে এসে গেল !

কই গা রিষ্টিশান বাবু, স্থাও স্থাও দুকোন মোগরাহাটের টিকুটি—কত পড়বে গা ?

আট আনা।

কতো বল্লে ? আট আনা। কি সব্বনাশ। এই এন্তোকা থেকে এন্তোকা যাব, তার জন্যি ওই আট গণ্ডা পয়হা দিতি হবে। আরে বাউ, বলে সোকাল বেলা হাটতি আরম্ভ কল্লি সোন্দের তোন যে পোঁচে যাব। তার জন্যি আট গণ্ডা পয়হা—নানা, এ এট্টা কতাই হলু নি। শোন বাবা, তুমি ভদ্দরনোকের ছাওয়াল, তুমি এট্টা কতা বল্লেন, আমি বাবা ছোটনোকের ছাওয়াল, আমিও এট্টা কতা কই। ওই যে বাবা আট গণ্ডা পয়হা বল্লে, ওইটে কইমে সইমে ছগণ্ডায় অফা কোইরে ন্যাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কতা কউনি বাবা, কিছু অনেহ্য বলি নি। দু গণ্ডা পয়হা ভেঙে স্থাও, ওই পয়হায় জলপান মুড়ি খাতি খাতি যাব, তোমার নাম কত্তি কত্তি যাব, তোমার ভাল হবে গো বাবা।

এখানে সব একদর রে বাবা। ভাং চুর হয় না।

কেন বাবা, হাটেতেনে মাচ বিক্কিরি কত্তি আসে, দুলে বাগ্দীর ছাওয়ালরা, তাঁনারা সে মাচটার দর বলে চার গণ্ডা পয়হা, শেষ অব্‌দি কইমে সইমে তিন গণ্ডা কি তেরটা পয়হায় ছেড়ে দেয়—আর তুমি হচ্চেন বাবা ভদ্দরনোকের ছাওয়াল।

বলছি ভাংচুর হয় না, তবু কেন বাজে বকাও ? নেবে তো নাও, নয় তো সরে দাঁড়াও ; অন্য সবাইকে টিকিট কিনতে দাও।

আরে বাপুরে, কি আর বলিচি যে, ওন্দারা দাঁতখামুটী মাস্তোচো? ইশ্চে হয় দেবে, না হয় না দেবে, অত কতা শোনাও কিসিব? তাপব বড়ভাই আচে, বড়ভাই ঝেদি বলে ঠইকে নেচ, তালি তুমি কত বড় রিষ্টিশানবাবু হোয়েচ একবার দেখে লোব। দ্যাও টিকুটি দ্যাও, এই দ্যাও তোমার আদুলী। (টিকিট নিয়ে চলে যেতে যেতে আবাব ফিরে এলো।)

বলি ও বাবু, তুমি তো বেশ ভদ্দরনোক দেখতিচি।

কেন, কি হলো আবার?

বলি টিকুটি তো দুকোন দ্যালে, কিন্তু কোন্‌খানডা আমাব আব কোন্‌খানডা বড়ভায়ের, তা দেইকে দেবে কে? শেষে আমাব টিকুটিখান্‌ডা বড়ভাই নিক আর বড়ভায়ের টিকুটি-খান্‌ডা আমি নিই—

আঃ, এ তো ভালা জ্বালাতনে পড়লাম। এই রামদীন, দে ত বেটাকে বেব ক'বে।

বটে—এত্তো বড় ক্ষ্যামতা, আমাবে তুমি বের ক'বে দেবে—কই দ্যাও দেই—(ওদিক্ থেকে বড় ভাই তখন গাড়ী এসে পড়ে দেখে ডাক দিল।)

ওরে হতভাগা, ওখানে দেঁইড়ে কি তকবাব কত্তিচিস, ইদিকি গাড়ী এসে পড়লো যে—ঢালা জিনিষপত্তর তুল্‌তি হবে—নাঃ, ওই জন্যি বলেছ্যালম সইমারে যে, তোবে সঙ্গে নে যাবু নি, তা সইমার ঝেমন কান্টক, দেলে তোরে আমাব সঙ্গে পেইটে।

আরে বড়ভাই, রিষ্টিশানবাবু বল্‌তেচে—

বলি টিকুটি করিচিস তো, না কি?

আরে টিকুটি তো করিচি!

তবে নে নে, ওই গাড়ী এসে গেছে, তোল তোল, হাল জোল নাঙল তোল।

(গাড়ীতে উঠে বড় ভাই দেখে, তার পরিচিত একটি লোক গাড়ীর এক ধারে বিমর্ষ হয়ে ব'সে আছে। তাকে ডেকে বড় ভাই আলাপ করতে লাগল।)

হাই গো, মোল্লের পো, কম্‌নে গেছালে?

আর ভাই, গেছালম ঝাত্তারা কর্ত্তি।

কম্‌নে হ্যারা?

হাই পেটো ভোবানীপুরিতেনে।

কি পালা হলো?

আমনিব্বোসন।

আম্‌নিব্বোসন, তাই নাকি? আরে বাপুরে, সে পালা যে ভারি সোন্দোর। আমি যে শুনিচি, চাঁড়িজ্জেবাবুগার বাড়ী আসের রাসরে। আহা, আমগার ছিষ্টিধর খুড়োর মেজ ছাওয়াল লবকেষ্ট, একগাল দাড়ী নেড়ে নেড়ে কি বাক্কিমেটা কর্লে, তিনিই 'আম' ক'রেছ্যাল তো?

হ্যাঁ, তা তো কোরেছ্যালো।

আহা, আমগার ভগমান সদ্দার সে বারে পালা শুনতি শুনতি কি বলব, চোকির জলে ঢালা গামচাখান্ডা ভেইসে ফেল্লে, আমি শোদলম, কেন গা সদ্দারের পো, তুমি অত কাঁদতোচো, তা তিনি বল্লে কি জানিস, বললে, ওগার ওই 'আমের' দাড়ী নাড়া দেখে আমার সে বোকা ছাগলটার কতা মনে পড়তেচে—তিনি আমার বেঁচে থাকলি এ্যাদ্দিনি অত বড্ডি হতো। সেই লবকেষ্ট—আব হাবা সেই কোকলে গাজী কৈশল্যে ক'রেছ্যাল ?

হ্যাঁ, তা তো করেছ্যাল।

তালি ঝাত্তারা খুবই জমে গেছালো বল্। তা কই, আর সব নোক জোন কমনে গেল ? তোমগার রদিক্কারী মশায়, তোমগার ঝস্তরপাতি।

সে কতা কইয়ো না বড়ভাই—নোকজোন ঢালা সব ঢিবি হয়ে রইয়েচে ওই গ্যাড সায়েবের বেরেকভ্যানে—আর রদিকারী মশায় তানার উরোৎ ভেঙে দেচে—তিনি গাড়ীই আস্তি পাল্লে নি—আগড়ে আস্তেচে।

কি সব্বনাস। এমন কাণ্টক হোইয়েচে। কেন কেন, এমনডা হলো কেন ?

দুস্কির কতা আর কি বলব বড়ভাই—ঝাত্তারা খুবই জমে গেছ্যালো! আরে পালা তো পেরায় শেষ হয়ে গেছালো। আর কোকলেবে আচ্চা বল্তি হয়—আম ঝখন নিব্বোসন হয়ে গেল—উনি কৈশল্যা কত্তিছ্যালো কি না—উঃ। বুক চাপট মেরে এমোন এককোন মুচ্ছোপ খালে, তা মনে হলো বুঝি বুকখানডাই ভেঙে গেলো কি রাসরখানডাই ভেঙে গেল। সেই তালে আমগার এককোন জুড়ীর গান ছ্যাল।

হ্যারা ভাই, সে গানখানড়া এট্টু শুন্তি পাব না।

উঃ! বড্ড পিটির চালে ব্যাদনা বড়ভাই—গাইতি গেলি টনটইনে ওটে।

অস্তে অস্তে বল না খুব তয় তয়—মাইরি বড্ড শুনতি বাসনা হয়েচে।

(বড় ভায়ের অনুরোধ মোল্লের পোর পক্ষে ঠেল্তে পারা দুষ্কর—তাই সে গান আরম্ভ করল। গানখানা তার উচ্চারণে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তাই নীচে লেখা হল।)

হাহা দুরাদেষ্ট বিধাতারো ছিষ্ট
আমায় ছেড়ে আম তুই ঝাবি বোনোবাসে।
ওরে আমার মম্মবেতা বোলিবো কারে কোতা
আমি কেমন কোরে অই বল আমহারা আবাসে ॥
আহা পিতা হোইয়ে পুত্তেরে কে পরায় বল্কল
বুঝিলাম সকোলি আমার কম্মফল
বুঝি পুব্ব,জন্মের পাপে পাই এ মনস্তাপে
বলি আর কেন প্রাণ আকা কিসেরি বা আশে ॥

আহা হা, ছেড়ে দিলি ক্যান্‌ল্যা ?

আর পাত্তিচি নে গো ভাই—বুকি পাঁজরে বেতা।

তা তাপর কি হলো ?

হ্যাঁ, তাপরে আর বলো কেন বড়ভাই—ঝেই ওই গানখানড়া আরম্ভ হোয়েছে—উম্নি হোই রাসরের মদ্দি বসেছ্যালো ঝেতো কোচ ছাওয়ালরা—একতালে গুজুর গুজুর কোরে গোলমাল কোরে ওঠবে নি। একোন আমগার ওমজান মামু, তিনি বাজাছ্যাল বেহুলো—

কে ওমজান মামু?

হোই যে নোক্‌কান্তপুরীর ওমজানমামু, আমগার ইদু চাচার মেয়ে ফেপবির শউরো।

ও হো হো, ফেপরির শউবো, তাই বল্ না।

তিনি এট্টা কত বড় আশভারি নোক—হবে না কেন, কত বড রোস্তাদ—অমন বেহুলে-অয়ল্লা এ দক্ষিণ দেশে নিই। আব তার ওপরে বড়ো ঘরের ছাওয়াল। আরেব্বাবা, মিহি কোঁচকান ধুতি না হলি পরে না। পায় দেয় রাড়াই টাকা দামের বেনিশকবা চেটি—ঝেই কোচ ছাওয়াল্লা গোলমাল কোরে উঠেছে—হাতের বেহুলোর ছড়ি ঘুইরে তাগার একজনার পিটির চালে সপাং কোরে কইসেচে এক ঘা! এই তো ভাই, ছাওয়ালগার হয়ে গেল আগ। ঝে ঝেমনদে পাল্লে বাড়ীর তোন গে কে জানে কাচ্চে, কে জানে দা, কে জানে কুড়োল, কে জানে বোঁটী খোন্তা এনে তয় তয় প্যালের দড়ী কেটে দেলে। প্যাল তো আমগার ঘাড়ে, আর লোকগুনোর কতা কি বল্‌ব মাইরি, ঝে ঝেমন দে পাল্লে বাঁশ বাঁকারি কঞ্চি, চেড়া গোবানের ছোটা এনে, এই পেটোন তো এই পেটোন। এই ভ্যা আমার পিটির চাল খাপড়া, কি কোরে ছাল চর্ম্ম ছাইড়ে ফেলেচে দেখ!

আহাহা, ইস! তোগারা তো আচ্চা ঝান্তারা কর্ত্তি গেছ্যালি দেখতি পাই। তা, তোগার ব্যায়না হোয়েছ্যাল কত টাকায়?

ব্যায়না বড্ড জোরের হয়েছ্যাল গো বড়ভাই, তিন লাইটির গাওনায় নগদ পনার ট্যাকা দেবে বোলেছ্যাল, আর মোনাজার বাবু ঝিনি ব্যায়না কত্তি এয়েছ্যাল, তিনি এট্টা দয়াময়ী নোক বল্‌তি হয়, বল্লে ভালো কোরে গাওনা কত্তি পাল্লি নগদ তিন পালি মুড়ি বসকিশ দেবে। তা লাইটির গাওনা শুনে এস্তারা সোস্তোষ্ট হোলো যে, ঝন্তরপাতি সব রাটক কোরে একে ত্যালে—আর বল্লে, তোগার আর ঝান্তারা কত্তি হবি নি—ঝা পারবি তাই কোরে যা। এ গেরামে ঝেতো প্যানাপুকুর আচে, সব প্যানা তুলে দে যা। ঝান্তারা কত্তি এয়েচো—তাপর ঝা বলেছ্যালো—সে আর তোমাব সামূনে রুশ্চারণ কত্তি পারব্ নি বড়ভাই। যাই গো বড়ভাই, এই রিষ্টিশানে আম্‌গার নাম্‌তি হবে। দেকি, ওগার তো কারুর নড়বার চড়বার সামথ্যি নিই—যাই ধরে নাবাই গে।

(মোল্লের পো নেবে গেল। ছোট ভাই এতক্ষণ যাত্রার গল্প শুন্‌ছিল। তাই তার প্রশ্ন করার প্রবৃত্তিটাও এতক্ষণ শান্ত ছিল। যাত্রার গল্প শেষ হতেই সে বড়ভাইকে প্রশ্ন করল।)

আচ্চা বড়ভাই! এ গাড়ী কি কোরে চলে বল্‌তি পারো? ওইতো এট্টোকা রিঞ্জিন এতো বড়ো গাড়ীখান্‌ডারে সারা আত্তির দিনমান টেনে নে চোল্‌তেচে—তা ওর ভোতোরে কি কল কৈশল আচে?

হে হে হে—এইটে আর বুইদি পাল্লি নে। ওই বিঞ্জিনীর মোদ্দি ছত্তিরিশটা ঘোড়া এস্তারা একবাগে সাজানো আচে, ঝেই একতালে ঢু মাত্তি থাকে না, সেই ভকোচকো ভকোচকো কোরে গাড়ীখান্ডা ছুটতি থাকে।

আচ্চা বড়ভাই, ঘোড়ারা যদি মুক দে ঢু মাত্তি অইলো, তো দানা পানি খায় কোমোন্দে আর খায় বা ককোন, ওতো দেখতি পাই সাবা আত্তির দিনমান ঢু মাত্তি লেগেচে?

ওরে ও হলো এ্যাল কোম্পানীর ঘোডা, বড কলের ঘোড়া—ও ঘোড়া দানাপানি খায় নে—ও খায় জল আর কোয়লা—এত্তো বড় পেরকাণ্ড হেতো কল আচে—সেই হেতো কলে কোবে জল আব কোয়লা একেবারে পেটের মদ্দি চেইলে দেয়। ওই রে আমগার বিষ্টিশান এইয়েচে। নে নে হাল জোল সব ঠিক কোরে নে, এবার লামতি হবে।

(হাল জোল নামাতে নামাতে ছোট ভাই হঠাৎ থেমে গেল। একেবারে নিস্তব্ধ। ব্যাপার হয়েছে কি—সে কখনো ইংরাজী-পোষাক-পরা লোক জীবনে দেখে নি। গার্ড সাহেব কোট প্যাণ্ট পরে প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাকে দেখেই ছোট ভায়ের ওই অবস্থা। বড় তাকে অন্যমনস্ক দেখে হাঁক দিল।)

আ খেলে যা, ওইমো চেয়ে কি দেখতিচিস হাঁ কোবে। হাল জোল সব লাইমে নে না। গাড়ী ছেড়ে দিলি ত্যাকোন কি হবে?

মাইরি বড় ভাই, ওই গ্যা, কে দেঁইড়ে রোয়েচে।

কে! ও! উনি যে হোলো গ্যাডম্যাড সাইয়েব, এ্যাল কোম্পানীর বড় সাইয়েব। উনি ঝ্যাতকোন না বাঁশিতি ফুঁক মারবে, ত্যাতকোন এ গাড়ী চল্‌তি পারবে নি।

তা উনি ওস্তারা হোয়ে দেঁইড়ে রোয়েচে কেন?

কিন্দারা কোরে দেঁইড়ে রোয়েচে?

ও বড়ভাই, ওর সব্বাঙ্গ শিঙে দেচে—উনি বেরোবে কোমেন্দে! দোহাই বড়ভাই, আমারে বোলে দে—উনি কোমেন্দে বেইরে আস্‌বে, ওর যে সব্বাঙ্গ শিঙে দেচে।

* * *

কথোপকথনটি এইখানেই শেষ হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি কথা বিশেষ লক্ষ্য করবার। যেমন "আমগার, তোমগার, তাগার, কোমেন্দে, দুকোন, এককোন, নাগাতি, শউরোগার, শুইদে, এই মোস্তোন, এট্টোকা, কাণ্টক, মুচ্ছোপ, মদ্দি, ঝেমন, কলকৈশল, এস্তারা, ওই মো" ইত্যাদি। এগুলি যথাক্রমে—"আমাদের, তোমাদের, তাদের, কোথা দিয়ে, দুখানা, একখানা, মত, শ্বশুরদের, শুধিয়ে, এইমাত্র, এতটুকু, কাণ্ড, মূর্চ্ছা, মধ্যে, যেমন, কলকৌশল, এমনধারা, ওই দিকে" প্রভৃতি শব্দের দক্ষিণী রূপ।

আর একটী দ্রষ্টব্য—উচ্চারণ। সাধারণতঃ ওকারান্ত বর্ণের পরে কোন একারান্ত বর্ণের

যোগ যেখানে হয়—উচ্চারণ করবার সময় ঐ দুই বর্ণের মধ্যে একটী অস্পষ্ট ই-কার উচ্চারিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া—

নকারের স্থলে লকার
ল " " নকার,
অ " " বকার,
ব " " অকার,
জ+য " " ঝকার উচ্চারিত হয়।

'চ' ও 'ছ'এর উচ্চারণে 'স'এর প্রভাব বিদ্যমান। শব্দের অন্তস্থ 'থ'কার বা 'দ'কার 'ত'-কারের বেশী মর্য্যাদা পায় না। স্বরের বিন্যাসে 'ই' স্বরের প্রাদুর্ভাব অন্য স্বরের থেকে বেশী। বিশেষ 'এ'কারের স্থানে প্রায়শঃই 'ই'কার উচ্চারিত হয়, যেমন—"মদ্দি, পুকুরির, দিতি, দেখ্তি, খেতি, লাম্তি" ইত্যাদি। 'ই'কারের পরেই 'অ'কার ও 'ও'কার। অন্য স্বরের প্রয়োগ এই কটী স্বর অপেক্ষা কম। অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদগুলো "লাম্" বা "লুম্"-যুক্ত হয়ে প্রথম পুরুষ প্রকাশ করে না, "লম্"যুক্ত হয়েই উচ্চারিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫০শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
১৩৫০

দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্. এ, ডি. লিট্.

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খ্বাজা ইসা, উস্‌মান্—ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য ইতিহাস যে, জগৎসিংহ অগণিত পাঠানদের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার কিছু দিন পরেই কুৎলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান খ্বাজা ইসা কুৎলুর বালক পুত্রদের রাজ্য বাঁচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন্ন দুর্গেশনন্দিনীর আর সব কথা কাল্পনিক। এই সন্ধিতে জগৎসিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। তবে, বঙ্কিম কি বাকী সব ঐতিহাসিক দৃশ্যপট নিজ কল্পনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? আয়েশা, তিলোত্তমা, বিমলা, সকলেই কাল্পনিক, এ কথা পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন, এবং তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগৎসিংহের আহত হওয়া, কুৎলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, এবং তাঁহার দ্বারা মরণকালে কুৎলুর সন্ধি ভিক্ষা করা, এই শাখা-পল্লবগুলি ইতিহাসের বাহিরে হইলেও বঙ্কিমের নিজ কল্পনার সৃষ্টি নহে। এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান এলেক্জাণ্ডার ডাও (Alexander Dow) এই সাহেবটি ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরাজী করিয়া প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্য্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিস্তা ত লেখেন নাই, এমন কি, কোন পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও অসম্ভব ছিল।

ইংরাজ ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ এডওয়ার্ড গিবন্ পারসিক ভাষা জানিতেন না, কিন্তু দেবদত্ত প্রতিভাবলে তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ডাও ফিরিস্তার নাম দিয়া নিজ রচনা চালাইয়াছেন। এক স্থলে ডাও হইতে তথাকথিত ফিরিস্তার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া গিবন্ পাদটীকায় তাঁহার অতুলনীয় ব্যঙ্গ ভাষায় টিপ্পনী করিয়াছেন—

I have copied this passage as a specimen of the Persian manner; but I suspect that by some odd fatality, the style of Ferishta has been improved by that of Ossian. (*Decline and Fall*, Bury's ed. vi. 230*n.*)

অর্থাৎ "পারসিক রচনার বাগাড়ম্বরের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এই কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আমার মন হইতে সন্দেহ যাইতেছে না যে, অদ্ভুত অদৃষ্টযোগে এইখানে ফিরিস্তার রচনা-পদ্ধতিকে অসিয়ানের গন্ধের ভেজাল মিশাইয়া চমৎকার উন্নত করা হইয়াছে।" [অসিয়ান একজন প্রাচীন স্কটীশ "গেলিক" কবি ছিলেন, তাঁহার দু-দশটি আসল পদ মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু ম্যাকফার্সন নামক একজন জালিয়াৎ আধুনিক কবি বাগাড়ম্বর-পূর্ণ ভাষায় নিজে কবিতা লিখিয়া তাহা অসিয়ানের নব-আবিষ্কৃত লুপ্ত পদাবলী বলিয়া কিছু দিন চালাইয়া দেন, ঠিক যেমন আমাদের সাহিত্যে "গোবিন্দদাসের কড়চা" অথবা "চণ্ডিদাস-চরিত"।]

ডাও সাহেবের মেকী ইতিহাস হইতে লইয়াছেন কাপ্তেন চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট, যাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮১৩ খৃঃ প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সম্বল ছিল। তখনও আকবরের সম-সাময়িক পারসিক ইতিহাসগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ হয় নাই, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়া মানসিংহের বঙ্গ-বিজয়ের নির্ভুল সংবাদ পাইবেন? ডাও > ষ্টুয়ার্ট > বঙ্কিম এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

৯৯৮ হিজরী সালে রাজা মানসিংহ বিহার হইতে সসৈন্যে পাঠানদের বিরুদ্ধে মেদিনী-পুরের দিকে রওনা হইলেন এবং বাঙ্গলায় নিজ প্রতিনিধি-সুবাদার সৈয়দ খাঁকে সৈন্য লইয়া যোগ দিতে লিখিলেন। বর্দ্ধমান পৌঁছিয়া রাজা জানিলেন যে, সৈয়দ খাঁ বর্ষা শেষ না হইলে সৈন্য গুছাইয়া লইয়া আসিতে পারিবেন না, এরূপ লিখিয়াছেন। মানসিংহ জেহানাবাদে শিবির স্থাপন করিয়া বর্ষাশেষের প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই অবসরে কুৎলু খাঁ নিজের একদল সৈন্য ধীরপুরে—জেহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দূরে—পাঠাইয়া ঐ দেশটা লুঠ করিতে লাগাইয়া দিলেন, আফগানদের এই ধ্বংসকাজ থামাইবার জন্য রাজা নিজ পুত্র জগৎসিংহকে পাঠাইয়া দিলেন; জগৎসিংহ প্রথমে পাঠানদের হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া, পরে তাহাদের কপট সন্ধি-প্রস্তাবে প্রতারিত হইয়া, অবশেষে আফঘানদের দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাহারা তাঁহাকে বি স ন্ত পু রে ধরিয়া লইয়া গেল, এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত গুজব রটিল যে, তাহারা জগৎসিংহকে হত্যা করিয়াছে। বাদশাহের সৌভাগ্য-ফলে, কুৎলু খাঁ আগে হইতেই অসুস্থ ছিলেন, এবং এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরে মৃত হইলেন। আফঘানপ্রধানেরা জগৎসিংহকে মুক্তি দিয়া, তাঁহার মধ্যস্থতায় মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন, ইত্যাদি।

এখানে অসংখ্য ভুল আছে। তারিখের গোলমাল এবং ঘটনার উলটপালট সাজান ষ্টুয়ার্টের পুস্তকে এত বেশী যে, তাহার সংশোধন করিতে হইলে বইখানি আমূল নূতন করিয়া লিখিতে হয়। আমরা এখানে শুধু দুর্গেশনন্দিনীর বিষয়বস্তুরই খাঁটি ইতিহাস দিব। জগৎ-সিংহের এই যুদ্ধ একমাত্র আকবরনামায় (৩য় ভলুমে) আছে,—নিজামুদ্দীন, ফিরিশ্‌তা, মালদহবাসী ঘুলাম হুসেন সালিম কেহই তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। প্রথমে বলিয়া রাখি যে, সৈয়দ খাঁ স্থলে "সাইদ" খাঁ হইবে (অর্থ ভাগ্যবন্ত, কিন্তু সৈয়দ বংশ-সম্ভূত নহে)। সে ছিল বাঙ্গলার পাকা সুবাদার, মানসিংহের ডেপুটী বা নায়েব নহে, মানসিংহ তখন শুধু

বিহারের সুবাদার ছিলেন। বি স স্ত পু র নামটি 'গড়বিষ্ণুপুর' শব্দের পারসিক লেখার ভুল আকার, সেই দুর্গ আকবরের ভক্ত সামন্তরাজা বীর হাম্বিরের রাজধানী, পাঠানদের হাতে ছিল না।

জগৎসিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী

(আকবরনামা ৩য় খণ্ড, মূলের ৫৮০ পৃঃ, বেভরিজ-কৃত অনুবাদের ৮৮৯ পৃঃ)

৯৯৮ হিজরী সনে [বাঙ্গলা ৯৯৭ সালে] রাজা মানসিংহ বিহার প্রদেশের বিদ্রোহী-দিগকে পূর্ব্ববৎসর দমন করিবার পর ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করিবার জন্য রওনা হইলেন। · ভাগলপুর ও বর্দ্ধমান হইয়া জেহানাবাদে পৌঁছিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন, বর্ষাশেষে জমিদারগণ সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবে, এই প্রতীক্ষায়। কুৎলু যুদ্ধাভিলাষে উড়িষ্যা হইতে ধরপুর (১) আসিলেন। এই স্থানটি মানসিংহের শিবির হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে। সেখান হইতে কুৎলু নিজ সেনাপতি বাহাদুর কুরুঃকে প্রকাণ্ড সৈন্যদল সহ রায়পুরে (২) পাঠাইলেন। রাজা কুমার জগৎসিংহের অধীনে এক ফৌজ তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, এবং বাহাদুর একটি দুর্গে আশ্রয় লইয়া কুমারকে ভুলাইতে আরম্ভ করিল। বাহাদুর শয়তানী চালাকির দ্বারা এই অনভিজ্ঞ যুবক কুমারকে অসাবধান করিয়া ফেলিল, এবং তাহার পর কুৎলুর নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিল। ২১এ মে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে, যখন জগৎসিংহ মদের নেশায় ঘুমাইয়াছিলেন, তখন কুৎলুর অগণিত সৈন্য তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল এবং পরাস্ত করিয়া দিল। ··জমিদার হামির জগৎসিংহকে কত বলিলেন যে, বাহাদুর প্রতারক এবং তাহার বলবৃদ্ধির জন্য আরও পাঠান সৈন্য আসিতেছে, কিন্তু কুমার তাঁহার কথা শুনিলেন না। জগৎ-সিংহ আরও অধিক অসতর্ক হইয়া রহিলেন। দিনশেষে শত্রুরা আসিয়া [কুমারের শিবিরে] পৌঁছিল; পরামর্শ ও বন্দোবস্তের সূত্র ছিন্ন হওয়ায় অধিকাংশ বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধ না করিয়াই পালাইল। অল্প ক'জন বীর খাড়া থাকিয়া যুদ্ধ করিল, তাহাদের মধ্যে বীকা রাঠোর, মহেশ দাস [গৌড় ?] এবং নরু চারণ বীরত্বের সহিত প্রাণ বিসর্জন করিল। যদিও বাদশাহী সৈন্যদলের পরাজয় হইল, তথাপি [শত্রুপক্ষে] উমর্ খাঁ, মীরু, এবং হুমায়ুন কুলীর পুত্রগণ, তাহাদের কয়েক জন অনুচর সহিত রণে মারা গেল। হামির ঐ প্রমত্ত যুবক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া নিজরাজধানী বিষ্ণুপুরে আনিলেন। একটা গুজব রটিল যে, কুমার মারা গিয়াছেন।···

এই সময় শাহান্শাহের ভাগ্য ফলিল। দশ দিন পরে কুৎলু মারা গেল, তাহার রোগ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই জীবন শেষ হইল। খ্বাজা ইসা [কুৎলুর দেওয়ান, এবং উস্মানের পিতা] ··সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহী সৈন্যরা অতিবৃষ্টি এবং মনঃপীড়াতে অভিভূত ছিল, এ জন্য সন্ধি করিতে সম্মত হইল। আফঘানেরা বাদশাহকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিল, এবং আকবরের নামে খুৎবা পড়িতে ও মুদ্রা অঙ্কিত করিতে এবং পুরীর জগন্নাথমন্দির

ও তাহার চতুর্দ্দিকের জমি বাদশাহী সরকারকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ১৫ই আগষ্ট খ্বাজা ইসা কুৎলুর পুত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্র নসীর্)কে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং ১৫০টি হস্তী এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দিল। তাহার পর মানসিংহ বিহারে ফিরিলেন।

[এখানে শুধু বলা আবশ্যক যে, জগৎসিংহ অতিশয় মদ খাওয়ার ফলে ৬ অক্টোবর ১৫৯৯ খৃঃ আগ্রার নিকট অকালমৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু মানসিংহের আর দুই পুত্র—হিম্মৎ সিংহ এবং দুর্জন সিংহ বঙ্গে অনেক বার বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ করেন, দুর্জনসিংহ কাত্রাভূব নিকট যুদ্ধে প্রাণ হারাণ।]

স্থানীয় কোন্ অনুসন্ধান আবশ্যক ?

জগৎসিংহের পরাজয় কোন্ স্থানে হয় ? মুঘলবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র ছিল জেহানাবাদে, অর্থাৎ বর্ত্তমান আরামবাঘে। পলাতক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিষ্ণুপুরে অর্থাৎ আরামবাঘের উত্তর-পশ্চিমে লইয়া গিয়া রক্ষা করা হয়, সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, পাঠানরা দলবলে যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে, আরামবাঘের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্র বিষ্ণুপুর হইতে অত্যন্ত অধিক দূর হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, (ক) জগৎসিংহের ক্ষুদ্র সৈন্যদল (ডিট্যাচ্মেণ্ট) তাঁহার আশ্রয় (base) আরামবাঘ হইতে বেশী দূরে যাইবে না, এবং (খ) পলাতকদের আশ্রয়স্থল বিষ্ণুপুর এক বা দুই দিনে হস্তিপৃষ্ঠে পৌঁছা গিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক হইবে না। সুতরাং এই রায়পুর গ্রাম (অথবা মাটির গড) ঐ অঞ্চলে কোথায় ছিল, তাহা খুঁজিতে হইবে। নামটা এখনও থাকিতে পারে।

ইং ১৮৬৪ সালে অঙ্কিত একখানা বড় সার্ভে ম্যাপে আমি পাইলাম—কস্‌বা জেহানাবাদ হইতে ৭ মাইল পশ্চিম দিকে মন্দারণ গ্রাম, এবং এই মন্দারণের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপুর গ্রাম। পারসিক হস্তলিপিতে "শ্রীপুর" শব্দ অযত্নে লিখিলে এবং ঠিকমত নুকৃতা না দিলে সহজেই "বা-রায়পুর" অর্থাৎ রায়পুর পড়া অতি সহজ। শ্রীপুরের খুব কাছে আছে "ভিতর গড", সেখানে নদীটি বাঁকিয়া গিয়াছে। গড়বিষ্ণুপুর শ্রীপুর হইতে সোজা লাইনে ২৪ মাইল। প্রথম প্রশ্ন, এই শ্রীপুর কি আকবর-নামার রায়পুর ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই :—ধরপুর বা ধীরপুর কোথায় ? ঐ ম্যাপে ঘাটাল হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে পাইতেছি "হীরা-ধর-পুর" (অদ্ভুত নাম !), স্থানটি বিখ্যাত রাধানগর গ্রাম হইতে ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। আকবরনামার মূল পারসিক গ্রন্থের তিনখানি প্রাচীন হস্তলিপি হইতে ঐ নামের তিনটি পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে, যথা—ধরপুর, ধীরপুর ও ধরমপুর। কিন্তু এই স্থানটি কস্‌বা জেহানাবাদ হইতে সোজা লাইনে ২০ মাইল মাত্র—২৫ ক্রোশ নহে। পথ কিন্তু কম্পাসে টানা সোজা লাইন হয় না। ঐ স্থানে মাটির দুর্গ ছিল কি ?

অবশেষে দুটি কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশ পাঠান শের শাহের হাতে পড়িবার পর

হইতে মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় পর্য্যন্ত এই ষাট বৎসরে পাঠানদের রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও সেনাপতির মধ্যে এতগুলি লোক খুন হন যে, তাহার তালিকা ছাপিলে এক পৃষ্ঠারও অধিক হইবে। সুতরাং কুৎলু খাঁর অপঘাত মৃত্যু বঙ্গীয় লেখকের অসম্ভব কল্পনা ছিল না।

আর, জয়পুরের রাজপুত্র যে বঙ্গদেশের একজন জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। কারণ, জয়পুরের নিজস্ব ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়, এই কয় বৎসরের মধ্যে মানসিংহ ও তাঁহার বংশীয়গণ কুচবিহার হইতে দুটি, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একটি, উড়িষ্যা হইতে একটি, বিহার হইতে একটি, এই পাঁচটি রাজা ও জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে কোন বাধা হয় নাই।

প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ

৺রামগতি ন্যায়রত্ন হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রত্যেক ইতিহাস-লেখক প্রাণরামের কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ১২৭৯ সনের এডুকেশন গেজেটে জনৈক লেখক নাম না দিয়া "বিদ্যা-সুন্দর" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা ৪ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।[১] ১২৮১ সনে (১৩ই আষাঢ় সংখ্যা, ১৭২-৪ পৃঃ) ঐ লেখকই "কৃষ্ণরামপ্রণীত বিদ্যাসুন্দর" শীর্ষক প্রবন্ধে নিজ নাম প্রকাশ করেন "অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।" তাঁহার প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি তৎকালের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষণাশীল বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসরসিক লেখক ছিলেন। তাঁহার পরিচয় কেহ পরিজ্ঞাত থাকিলে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

প্রথম প্রবন্ধে তিনি ৪ জন বিদ্যাসুন্দর রচয়িতার নাম করিয়াছেন—প্রাণরাম, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র। কিন্তু কৃষ্ণরামের গ্রন্থ তখনও তাঁহার হস্তগত হয় নাই। একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পাইয়া পরে দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধে তজ্জন্য তিন জনের গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচনা ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রাণরামের গ্রন্থের আলোচনারম্ভে প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন :—"আমাদের হস্তস্থ কালিকামঙ্গলখানি **১২৪৩ সালে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া শিবাদহে মুদ্রিত।**" (৬২১ পৃঃ) নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মুদ্রিত সংস্করণ বিগত ৭০ বৎসর মধ্যে আর কোন লেখকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই সংস্করণের শেষভাগেই নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত হয়, এযাবৎ সমস্ত লেখকই ইহার বিকৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া প্রাণরামকে ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী ধরিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
তদন্তর[২] কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥

১। ৫ মাঘ সংখ্যা, ৬২০-২১পৃ.
১২ „ „ ৬৩৭ পৃ.
১৯ „ „ ৬৫৩-৪ পৃ.
২৬ „ „ ৬৬৭-৮ পৃ.

২। পঙ্‌তি কয়টি প্রবন্ধলেখকের দ্বিতীয় প্রবন্ধেও মুদ্রিত হইয়াছে (১৩ আষাঢ়, ১২৮১, ১৭২ পৃ.)। সেখানকার পাঠ "তার পর।"

পরেতে ভাবতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

প্রবন্ধলেখক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"উপবোক্ত কয়েক পংক্তি কবিব নিজের লেখা নহে; কালিকামঙ্গল প্রকাশক কবিবব রামচন্দ্র তর্কালঙ্কাব শর্ম্মণঃ লিখিত।"

প্রাণরামের উপাধি ছিল "কবিবল্লভ"—লঙ্ সাহেবের মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় ঐ নামেই এই মুদ্রিত সংস্করণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

একটি ভণিতা হইতে প্রবন্ধলেখক গ্রন্থকারকে কবিবর মুকুন্দবামের পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভণিতাটি এই (৬৬৭ পৃঃ):—

মুকুন্দনন্দন ভণে, নৃপবৈশ্য দুইজনে, চলিল মুনিব সন্নিধান।
কালীপদ সরসিজ, হৃদয়ে চিন্তিয়া দ্বিজ, শ্রীকবিবল্লভ বসগান॥

প্রবন্ধলেথকের অনুমান অসমীচীন নহে, মুকুন্দরামের ভণিতাব ভাষার সহিতও এখানে আশ্চর্য্য মিল আছে।

গ্রন্থের রচনাকাল এই (৬৫৪ পৃ.):—

বসুদ্বয়বাণচন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন॥

প্রবন্ধলেথকের মতে ১৫৮৮ শক (অর্থাৎ ১৬৬৬-৭ খ্রীঃ) হয়। আমরা মনে করি, ইহা ১৫২৮ শক (অর্থাৎ১৬০৬-৭খ্রীঃ), বসুদ্বয় একযোগে না লইযা পৃথক্ লওয়াই উচিত।

কবিচন্দ্রের কালিকামঙ্গলঃ ১২৭৯ সনেরই এডুকেশন গেজেটে ২ চৈত্র (পৃ. ৭৩৮) ও ৯ চৈত্র (পৃ.৭৫৩) সংখ্যায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অম্বিকাচবণ গুপ্ত মহাশয় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন:—

কালিকামঙ্গল অপ্রকাশিত বিদ্যাসুন্দব।

উক্ত পুস্তকেব গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয়েব বংশীয় ব্যক্তিগণের সম্মতিক্রমে, কবির স্বহস্তলিখিত মূলগ্রন্থ মৎপ্রণীত তাঁহার জীবনী ও কঠিন কঠিন স্থলের টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে··· ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞাপনে কবির নাম-পরিচয়াদি কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই। ১২৮০ সনের ২১ বৈশাখ সংখ্যা গেজেটে (৪২-৩) একটি পত্রে অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত সংস্করণ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "কবিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য" রচিত বটে। উক্ত পত্রে লোকনাথ গুহ-রচিত "কৃষ্ণদাসী কালিকামঙ্গল" প্রবন্ধের উল্লেখ আছে, দুঃখের বিষয়, ১২৭৯ সনের ৩০ চৈত্র সংখ্যা গেজেট আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহাতেই ঐ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

শেষ পর্য্যন্ত কবিচন্দ্রের কালিকামঙ্গলের এই লোভনীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। মূল পুথি কিম্বা অম্বিকাচরণ গুপ্তের গৃহে মুদ্রিত ফাইল কপি আছে কি না গবেষণাযোগ্য। আমাদের ধারণা, অম্বিকা বাবু কবিচন্দ্রকে নিজ অনুমানে মুকুন্দরামের ভ্রাতার সহিত অভিন্ন

ধরিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটি মাত্র পত্র (২৩৮৩ সং বাংলা পুথি) রক্ষিত আছে। তাহাতে দুইটি মাত্র ভণিতা দৃষ্ট হয়। প্রথম পৃষ্ঠার ভণিতা এই :—

ঘটকচক্রবর্ত্তিসুত, (কৃষ্ণ)চন্দ্রপদে রত, শ্রীযুত ঘটকচূড়ামুনি।
তাহার মনুজ কহে, কালপদসরুরুহে, রক্ষ২ নগেন্দ্রনন্দিনি ॥

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ভণিতা :—

শ্রীযুত কোবিচন্দ্রে কহে যুন মহময়্যা।
কিসেব অভাব জারে কর দয়্যা ॥

এই কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নহেন নিশ্চিত।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদের পুথিতে (২৩৭৬ সং পুথির ৩ য় পত্রে) রচনাকাল লিখিত আছে :—

সারসাসানের নেত্র : ভিমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র : তেজিয়া রিসিব পক্ষ তবে।
বিধুব মধুর ধাম : রচনাতে কহিলাম : বুঝ সকল বিচারিয়া সবে ॥

বিশেষ কষ্টকল্পনা না করিয়া ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়। পদ্মের এক প্রসিদ্ধ পর্য্যায় শব্দ "সারস" (অমরকোষ দ্রষ্টব্য)। সারসাসন=পদ্মাসন অর্থাৎ ব্রহ্মা। তাঁহার চতুর্মুখে নেত্রসংখ্যা হইল ৮। মহাদেবের প্রসিদ্ধ নামাষ্টক মধ্যে একটি হইল "ভীম" (মহিম্নঃস্তবের "ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ" শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভীমাক্ষি হইল "৩"। আর মিত্র অর্থে দ্বাদশ সূর্য্য, ৩ বাদ দিয়া হইল ৯। ঋষির অর্থাৎ ৭ সংখ্যার পক্ষ অর্থাৎ ২ ত্যাগ করিলে পাওয়া যায় ৫। সুতরাং শকাঙ্কটি হইল ১৫৯৮ (অর্থাৎ ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ)। কৃষ্ণরাম যে প্রাণরামের পরবর্ত্তী, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ১৬৭৬ খ্রীঃ সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের নবাব ছিলেন।

শিক্ষা-বিস্তারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন প্রধান প্রবর্ত্তকরূপে সাধারণের নিকট পরিচিত। আত্মজীবনীতে তাঁহার দীর্ঘ জীবনের মাত্র প্রথম চল্লিশ বৎসরের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাও এক হিসাবে তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরই ক্রমিক অভিব্যক্তির ইতিহাস। কিন্তু এই সময়ে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তিনি বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আত্মজীবনীতে এসব কথা আনুপূর্ব্বিক তেমন করিয়া বর্ণিত হয় নাই। সমসময়ের সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার সাহায্যে তাঁহার এই সময়কার বহুমুখী কর্ম্মধারার সহিত আমাদের পরিচয় লাভ সম্ভব হইয়াছে। আমি শুধু তাঁহার শিক্ষা-বিস্তার-প্রচেষ্টার কথাই এখানে বলিব। তবে আনুষঙ্গিক সংস্কৃতিমূলক কোন কোন বিষয়ও এখানে আলোচিত হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা

স্ব-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্য সুরু করিয়া দেন। ইহা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ইহার আনুকূল্যে তিনি তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। নানা দিক্‌ হইতেই এই পাঠশালাটির বৈশিষ্ট্য ছিল। পাঠশালা স্থাপনের আয়োজনের কথা অবগত হইয়া 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' ১৮৪০, ৩রা জুন তারিখে লেখেন,—

> "*A New School* We have been given to understand that a new school having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country, is about to be established in Calcutta, under the auspices of some enlightened native Baboos. It is to be conducted on the same principles as the new College Patsala The boys will further receive religious education which is a new feature in the system of native instruction It is said that new books suited to the capacities of youths are now in course of preparation in the vernacular languages by Baboo Debendranath Tagore, the son of Baboo Dwarkeynauth Tagore"

এই উদ্ধৃতির মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে তৎকালীন শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৩৫ সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই বিধান দিয়া যান যে, সরকার-পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয়-সমূহে ইংরেজীর মাধ্যমেই এদেশবাসীকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। আবার, সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়োগেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান। এ সব কারণে ইংরেজী শিক্ষার দিকেই অতঃপর সাধারণের বেশী ঝোঁক পড়িল। সরকারী বিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে ইংরেজীর চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এদেশের ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও কলি-

কাতায় এবং মফস্বলে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলা পাঠশালা এবং বাংলা শিক্ষা দুইয়েরই অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। শিক্ষার এই ত্রুটি কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে হিন্দুকলেজ-কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন (১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারী)। উপরের উদ্ধৃতিতে যে 'new College Patsala'র কথা আছে, তাহাই এই বাংলা পাঠশালা। বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য।* দেবেন্দ্রনাথও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন।

কিন্তু হিন্দুকলেজ পাঠশালা হইতে ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকতর। ঐ সময়ে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজী শিক্ষায় ভারতবাসীদের আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ লইলেন এবং ইংরেজী শিক্ষার ছলে তাহাদের সন্তানদের খ্রীষ্টতত্ত্বই বেশী করিয়া শিখাইতে লাগিলেন। কিন্তু কি সরকারী, কি দেশীয়, কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশিক্ষার রেওয়াজ ছিল না। এজন্য মিশনরীদের প্রদত্ত শিক্ষার বিধর্ম্মিপ্রভাব প্রতিরোধের কোন উপায়ই রহিল না। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া এক দিকে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি দূর করিতে এবং অন্য দিকে খ্রীষ্টানী শিক্ষার কিয়ৎপরিমাণে গতিরোধ করিতে প্রয়াসী হইলেন।

১৮৪০, ১৩ই জুন তারিখে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কলিকাতার শিমলা পল্লীর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া লইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা উভয়েরই কার্য্য তথায় সমাধা হইতে থাকে। সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম হইতেই এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের মধ্যেও বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন বাংলা শিক্ষার অনাদর হেতু কলিকাতার স্কুল-বুক সোসাইটি সংস্কৃত পদ্ধতিতে নূতন করিয়া বাংলা পুস্তক রচনা করাইতে তেমন আগ্রহশীল ছিলেন না। হিন্দুকলেজ-কর্তৃপক্ষ নিজ পাঠশালার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাও সরকারী শিক্ষা-কমিটির প্রতিবন্ধকতায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দর্শন, রীতিনীতি ও ভাবধারার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য দর্শন, রীতি-নীতি ও ভাবধারা যাহাতে পাঠ্য পুস্তকে স্থান না পায়, সে দিকে শিক্ষা-কমিটির শ্যেনদৃষ্টি ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঠ্য-পুস্তক রচনার ভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-কমিটি এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, অগ্রে সকল পাঠ্য পুস্তকই ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, এবং তাহা অনুমোদিত হইলে তবে বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক

---

* The primary objects contemplated in the establishment of the Patsala were to "provide a system of National Education, and to instruct Hindoo youths in Literature, and in the Sciences of India and Europe, through the medium of the Bengalee Language"—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44.* P. 19.

ভাষায় অনুবাদ করাইয়া পাঠ্য-পুস্তকরূপে ব্যবহার করা চলিবে।* সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহারোপযোগী সকল পুস্তকই তখন এইরূপে 'সেন্সর' (Censor) করিয়া লওয়া হইত। দেবেন্দ্রনাথ কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পাঠ্য পুস্তক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, উপরের উদ্ধৃতিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রকাশ, তিনি বাংলা ভাষায় একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন।† পাঠশালার শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলাতেই পাঠ্য পুস্তক লিখিলেন। পাঠশালায় এই সব পুস্তকই অধীত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মতত্ত্ব ও পাঠ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতায় তিন বৎসর (১৮৪০ জুন—১৮৪৩ এপ্রিল) প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার উদ্দেশ্য, কার্য্যক্রম এবং কি কারণে কর্তৃপক্ষ ইহাকে কলিকাতা হইতে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইলেন, সবই তত্ত্ববোধিনী সভার ১৮৪৩-৪৪ সালের ইংরেজী কার্য্য-বিবরণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। বিবরণের এই অংশে আছে,—

"তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ থাকায়, এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন, যেখানে কোমলমতি বালকদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক তথ্যাদিও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, এবং এইরূপে এমন এক দল লোক তৈরী করা যাইবে, যাঁহারা সভ্যদের সঙ্গে সমান তালে চলিতে সক্ষম না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রে সহ-যোগিতা করিতে পারিবেন। সাধারণের নিকট হইতে এ কার্য্যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ যত্নপর হইলেন, এবং সভা-প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে ১৮৪০ সালেই কলিকাতায় একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন। এই পাঠশালায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। সভ্যগণের মতানুযায়ী প্রথম দিকে বাংলা ও সংস্কৃতের মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রদের হাজিরার সময় এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল যে, তাহারা নগরীর অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষারও সুবিধা পাইত। পাঠশালা প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। ইহাতে কিন্তু ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল না। কারণ, অতটা পরিশ্রম ছাত্রদের শরীরে কুলাইত না। পাঠশালার শ্রেণীগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল। সুতরাং এ ব্যবস্থার সংশোধন উদ্দেশ্যে স্থির হইল যে, বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার জন্যও কিছু সময় দেওয়া হইবে, অবশ্য ধর্ম্মশিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইবে। সভার উদ্দেশ্য

---

* *General Report on Public Instruction*, etc., for 1842-43, pp. 26-7; and *Ibid.* for 1843-44 pp. 2-3.

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পরে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিক্রেয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। ইহার ১৭৮১ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উপাচার্য্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের স্বাক্ষরে বিক্রেয় পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহাতে 'সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ'-এর সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাই। অন্যান্য পুস্তকের মত এইখানিতেও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। ১২৮৪ সালের 'নববার্ষিকী'তে (পৃঃ ২২১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত একখানি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উল্লেখ আছে। বিজ্ঞাপনোদ্ধৃত পুস্তকই বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ কৃত।

সাধন কল্পে সাধারণের নিকট হইতে যেরূপ অতিরিক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়া গেল, তাহাতে সভ্যগণ সত্বর তাঁহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইলেন।"*

কর্তৃপক্ষ বিবরণে আরও বলেন যে, কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় যথেষ্ট ; এরূপ ক্ষেত্রে আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠার মত অর্থ-সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। পক্ষান্তরে, পল্লী অঞ্চলে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সে স্থলের একটি সত্যকার অভাব পূরণ হয়, এবং পল্লীবাসীদের প্রতি তাঁহাদের যে কর্তব্য আছে তাহাও কথঞ্চিৎ সাধিত হইবার সুযোগ মিলে। এই জন্য তাঁহারা হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত করাই সাব্যস্ত করেন।

পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭৬৫ শক, ১৮ই বৈশাখ (১৮৪৩, ৩০শে এপ্রিল) হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় 'উপযুক্তমত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যার' শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল। অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতা ত্যাগে অসমর্থ হওয়ায় ঐ স্থানেরই অধিবাসী শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। বংশবাটীতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা দিবসে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। এই সভার সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেন,—

"তত্ত্ববোধিনী সভা ১৭৬১ শকে ২১ আশ্বিন রবিবার কলিকাতা মহানগরে স্থাপিতা হয়, সে সভার প্রতিজ্ঞা যে আমারদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রচলিত হয়, এই উদ্দেশে বিবিধ উপায় সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঠশালাকে এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই পাঠশালা অদ্য এই বংশবাটী গ্রামে গ্রামস্থ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি মহোদয়দিগের সাহায্যক্রমে স্থাপিতা হইল

"... কেবল শাস্ত্রের দৃষ্টি অভাব জন্যই অনেকে এই শাস্ত্রকে অবিশ্বাস ও অমান্য করিতেছে, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে যাঁহারা এই ক্ষণে শাস্ত্র মানিতেছেন না তাঁহারদিগের শাস্ত্র জানা থাকিলে অবশ্য মানিতেন। এই ক্ষণে ইংরাজী বিদ্যার দ্বারা চতুর্দ্দিগে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, অতএব জ্ঞানির-দিগের শাস্ত্র আমারদিগের চিরকালের যে বেদান্ত শাস্ত্র, যাহা গুপ্ত থাকা জন্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তাহাই এইক্ষণে প্রকাশ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, এই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারাভাবে স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ না হইয়া নিরাশ্বাসে অনেকে বিজাতীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি এইক্ষণে অবলম্বন করিতেছে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে?

"স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে। "†

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— ১ ভাদ্র ১৭৬৬ শক। পৃ. ১০৩-৪।

† ঐ ১ ভাদ্র, ১৭৬৫ শক। পৃ. ৫-৬।

অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতায় উদ্দেশ্য আরও সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার এই অংশটি এখানে দিলাম,—

"আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রভু নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না*—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।" †

বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ মাঘ ১৭৬৬ এবং ১ মাঘ ১৭৬৭শকে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, "এইক্ষণে ১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্গ এবং ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যয়ন করিতেছে, .।" পাঠশালার বিভিন্ন শ্রেণীতে কত জন ছাত্র কি কি বিষয়ের পুস্তক. অধ্যয়ন করিত, তাহাও আমাদের জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এই বৎসরের বিবরণ হইতে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"প্রথম শ্রেণী॥ ৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ. কঠোপনিষৎ। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক। তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা। ব্যাকরণ। পদার্থবিদ্যা। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No. 4. Poetical Reader No 2. Grammar. History of Bengal.

"দ্বিতীয় শ্রেণী॥ ১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: ব্যাকরণ। জ্ঞানার্ণব। ভূগোল। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ:''Reader No 3. Poetical Reader No. 1 Grammar History of Bengal.

"তৃতীয় শ্রেণী। ২৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: বর্ণমালা ২য় ভাগ। মনোরঞ্জন ইতিহাস। ভূগোল। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No. 2. Spelling No. 2.

"চতুর্থ শ্রেণী। ২০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: নীতিকথা ২য় ভাগ। বর্ণমালা ২য় ভাগ। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No. 1 Spelling No 2.

"পঞ্চম শ্রেণী॥ ২৯ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: নীতিকথা ১ম ভাগ। বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Easy Primer

---

* এ স্থলে ১৪ই কার্ত্তিক ১২৮০ সংখ্যক "সাধারণী"তে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি বৈর' শীর্ষক প্রবন্ধ স্মরণীয়। † তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১ আশ্বিন ১৭৬৫ শক। পৃঃ. ১১-২।

"ষষ্ঠ শ্রেণী । ৩৮ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ : বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ : Easy Primer"

পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপকারিতা সম্বন্ধে এই বিবরণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"এই পাঠশালাকে পদার্থ বিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গ ভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্রসকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গ ভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপন করা যাইতে পারিবেক।"

দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার দিন বংশবাটীতে অন্যূন চারি শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতেও বহু গণ্যমান্য লোক সেখানে পরীক্ষা উপলক্ষ্যে গমন করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য দুই জন বালককে পঁচিশ টাকা অতিরিক্ত পুরস্কার দেন। রামগোপাল ঘোষ ১৭ খানা, শ্রীনাথ ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্র ৭ খানা এবং নিমাইচরণ মিত্র ২০ খানা পুস্তক উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। সর্ব্বসাকুল্যে উনচল্লিশ জন উৎকৃষ্ট ছাত্র এবারে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র দীননাথ রায় * একত্রিশ টাকা এবং বাংলা ও ইংরেজী কয়েকখানি পুস্তক পান।

তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ অনেকটা সংক্ষিপ্ত। এবারেও স্থানীয় এবং কলিকাতা হইতে আগত প্রায় চারি শত গণ্যমান্য ব্যক্তি পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। হুগলী কলেজের ইংরেজ অধ্যাপকগণের উপস্থিতি এবারকার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। ছাত্রগণ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এ বৎসর রামগোপাল ঘোষ কুড়ি টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। এই টাকা প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুই জন ছাত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ বাংলার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র এবারে পাঠশালার ছাত্রগণের সমুদয় ইংরেজী প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন এবং ইহার উত্তর সকলও দেখিয়া দেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পঠন-রীতি এবং ছাত্রদের শিক্ষার উৎকর্ষ সে যুগে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন কি, সরকারী শিক্ষা-কমিটিও (Council of Education) ১৮৪৫-৬ সনের কার্য্যবিবরণে এই পাঠশালার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কমিটি 'হুগলী কলেজ' প্রসঙ্গে (পৃ ৭৭) লেখেন,—

"Native education in the district There is an English school at Bansberia, an

---

* মহর্ষির আত্মজীবনীতে (পৃ. ২৮৫-৬) ইহার উল্লেখ আছে।

ancient seat of Hindoo learning supported by Baboos Debendronath Tagore and Ramaprasaud Roy, the sons of distinguished fathers

"It is established for the diffusion of Vedantic principles, but is conducted by an ex-student of this [Hooghly] College, who is himself not of that persuasion"

ইহার পরও প্রায় তিন বৎসর কাল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা অতিশয় কৃতিত্বের সহিত চলিয়াছিল। ১৮৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে বিখ্যাত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেউলিয়া হয় এবং এই সময়ে কার ঠাকুর কোম্পানীও কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই উভয় ব্যাপারেই পাঠশালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দ্বারা পাঠশালা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। এই সুযোগে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে ঐ একই স্থানে একটি মিশনরী স্কুল স্থাপনে লাগিয়া গেলেন। 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' ৬ এপ্রিল ১৮৪৮। এই সম্পর্কে লেখেন,—

"The Chundrika informs us that the school of the Tattwabodhini Sabha that is of the Vedanta Association, having been closed at Bansberiya the Free Church Mission is about immediately to open a seminary there for instruction in English and Bengalee We believe it has already been commenced

ইহার মাসখানেক পরে, ৪ঠা মে দিবসের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় এ সম্পর্কে ২০এ এপ্রিলের একখানা পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক জানান যে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার স্থানে একটি মিশনরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে মহদুপকারক একটি স্বদেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবসান হইল।

বারাকপুর পাঠশালা ও সুখসাগর স্কুল

দেবেন্দ্রনাথ বারাকপুরেও একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। এই পাঠশালা সম্বন্ধে ২ এপ্রিল ১৮৪৬ দিবসের 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'য় নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হয়,—

"Lately at Barrackpore a *Patshalla*, exactly in the system and the rules observed in the Government *patshalla* of Calcutta has been established under the immediate munificent auspices of Baboo Debendranauth Tagore and other liberal native gentlemen Children from villages adjacent have flocked to this institution the more because they shall receive both their instruction, and books and papers etc without any charge whatsoever It is placed under the superintendency of Baboo Gooroodass Chatterjee, master of a private English school there With the sincerest wishes for the prosperity and long duration of this infant *patshalla*"*

এই পাঠশালা সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য এখন পর্য্যন্ত পাই নাই।

এই বৎসরে সুখসাগরেও (নদীয়া) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার মুন্সেফ কাশীশ্বর মিত্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৪৬, ৮ই ফেব্রুয়ারি সুখসাগরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজে মধ্যে মধ্যে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য আহূত হইতেন। এই বিদ্যালয়টিরও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ চেষ্টিত হন। কাশীশ্বর বাগবাজারের বিখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্রের পরিবার-সম্ভূত। এই পরিবারের বিখ্যাত লোকদের সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের

* *Weekly Epitome of News.* Wednesday, April 1.

কাশীশ্বর মিত্র অধ্যায়ে এই বিদ্যালয় এবং ইহার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"Every year prizes of valuable books were awarded to the best students of the English school who were previously examined by the Secretary when Baboo Debendranath Tagore was good enough to come up from Calcutta, to preside on the occasion, and to make some presents of valuable books to the best of the pupils He was wont to make monthly contribution in support of the school The noble and divine principle of Baboo Debendranath Tagore has all along been to do good by stealth and blush to find it fame"*

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (*Hindu Charitable Institution*)

কলিকাতায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ইহাকে শুধু একটি বিদ্যালয় বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা বাস্তবিক পক্ষে সে সময়ের একটি আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনেরই প্রতীক। গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা নানা ভাবে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের জয়গান করিতে থাকেন। ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া তাঁহারা হিন্দুসন্তানদের খ্রীষ্টান করিতেও লাগিয়া গেলেন। আর এ সব বিষয়ে অগ্রণী হইলেন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ। এক সময় রাজা রামমোহন রায় স্কুল-প্রতিষ্ঠায় এই ডাফকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত মিশনরীদের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লেখনী চালাইতে আরম্ভ করেন। একটি বিশেষ ঘটনায় তিনি এই সব প্রতিরোধকল্পে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মজীবনীতে এই ঘটনা এবং উক্ত অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ১০২-৬)। এখানে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রথমেই মূল ঘটনাটি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতেছি,—

"১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, 'গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ্ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, 'আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না।' কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।"

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী যাইয়া, এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়া তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, তাহা তিনি নিজেই আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন (পৃঃ ১০৪-৫)। তিনি পত্রিকায় প্রস্তাব করিলেন যে, যেহেতু মিশনরীদের

* The late Govindram Mitter's family. 1869, p. 53.

অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই ছেলেদের খ্রীষ্টানী শিক্ষার ও খ্রীষ্টান করিবার কেন্দ্র, সেহেতু হিন্দুদের পক্ষে এমন সব অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যাহাতে দরিদ্র ছাত্রগণ অক্লেশে সেখানে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টা-যত্নে প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব এবং নব্য দলের নেতা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিও এই একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ একটি সাধারণ সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সমাজের নেতৃবৃন্দকে লইয়া ১৮৪৫, ১৮ই মে জোড়াসাঁকোতে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। ২০শে মে দিবসের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত একখানি পত্রে এই সভার কার্য্য বিবরণ নিম্নরূপ মুদ্রিত হয়,—

"HINDOO MEETING.

"We have learnt that a select meeting of Hindus assembled yesterday [Sunday, 18th May] at 5 p.m. in Jorasanko, for the purpose of considering the best mode of establishing a *Charitable Institution,* in the city of palaces

"Among the visitors were, Raja Radhakanta Deb, Raja Kalikrishna Bahadur, Raja Suttcharan Ghosaul, Baboos Purtabchandra Sing, Debendranath Tagore, Ramanath Tagore, Upendramohan Tagore, Harimohan Sein, Nandalal Singh, Motilal Seal, Birnaunshing Mullick, Shibnarain Ghose, Ashotosh Dey, and almost all the respectable and wealthy persons of the place

"It was proposed that the intended School shall impart learning to 1,000 boys, who are to be placed in 20 classes, under 10 teachers, at an aggregate expense of one thousand Rupees a month. The following is the proposed scale of disbursement, *viz*

For 1 English Teacher for General Literature	Rs 250
For 1 English Teacher for Science ..	Rs 200
For 1 Native Teacher for Science	Rs 100
For 1 Native Teacher for Science . ..	Rs 50
For 6 Native Teachers for Science . ..	Rs 200
For House Rent	Rs 150
For Extra Charges . . .	Rs 50

"It was thought advisable to raise a capital of 300,000 rupees, to be vested in 4 per cent Government Loans, to cover such expenses by interest, and that for the present, the school should be maintained upon donations only.

"All matters connected with the intended Institution and its denomination await, for a final determination, the reconsideration of a public meeting, which will, very likely, take place on Sunday next."*

পরবর্ত্তী ২৫শে মে শিমলাস্থ রাজাবাবুর (মতিলাল শীলের) ভবনে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইল। সভার বিস্তৃত বিবরণ এ সময়কার ইংরেজী বাংলা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (আষাঢ় ১৭৬৭) এই সভার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এই মন্তব্য হইতে তথ্যাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে বিদ্যালয়ের পরিচালন-কমিটির পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে,—

"আমরা গত মাসের পত্রিকাতে এদেশীয় দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা অধ্যয়নার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করাতে এতন্নগরস্থ সাধারণ হিন্দুবর্গের তাহাতে পূর্ণ উৎসাহ ও সম্যক্ প্রযত্ন যে হইয়াছে, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এবিষয়ের বিবেচনার জন্য গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ [২৫শে মে] রবিবারে শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল; তাহাতে এই নগরস্থ ধনি নির্দ্ধন, মধ্যবর্ত্তি প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিতা হইবেক, এবং তাহার কর্ম্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি

* Quoted by *The Friend of India* for May 22, 1845. "Contemporary Selections." P. 327.

হইলেন ; শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র অধ্যক্ষ হইলেন, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন। এই পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় উপায় দ্বারা যাহাতে মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমত ধন সংগৃহীত হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক। এপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা মূলধন, এবং চারি শত টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রচুর ধন্যবাদ যোগ্য শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ সহস্র টাকা দান এবং পঞ্চাশ টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং প্রতীক্ষা করি, যে সাধারণের উৎসাহ ও যত্নক্রমে মূলধনের উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্যদ্বারা মাসিক সহস্র টাকা অবিলম্বে সংগৃহীত হইবেক। বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাতশূন্য হইয়া এবিষয়ের সুসিদ্ধি জন্য যে প্রকার যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।"

মাত্র পক্ষকালের মধ্যেই চল্লিশ সহস্র টাকা এককালীন দান এবং চারি শত টাকা মাসিক চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তিন লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের পরিবর্ত্তে যাহাতে প্রতি মাসে হাজার টাকা আয় হইতে পারে, সেজন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে কর্ম্মকর্ত্তারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন বুঝা যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই আষাঢ় সংখ্যাতেই চাঁদা-স্বাক্ষরকারীদের একটি তালিকাও প্রকাশিত হয়। ইহা দৃষ্টে এই আন্দোলন কিরূপ বহু-ব্যাপক হইয়াছিল বুঝা যায়। এককালীন দানের মধ্যে ঊর্দ্ধতম পরিমাণ দশ হাজার টাকা এবং নিম্নতম পরিমাণ পাঁচ টাকা। মাসিক চাঁদার পরিমাণও ছিল যথাক্রমে পঞ্চাশ টাকা ও আট আনা। রামমণি দাসী নামে একজন মহিলাও এক শত টাকা দান করেন।

দশ জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে কিছু বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য মতিলাল শীল মহাশয় উক্ত সাধারণ সভাতেই ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজেই সত্বর একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, এবং এতদর্থে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন।* পরবর্ত্তী ২রা জুন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও যে দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই বিদ্যালয়কে অভিনন্দিত করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঐ আষাঢ় সংখ্যাতেই লিখিলেন,—

"শীলবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয়। পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে গত ২১ জ্যৈষ্ঠ [২ জুন] সোমবারে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল শিমুলিয়াতে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে সহস্র বালক অধ্যয়ন করিবেক। শীলবাবুকে এবিষয়ে অত্যন্ত ধন্যবাদ করিতে হয়। সাধারণের আনুকূল্যদ্বারা হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয় স্থাপনের বিলম্ব আছে, এজন্য তিনি স্বীয় উদ্যোগে

* Quoted from *The Englishman* of May 27, 1845 by *The Friend of India* for May 29, 1845.

স্বীয় ব্যয় দ্বারা উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এমত নিঃস্বার্থ বিষযে এমত দাতব্যতা এদেশ মধ্যে অতি অল্প দৃষ্ট হইয়াছে। প্রতি মাসে প্রায় সহস্র মুদ্রা দান।

" এই কলিকাতা মধ্যে ন্যূনাধিক দুই সহস্র বালক বেতন প্রদান দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিতে অসমর্থ। মতিবাবু একাকী তোমাবদিগের অর্দ্ধেক ভার মোচন করিয়াছেন, ।"

এখন, প্রস্তাবিত হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের কথা। সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর মাসখানেকের মধ্যেই প্রতিশ্রুত অর্থের মধ্যে ২৫৭৫২৲ টাকা সংগৃহীত হইল।* এই আন্দোলনের তরঙ্গ মফস্বলেও গিয়া পৌছিল। মেদিনীপুরবাসীরা কলিকাতার এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে ৯ আষাঢ় রবিবার এক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করেন এবং এই সভাতেই ১০৫৪৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অর্থাদি যাহাতে শীঘ্র সংগৃহীত হয়, সে জন্য সেখানে একটি অধ্যক্ষ-সভাও গঠিত হইল। ইহার সম্পাদক হইলেন হিন্দুকলেজের সুপ্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র ও মেদিনীপুরের তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শিবচন্দ্র দেব।† কলিকাতায়ও মধ্যে মধ্যে এতদর্থে অধ্যক্ষ-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে সভাপতি রাধাকান্ত ও সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একাধিক পত্রের আদান প্রদান হয়।‡ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব দেখিয়া স্পষ্টভাষী 'সম্বাদভাস্কর' ইহার উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিতেও ছাড়েন নাই। যাহা হউক, প্রায় এক বৎসর উদ্যোগ আযোজনের পর ১৮৪৬, ১ মার্চ্চ তারিখে চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। "Hindu Charitable Institution"—এই ইংরেজী নামেও ইহা তদবধি পরিচিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (৫ মার্চ্চ ১৮৪৬) নিম্নরূপ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটির মধ্যেও কিঞ্চিৎ শ্লেষ রহিয়াছে,—

"The Hindoo Charitable Institution, which was set on foot with the view of emptying the Missionary Seminaries, after ten months of gestation, happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March. During this long period of talk and inaction, the Missionary Seminary has been revived, and now includes 800 scholars A number of respectable natives assembled last Sunday; Baboo Asootosh Dey was called to the chair Baboo Debendranauth Tagore stated that the object of the Institution was to give the benefits of a sound and liberal education to the natives which might benefit them in after life The Missionary institutions he observed, have in view the object exclusively of conversion to Christianity, and do not contribute to the beneficial end which the meeting aimed at Baboo Okhoy Koomar Dutt offered an excuse for the small subscription of forty thousand Rupees made to this object He did not remember to say that a sum of Three Lakhs was promised on the first outbreak of opposition, and that the rich Hindoos of Calcutta, since this plan was proposed have spent twice Three Lakhs in poojahs and festivities "§

ইহার এক মাস পরে ৭ এপ্রিল ১৮৪৬ সংখ্যার 'সম্বাদভাস্কর' এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিলেন,—

"হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়।—বাবু রাধাকৃষ্ণ বশাখের যে বৈঠকখানাতে জালরাজার বাসা ছিল ঐ বৈঠকখানা আপাতত হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয় হইয়াছে, তথায় ৫৫০ বালক বিদ্যাশিক্ষা করেন, সম্প্রতি

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১ শ্রাবণ ১৭৬৭ শক। পৃঃ ২০২। † ঐ। পৃঃ ২০১।

‡ *The Calcutta Municipal Gazette* for 12th September, 1942, p. 523

§ *Weekly Epitome of News* March 3.

ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানার্থ এতদ্দেশীয় পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং দুই জন পণ্ডিত বঙ্গ ভাষা শিক্ষাদান করেন, শুনিলাম শিক্ষকেরা উত্তম রূপে পরিশ্রম করিতেছেন, এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু হরিমোহন সেন, প্রায় সর্ব্বদা বিদ্যাগারে গিয়া শিক্ষাদানের অনুসন্ধান করেন, ইহাতে সুরব হইয়াছে —শিক্ষা ভাল হইতেছে, অতএব আমরা ভরসা করি যাহাতে এই সুরব চিরকাল থাকে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ রূপে তাঁহার চেষ্টা করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইলেন, তাঁহার বেতন হইল ষাট টাকা। তিনি তখন যুবক। তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম সিনিয়র বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৫ সালে কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া বাহির হন। রাজনারায়ণ বসুও এই বৎসর উক্ত কলেজের পাঠ সমাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের দুই জন ভিজিটর বা পরিদর্শকও নিযুক্ত হইলেন যথাক্রমে স্বনামধন্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূদেববাবু এক বৎসরের কিছু অধিককাল এখানে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে আরও দুই জনের নাম পাওয়া যায়—বৃন্দাবনচন্দ্র বসু এবং তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইহার পরিচালনা সম্পর্কে মতান্তর হওয়ায় এই তিন জনই একই সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। রাজনারায়ণ বসুর সমকালে ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী নামক এক ব্যক্তিও ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহাদের মতান্তর ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।*

ভূদেব বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিবার পরও দুই বৎসর যাবৎ ইহার কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সালের জানুয়ারিতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হইলে ইহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের নামে এই ব্যাঙ্কে ইহার যাবতীয় অর্থ গচ্ছিত ছিল। ব্যাঙ্ক পতনের পর ইহা ফিরিয়া পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িল। ও দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হওয়ায় বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি তো তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা একেবারে তুলিয়াই দিয়াছিলেন। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ও এই সব বিপদের মধ্যে পড়ায়, পরবর্ত্তী কালের লেখকগণ ধরিয়াই লইয়াছিলেন এবং পুস্তকাদিতে লিখিয়াছিলেন যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনে ইহার যাবতীয় অর্থ বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠিয়া যায়। ইহা কিন্তু ভুল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের পরও কয়েক বৎসর বিদ্যালয়টি যে চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উক্ত ব্যাঙ্কে ইহার কত টাকা গচ্ছিত ছিল এবং কতই বা নষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদও দেখা যাইতেছে, ইহার মূলধন ত্রিশ হাজার টাকা রহিয়াছে। তবে যেরূপ সাড়ম্বরে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার সামান্য মাত্র তখন অবশিষ্ট ছিল। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এরূপ আড়ম্বরে আরব্ধ বিদ্যালয়টির তৎকালীন হীন দশা দেখিয়া বিশেষ

* ভূদেব-চরিত, প্রথম ভাগ। পৃ. ১১৯-২১।

ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দের অমনোযোগেরও বিশেষ নিন্দাবাদ করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লেখেন, তাহার অনুবাদ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৫১ দিবসের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত হয়। মূল প্রস্তাব হস্তগত না হওয়ায় ইহার অনুবাদই এখানে দিতে হইল।

"*The Hindu Charitable Institution*—When our countrymen with a show of unanimity and national spirit got up a charitable institution for the express purpose of affording means of English education to the children of indigent and helpless Hindus, in order to deliver them from the necessity of sending them to the Missionary schools, it raised in us a thrilling hope that it would be an efficient means of imparting English education to hundreds of boys without their incurring the risk of a loss of caste and religion inasmuch as we were assured that in the existence of an English school under Hindu management pauper Hindus but of respectability will no longer look to the Missionary schools as the only means for the education of their children And these we concluded as a matter of course will gradually decline and so will the propagators of the Gospel be deprived of one of the most powerful agencies of conversion But from what we see of the state of the Hindu School at present we have not the remotest hope of its efficiency as to the purpose for which it was established It is in existence but in name its only resource is a paltry sum of thirty thousand rupees which yields a monthly interest of one hundred and thirty rupees This sum barely suffices to entertain a few native masters and to educate a handful of pupils Ever since its institution it was never subjected to a general examination or the pupils rewarded publicly hence in its present state the little good that it is capable of doing is lost for want of proper care and superintendence"

ইহার পরেও বিদ্যালয়টি কয়েক বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, ১৮৬০-৬১ সালের শিক্ষা বিষয়ক সরকারী বিবরণে (Appendix A, p. 84) দেখিতেছি, ১৮৬০, ডিসেম্বর মাসে গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিন্দু চেরিটেব্‌ল্‌ ইনষ্টিটিউশন হইতে এক জন ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত পাণিহাটিস্থ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের কথাও এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়টির সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি, কি মার্চ্চ মাসে। প্রতিষ্ঠার এগার মাস পরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার একটি বিবরণ 'সম্বাদ ভাস্করে' (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯) একখানি প্রেরিত পত্রের মধ্যে পাইয়াছি। এই বিবরণে দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মতৎপরতা লক্ষণীয়। উহাতে আছে,—

"গত ২৭ জানুয়ারি বেলা দুই ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরি মহাশয়ের পানিহাটীস্থ নূতন উদ্যানের অট্টালিকাতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রথম সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আত্মীয়বর্গ ও বিদ্যালয় হিতৈষী বহু ভদ্রব্যক্তি এবং কলিকাতাস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত মহাশয় এবং অন্যূন চত্বারিংশৎ সংখ্যক মান্য ইংরাজ ও বিবি লোকের সমাগম হয়···বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি মহাশয়েরা সকল শ্রেণীর বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন সকলের আশু উত্তর পাইয়া পরম সন্তোষের সহিত ছাত্রগণের এবং তাহারদিগের শিক্ষকদিগের প্রচুর প্রশংসা করিলেন···তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল শ্রেণীর যোগ্য পাত্র ছাত্রগণকে বহুমূল্য অনেক পুস্তক প্রদান করেন উক্ত বিদ্যালয়ে শতাধিক ছাত্র পাঠ করিতেছেন তন্মধ্যে ৩৪ জন ছাত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন একাদশ মাস হইল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বাবু জগচ্চন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয়ের প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রমাদির বিশেষ ধন্যবাদ

পূর্ব্বক পানিহাটীস্থ ও তন্নিকটস্থ ভদ্রলোক সকল যাহারা ঐ পরীক্ষোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতি উৎসাহ পূর্ব্বক সযত্ন হইতে কহিলেন এবং ছাত্রদিগকে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়া সুচারুরূপে বক্তৃতা দিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।"

আরম্ভেই বলিয়াছি, হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় একটি ব্যাপক আন্দোলনেরই প্রতীক। বিদ্যালয় হিসাবে কলিকাতার মূল-প্রতিষ্ঠানটি সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ না হইলেও, হিন্দুসমাজ ইহা দ্বারা আত্মস্থ হইতে যে শিক্ষালাভ করেন, তাহা অতুলনীয়। ইহার ফলেই সর্ব্বত্র খ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। হিন্দু নেতৃবর্গ সমাজের অন্তর্নিহিত দোষত্রুটি ক্ষালনেও বিশেষ অবহিত হইলেন। ১৮৫১ সালে যবন(এ স্থলে খ্রীষ্টান)-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদের স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। এই জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহার শীর্ষে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির গৃহে ২৫শে মে ১৮৫১ তারিখে বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের পক্ষে যে বিরাট্ হিন্দুসভার আয়োজন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভার মূল প্রস্তাবে ধার্য্য হয় যে, ধর্ম্মচ্যুত হিন্দুরা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিঘ্নে স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। তাঁহারা যাহাতে জাতিচ্যুত বলিয়া সমাজে গণ্য না হন, এজন্য বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এক শত জন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত "পতিতোদ্ধার-বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা" নামে একখানা পাতিও প্রচারিত হয় (১৭৭৫ শক)। উক্ত প্রারম্ভিক সভা অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই, ৫ই জুন ১৮৫১ তারিখে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রস্তাব লেখেন। তাহাতে তিনিও কিন্তু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সভা-অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ("·· constitute one of the most important events that has occurred in India in the present century")। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের মধ্যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ১০৬) এই বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিতে গিয়া সত্যই বলিয়াছেন,—"সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরীদের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

হিন্দুকলেজ ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ বনাম সরকারী শিক্ষা-কমিটি (Council of Education) ও শিক্ষা-নীতি

হিন্দুকলেজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগ পৈতৃক। পিতা দ্বারকানাথ ইংরেজী ১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৪৬ সালে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রামকমল সেনের মৃত্যুতে কলেজের অধ্যক্ষ-সভার দুইটি সদস্য-পদ শূন্য হয়। এই শূন্য পদে যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আশুতোষ দেব সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এই বিষয়, ১৮৪৭-৪৮ সালের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (পৃ. ৩৪) নিম্নোক্তরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"Baboos Debendranath Tagore and Ashutosh Dey, have also been elected Members

of the Committee, in succession to Baboos Dwarkanauth Tagore and Ram Comul Sen deceased."

১৮৫৪, ১০ই মে হিন্দুকলেজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তখন কলেজের স্কুল-বিভাগ হিন্দু স্কুল এবং কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ শেষ দিন পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন।

১৮৪০-৪১ সালে গবর্ণমেন্ট হিন্দুকলেজ ও শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সরকারী শিক্ষা-কমিটির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া দেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু-কলেজ পরিচালনায় সরকারী কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ যত দিন সদস্য বা অধ্যক্ষ ছিলেন, তত দিন শিক্ষা-কমিটি ও কলেজের অধ্যক্ষ-সভা উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে বিরোধ ও মনকষাকষি লাগিয়াই ছিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, খ্রীষ্টান মিশনরী ও হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৪৮ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র বিভাগের অষ্টম শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে স্বভাবতঃই হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ কলেজের অধ্যক্ষ-সভাও ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন এবং যাহাতে কৈলাসচন্দ্রকে শিক্ষকতা-কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হয়, সেই মর্ম্মে শিক্ষা-কমিটির নিকট দাবি করিলেন। শিক্ষা কমিটি প্রথমে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল।

ইহার পর বৎসরই (১৮৪৯) এইরূপ আর একটি ব্যাপার ঘটে। এবারে স্বয়ং দেবেন্দ্র-নাথ পত্র দ্বারা কলেজ-সম্পাদক রসময় দত্তকে জানাইলেন যে, গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মূল নিয়মানুসারে কোন খ্রীষ্টান ছাত্রকে যে কলেজে রাখা চলিতে পারে না, সম্পাদক একটি সার্কুলার দ্বারা অধ্যক্ষ-সভার ভারতীয় ও ইউরোপীয় সকল সদস্যেরই সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গুরুচরণ সিংহ কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, কিন্তু এবিষয় লইয়া শিক্ষা-কমিটি ও অধ্যক্ষ-সভা উভয়েরই সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন এবং অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম প্রাচীন সভ্য রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। শেষ পর্য্যন্ত রাধাকান্ত দেব বিরক্ত হইয়া অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগ করিলেন (জুন ১৮৫০)।

শিক্ষা-কমিটি ও কলেজের অধ্যক্ষ-সভা তথা, হিন্দুসমাজের মধ্যে এইরূপ আর একবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় ১৮৫২ সালের শেষ ভাগে ও ১৮৫৩ সালের প্রথমে। এই সময় কলেজে হীরাবুলবুলনাম্নী একজন পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে ভর্ত্তি করা হয়। ইহাতে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাহাদের পক্ষে অধ্যক্ষ-সভাও ইহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তখন সরকারী শিক্ষা-কমিটিই হিন্দুকলেজের সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে-ছিলেন। তাঁহারা এ আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ১৮৫৩, ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু-কলেজের অধ্যক্ষ-সভার অধিকাংশ ভারতীয় সদস্যকে যখন এই নূতন কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত হইতে দেখি, তখন উভয়ের মধ্যে আন্দোলন কিরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। রাধাকান্ত দেব ইহার পূর্ব্বেই হিন্দুকলেজের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। তিনি নূতন কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হইলেন। পক্ষান্তরে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেবপ্রমুখ নেতৃবর্গ হিন্দুকলেজ-কমিটির সদস্য থাকা সত্ত্বেও এই কলেজেরও অধ্যক্ষ-সভায় আসন গ্রহণ করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠায় ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমি এবং মতিলাল শীলের শীল্‌স্ ফ্রি কলেজ, সমুদয় ছাত্র ও সরঞ্জাম সহ এই প্রচেষ্টায় যোগদান করায় অতি সত্বর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কার্য্য আরম্ভ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া এই কলেজে যোগ দিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, শিক্ষা-কমিটি প্রথমে নিজমতে দৃঢ় থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের ঐকমত্যকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার সপ্তাহ কাল মধ্যেই তাঁহারা কলেজের ছাত্রদের নিকট ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা কলেজের রেজিষ্টার হইতে হীরার পুত্রের নাম কাটিয়া দিয়াছেন! এই সংবাদটির উপর সে যুগের বিখ্যাত *The Hindu Intelligencer* (৯ই মে ১৮৫৩) এইরূপ মন্তব্য করেন,—

"We hear from a source, which may be relied upon, that the authorities of the Hindu College have at last struck off the name of Heera-Bulbul's son from the register of the institution, and announced the circumstance to the rest of the pupils to prevent their going away. If this be the fact, as we have reason to believe it is, we should say the expulsion of the lad, whose admission justly gave so much offence to the native community, and was so long unjustly upheld by the Council of Education, and the *Soi disant* friends of public instruction, is too late, and only serves to show that nothing short of such a demonstration of native feeling as was evinced the other day on the occasion of the opening of the Hindu Metropolitan College, could awake the educational Beard to a proper sense of the justice or even the expediency of the measure."

সরকারী শিক্ষা-নীতি, তথা হিন্দুকলেজ পরিচালনা সম্পর্কে যখনই জনস্বার্থ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, তখনই দেবেন্দ্রনাথ সকল শক্তি দিয়া তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি যে কখনও সরকারের বা শিক্ষা-কমিটির সহযোগিতা করেন নাই, এমন নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান, একথা শিক্ষিত-সমাজে সকলেই অবগত ছিলেন। শিক্ষা-কমিটি ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার ভার যাঁহাদের উপর দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। রাধাকান্ত দেব ও পণ্ডিত বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় এ বৎসর দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন।

সরকারের অন্য কোন কোন শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান-রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইংরেজী

শিক্ষার উপরই স্কুল-কলেজসমূহে বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছিল। ফলে বাংলা পাঠশালা ও বাংলা শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। শিক্ষা-নীতির এই ত্রুটি কিয়দংশে দূর করিবার জন্য ১৮৪৪, ১৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৮) সমগ্র বঙ্গে (তখন বিহার, উড়িষ্যাও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল) এক শত একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। বাংলা অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি হার্ডিঞ্জ সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সরকারী শিক্ষা-কমিটির ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের দিকে স্বভাবতঃই বেশী ঝোঁক হয়, এবং তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই কারণে হার্ডিঞ্জ মহোদয় শিক্ষা-কমিটির উপরে এই বিদ্যালয়গুলির পরিচালন-ভার না দিয়া সরকারের খাস অধীন রাজস্ব-বিভাগের (তখন Suder Dewany Board of Revenue নামে খ্যাত ছিল) উপরই ইহা অর্পণ করেন। প্রত্যেক জেলার কলেক্টরের উপর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়। বৎসরখানেকের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা শিক্ষা ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের আত্যন্তিক অনুরাগ ও তদনুযায়ী কার্য্যের কথা আগেই বলিয়াছি। ত্রিপুরা জেলায় তাঁহার জমিদারি ছিল। এই জমিদারির অন্তর্গত বরকামতা (না, বরকান্তা ?) নামক স্থানে তিনি নিজ ব্যয়ে এইরূপ একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজস্ববিভাগ-প্রদত্ত এই বিদ্যালয়গুলির বিবরণ শিক্ষা-কমিটির রিপোর্টে একসঙ্গে প্রকাশিত হইত। ইহার ১৮৪৭-৮ সালের রিপোর্টে এই বিদ্যালয়সম্পৃক্ত বিবরণে (পৃঃ ১৬২-১৮৭) দেবেন্দ্রনাথের কৃত কর্ম্মের এইরূপ উল্লেখ পাই,—

"Burkumpta (Tipperah District) The Collector speaks well of this school, but I fear it must shortly be closed It is situated in a valuable pergunnah, the property of Baboo Debendernath Tagore, who erected the school house The whole pergunnah is now leased to Mr. Delaney, who positively refuses to afford any assistance to the school Sufficient for the repairs this year was obtained from Debendernath Tagore, but it cannot be expected that he will now continue his support."

অপরাপর শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টা

স্ত্রীশিক্ষা

দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে প্রসার লাভ করে, সে বিষয়ে বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকন্যাগণ শিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। ১৮৫১ সালে তিনি বীটন (বেথুন) সাহেবকে যে সৌহার্দ্দপূর্ণ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি স্ত্রীশিক্ষার পূর্ণ সমর্থন করিলেন বটে, তবে প্রথমে নবশাখ-কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া তাহাদের দ্বারাই উচ্চ শ্রেণীর কন্যাদের মধ্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।* কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি নিজ কন্যা সৌদামিনী

* *Vide The Modern Review* for June, 1942, pp. 567-8.

দেবীকে বীটন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে (২৫ আষাঢ় ১৭৭০ শক) রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে এক স্থলে আছে,—"আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"*

বীটন সোসাইটি

বীটন সাহেবের মৃত্যুর (১২ আগষ্ট ১৮৫১) পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে আয়োজন হয়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইহার মাত্র চারি মাস পরে ডাঃ জে. এফ. মৌএট ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর মেডিক্যাল কলেজের বক্তৃতাগৃহে একটি সভা আহ্বান করেন। এখানে ধর্ম্ম ও রাজনীতি ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক অন্যান্য যাবতীয় বিষয় আলোচনার জন্য একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও স্থির হয় যে, বীটন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ ইহার নাম হইবে বীটন সোসাইটি। ইহা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক আলোচনায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ স্প্রেঙ্গার, পাদ্রী লঙ্ প্রভৃতি ছিলেন। আলোচনাদির পর মূল উদ্দেশ্য একটি প্রস্তাবের আকারে নিম্নরূপ গ্রথিত হয়,— "A Society be established for the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science।" এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয় যে, এই সময় দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদকরূপে প্রত্যক্ষ ভাবেও রাজনীতি চর্চ্চা করিতেছিলেন। বীটন সোসাইটির মূল সভ্যগণের নামোল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইঁহারা ছিলেন,—জে. এফ মৌএট, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জে. লঙ্, জি. টি. মার্শাল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ স্প্রেঙ্গার, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী, এল্. চ্যাট, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীমোহন সরকার,. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিকলাল সেন, প্রসন্নকুমার মিত্র, গোপালচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ডাঃ মৌএট হইলেন সোসাইটির সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক।

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি

১৮৫৪, ১৫ই ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরস্থ ভবনে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমাবধি এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রথম দিনের সভাতেই কয়েকটি প্রস্তাবের আকারে ইহার উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু- বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, বাল্যবিবাহ-বর্জ্জন এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করা সুহৃদ্ সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইল। সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং 'হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন,' এবং 'নগরের উপকণ্ঠে অথবা

* পত্রাবলী। পৃঃ ৪০।

ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা'র জন্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সভার সভ্যদের মধ্যে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষাকল্পে সমিতির আনুকূল্যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরস্থ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।*

হেয়ার মেমোরিয়্যাল কমিটি ও হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড

হেয়ার স্মৃতি সমিতি এবং ইহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগও স্মরণীয়। ডেভিড হেয়ার ১৮৪২, ১লা জুন পরলোকগমন করেন। প্রতি বৎসর ১লা জুন দিবসে তাঁহার মৃত্যু-স্মৃতি-বার্ষিকী যাহাতে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়, সে উদ্দেশ্যে ১৮৪৩, জুন মাসে হেয়ার স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয় এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহার সম্পাদক হন। দ্বিতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী সভায় (১লা জুন, ১৮৪৪) পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে স্থির হয় যে, প্রতি বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাংলা রচনা পুরস্কৃত করিবার জন্য 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' নামে একটি ভাণ্ডার খোলা হইবে। এই সভায় আরও ধার্য্য হয়, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে পুরস্কার প্রদান আরম্ভ হইবে। পর বৎসর ১৮৪৫, ১৪ই এপ্রিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে চাঁদাদাতাদের একটি সাধারণ সভা হয়। এই সভায় সংগৃহীত অর্থের ট্রষ্টী বা ন্যাসরক্ষকও নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিখ্যাত 'রাসেলাস'-প্রণেতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন "ভারতীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা" এবং কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "শরীর সাধনী বিদ্যা" শীর্ষক উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য হেয়ার-পুরস্কার পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৮, ১লা জুন অনুষ্ঠিত হেয়ার-স্মৃতি সভাতে সভাপতিত্ব করেন। এ বারে রাজনারায়ণ বসু বাংলা ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য অধিকতর সুসিদ্ধ করিবার জন্য হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটি ১৮৬৪ সালে পারিতোষিক-প্রদান রীতি পরিবর্ত্তন করেন। এই বৎসর ২০শে অক্টোবর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে চাঁদাদাতাদিগের একটি বিশেষ সভা হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, অতঃপর এই ভাণ্ডার হইতে পারিতোষিক প্রদানের পরিবর্ত্তে স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও মুদ্রণের ব্যয় প্রদান করা হইবে। এ সম্বন্ধে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (মাঘ, ১২৭২) এইরূপ লেখেন,—

"নূতন সংবাদ। আমরা ১২ সংখ্যক পত্রিকায় পরিচালকগণের গোচর করিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের পুরস্কার দিবার জন্য 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' অর্থাৎ সুবিখ্যাত হেয়ার সাহেবের নামে যে অর্থ সঞ্চিত আছে, তদ্দ্বারা অভীষ্ট কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত না হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে ঐ টাকা নিয়োগ করিবার নিমিত্ত একটি সভা হইবে।

"সভাতে তাহাই ধার্য্য হইয়াছে। যিনি তাদৃশ গ্রন্থ রচনা করিয়া উল্লিখিত সভাতে অর্পণ করিবেন, পুস্তক সভার মনোনীত হইলে তাহার টাইটেল পেজ অর্থাৎ উপাধি পত্রে হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড এসেজ' এই বাক্যটি লেখা হইবে, কিন্তু পুস্তকের স্বত্বাধিকার গ্রন্থকর্ত্তার থাকিবে।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া পুস্তক-পরীক্ষক কমিটি গঠিত হইল। কমিটির সম্পাদক হইলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৬৭ সালে রামগোপাল ঘোষ অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে শিবচন্দ্র দেব কমিটির অন্যতম সভ্য হন। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের উপরই কোষাধ্যক্ষের কর্ম্মভারও অর্পিত হইল।*

---

* কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। পৃ. ৯৯-১১১ দ্রষ্টব্য।

† A Biographical Sketch of David Hare. By Peary Chand Mitra 1877. পৃঃ ১০৮

জনশিক্ষা

আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। জনশিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার প্রতিই দেবেন্দ্রনাথের বরাবর ঝোঁক ছিল, এবং আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নিজ শক্তি যথাযথ প্রয়োগ করিতে প্রতিনিয়ত তৎপর ছিলেন। সরকারের শিক্ষা-নীতির ফলে বাংলা শিক্ষা, তথা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ১৮৫৪ সালে বিলাত হইতে এই মর্ম্মে একটি শিক্ষাবিষয়ক ডেস্‌প্যাচ বা নির্দ্দেশ আসে যে, ইংরেজী শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন এবং স্থানীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা দানের উপায় করিতে হইবে। ইহার ফলেই বাংলা-সরকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া স্থানে স্থানে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করান। বলা বাহুল্য, হার্ডিঞ্জ সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয়গুলি ইহার আগেই প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু জনশিক্ষা ইহাতেও তেমন ব্যাপকতর হইল না। ইহা দৃষ্টে পুনরায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার জনশিক্ষা ব্যাপকতর করার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৫৯ ১৭ই মে প্রদত্ত ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে বঙ্গের ছোট লাট জন পিটার গ্রাণ্ট, শিক্ষা-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী ছাড়াও, কয়েক জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বিদ্যোৎসাহী বে-সরকারী ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের জনশিক্ষা, তথা বাংলা শিক্ষার বহুল প্রচারের উপায় সম্পর্কে মতামত আহ্বান করেন। বে-সরকারী ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন—রাজা রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার, শিবচন্দ্র দেব, মুন্সী আমীর আলী প্রভৃতি। দেবেন্দ্রনাথ ৮ই আগষ্ট (১৮৫৯) সরকারের নিকট লিখিত ইংরেজী পত্রে জনশিক্ষা, তথা বাংলা-শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা নানা দিক্ হইতেই স্মরণীয়। তিনি লিখিলেন যে, পূর্ব্বে জনশিক্ষা প্রচারকল্পে কলিকাতার স্কুল সোসাইটি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পাঠশালাসমূহে ব্যবহারোপযোগী স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক যেরূপ পাঠ্য পুস্তক রচিত হইয়াছিল, সমগ্র দেশে স্বল্পব্যয়ে জনশিক্ষা ব্যাপকতর করিতে হইলে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে তৎকালীন পাঠশালাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে জনশিক্ষা ব্যাপকতর করা সহজসাধ্য হইবে। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সময়োপযোগী বাংলা পাঠ্য-পুস্তক রচনার কথাও লেখেন,—

"Reading, Writing and Correct Spelling. Elements of Arithmetic and of Mensuration as a branch of Arithmetic Rudiments of Account keeping agricultural and mercantile. First principles of Science connected with agriculture. Outlines of law of weights and persons and of real property in this country. Elements of Geography and History. Lessons in practical morality."

পত্রোক্ত একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি সাধারণ পাঠশালাসমূহে কোন বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষার বিরুদ্ধেই ইহাতে মত প্রকাশ করেন। তবে নীতি শিক্ষার উপরে তিনি বিশেষ জোর দেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে তিনি বলেন, পুরুষের অজ্ঞতাই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। পুরুষরা শিক্ষিত হইলে, নারীদের শিক্ষার কোন বাধা থাকিবে না। তাঁহার কথা কালে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। *

* Debendranath Tagore on Schools for the Masses. By Brajendra Nath Banerji. *Vide The Modern Review* for December, 1928, pp. 683-4.

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে

অষ্টম প্রকরণ। সরস্বতী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

ঋগ্‌বেদের সরস্বতী দুইটি। একটি মর্ত্যে, অপরটি স্বর্গে। মর্ত্যের সরস্বতী এক নদী। তাহাতে সরস্‌ জল আছে। এই হেতু নাম সরস্বতী। নদীপথের সাদৃশ্যে স্বর্গের জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী, দিব্য সরস্বতী। অন্ধকার রাত্রিতে তমোময় আকাশে যে দুগ্ধ-শুভ্র নদীপথ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম দিব্য-সরস্বতী। পুরাণে নাম মন্দাকিনী, স্বর্নদী, সুরগঙ্গা, আকাশ-গঙ্গা। কালিদাসে ছায়া-পথ। ছায়া শব্দের অর্থ দীপ্তি।

ঋগ্‌বেদে দুইটি দুইটি অনেক আছে। একটি মর্ত্যে, অপরটি স্বর্গে। স্বর্গেরটি অবশ্য জ্যোতির্ময়, নচেৎ দেখিতে পাওয়া যাইত না। আমরা জ্ঞাত দ্রব্যের রূপ গুণ কর্মের সাদৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞাত দ্রব্যের নাম করিয়া থাকি। মর্ত্যের নীল সমুদ্রের সাদৃশ্যে নীল নভোমণ্ডল সমুদ্র অর্ণব, মহার্ণব। তাহাকে তারা উত্তরণ করে। আকাশ তারাপথ। আকাশে তারা-সন্নিবেশ দেখিয়া ঋগ্‌বেদে সপ্তর্ষি নক্ষত্র নৌ (নৌকা) ও শকট, সংস্কৃত সাহিত্যে শিখণ্ডী (ময়ূর) ও শিবিকা। স্বর্গের সোম (চন্দ্র) পান করিয়া দেবতারা অমর। মর্ত্যের সোম (ওষধিবিশেষ) পান করিয়া আর্যেরা মনে করিতেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ হইবেন। মর্ত্যে সমুদ্র নদী পর্বত বৃক্ষ পশু পক্ষী সরীসৃপ রাক্ষস অসুর দাস বণিক্‌ কর্মকার চিকিৎসক বীব প্রভৃতি আছে। স্বর্গেও তেমন আছে। ভাষা হইতে উপমা ও রূপক ত্যাগ করা অসম্ভব। দ্ব্যর্থ ভাষা-প্রয়োগে বৈদিক কবি-ঋষিগণের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিতে হইবে। আধুনিক বেদবিদ্বানেরা বিভ্রান্ত হইয়াছেন, কোথায় কোন্‌ অর্থ উদ্দিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা সহজ বুদ্ধিতে আসে না, তাহা ঋষিগণের উক্তিতে আরোপ করিয়াছেন। ঋষিগণ নির্বোধ বালক কিম্বা উন্মত্ত ছিলেন না।

আমাদের দেশের কোন কোন আধুনিক ভাষ্য-কার কল্পনা ও ব্যাকরণের শক্তি দ্বারা বিপরীত পথে গমন করিয়াছেন। যে অর্থ সহজ বুদ্ধিতে আসে, যাহা প্রাকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কারে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, যজ্ঞ-ক্রিয়া, যজ্ঞের উপকরণ মানসিক হইয়া পড়িয়াছে। দিব্য-সরস্বতী কেমন করিয়া প্রজ্ঞা উদ্দীপন করেন, কি চিন্তাসূত্রে তিনি সুনৃতা বাগ্‌দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, তাহা আমাদের দুর্জ্ঞেয় হইতে পারে। কিন্তু ধ্যানের অবলম্বন অবশ্য ছিল। দিব্য-সরস্বতীর বাস্তবিক রূপ ছিল, আছে। বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

মর্ত্য সরস্বতী

বোধ হয় ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ প্রথমে সিন্ধুকে সরস্বতী বলিতেন। কারণ, সিন্ধু বৃহৎ নদী। তাহার তরঙ্গ প্রচণ্ড এবং তাহার তীরে আর্যগণ প্রথমে বাস করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদোক্ত সরস্বতীর সপ্ত ভগিনী আছে (৬।৬১।৯)। ঋগ্‌বেদে সিন্ধুকে লইয়া 'সপ্ত

সিন্ধবঃ' এইরূপ উক্তি আছে। কিন্তু সপ্ত আর্যদিগের প্রিয় সংখ্যা ছিল। উত্তরকালে আর্যেরা পঞ্চনদের পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া এক নদীর নাম সরস্বতী রাখিয়াছিলেন। এক স্থানে (৩।২৩।৪) আছে, ভরতবংশীয়েরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর তীরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আর এক স্থানে (৭।৯৫।২) আছে, "নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা, গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হইয়াছিলেন। ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করতঃ তিনি নহুষের জন্য ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।"

এই দুই ঋকের সরস্বতী সিন্ধু হইতে পারে না। কারণ, সরস্বতীর সহিত দৃষদ্বতীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশে ভরত-বংশীয়েরা বাস করিতেন। রাজা নহুষ দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের পূর্বপুরুষ। পুরাণোক্ত পুরুবংশাবলী দৃষ্টে এবং ভারতযুদ্ধকাল (খ্রী-পূ ১৪৫০) হইতে গণনা করিলে রাজা ভরত খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দে ছিলেন। মমতা-পুত্র দীর্ঘতমা ঋগ্‌বেদের এক বিখ্যাত ঋষি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, তিনি দুষ্মন্তপুত্র ভরতের ঐন্দ্রাভিষেক করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ঋগ্‌বেদ- ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ।

বহু কাল পূর্বে সরস্বতী রাজপুতানার মরুভূমির বালুকার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়াছে। মহাভারত গদাপর্বে বলদেব তীর্থযাত্রায় সরস্বতীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দূরদূরস্থিত জলাশয় দেখিয়াছিলেন। রুদ্ধ সরস্বতীর কোথাও কোথাও হ্রদ হইয়াছিল। সরস্বতী-গর্ভের কোথাও কোথাও লোকে কূপ খনন করিয়া জল সংগ্রহ করিত। জ্যোতিষিক গণনায় জানিতেছি, খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দে তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গ রচিত হইয়াছিল। প্রশ্ন এই, কত শত বৎসরে প্রবল বেগবতী সরস্বতী বালুকা দ্বারা আচ্ছন্ন ও লুপ্ত হইয়াছিল? একই কালে সমগ্র সরস্বতী বালুকাপূর্ণ হয় নাই। প্রথমে দক্ষিণ ভাগ হইয়াছিল। পরে পূর্বভাগ, আরও পরে উত্তরভাগ হইয়াছিল। কিন্তু বলদেব কোথাও দীর্ঘ জল দেখিতে পান নাই। তিনি পূর্ব ও উত্তর ভাগে 'বিনশন' তীর্থ পাইয়াছিলেন। সেখানেও সরস্বতী বিনষ্ট হইয়াছিল। সমুদায় সরস্বতী বিনষ্ট হইতে সহস্রাধিক বর্ষ লাগিয়া থাকিবে। তাহার পূর্বে ভরত-বংশীয়েরা সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন। মনুসংহিতায় 'বিনশন' স্থানের উল্লেখ আছে। এই সংহিতায় চতুর্দশ মনু নাই, সপ্তম মনু—বৈবস্বত মনু পর্যন্ত কালসংখ্যা আছে। সপ্তম মনুর প্রায় মধ্যভাগে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। অতএব মনে হয়, এই সংহিতা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। অতএব বিনশন খ্রীষ্টের দেড় হাজার বৎসরেরও পূর্বে ঘটিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

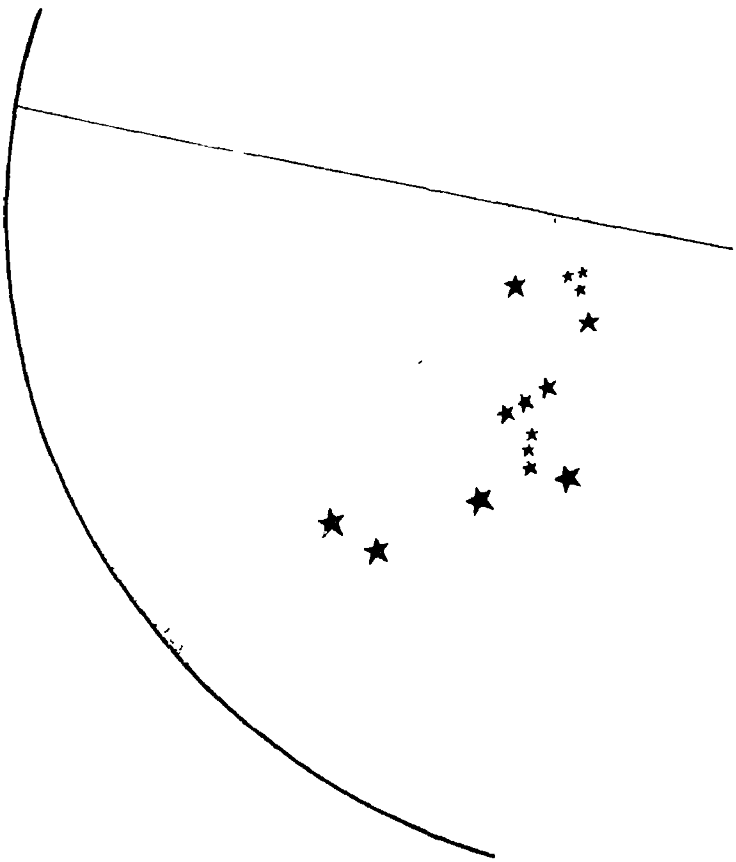
ঋষিগণ সরস্বতীকে এক গিরি হইতে নির্গত ও সমুদ্রে পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই গিরি হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সরস্বতী কোন্ সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পূর্বে পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের পঞ্জাবের ভূমির উচ্চতা চিন্তা করিতে হইবে। পঞ্জাবের উত্তর ভাগ এখন যত উচ্চ, তৎকালে তদপেক্ষা বহু উচ্চ ছিল। সিন্ধু-নদপথে আরব-সমুদ্র উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল। মোহন-জো-ডেরোর প্রাচীন অধিবাসীকে দ্রবীর জাতি বলা যাউক। তাহারা সিন্ধুনদের বিস্তীর্ণ খাড়ীর পশ্চিম তীরে বাস করিত। তাহাদের নগর লবণ-জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্লাবিত

হইয়াছিল। সেখানে ও তাহারও উত্তরে সিন্ধুর খাড়ী সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইত। এক কূল হইতে অপর কূল দেখিতে না পাইলে সমুদ্র। আমার অনুমানে, সরস্বতী এই খাড়ীতে পতিত হইত, এবং সেখান হইতে সরস্বতীর উভয় কূলে আর্য্যদিগের বাস ছিল। সরস্বতী হ্রস্ব গিরি-নদী ছিল না, ইহা ঋগ্‌বেদোক্ত বর্ণনা পড়িলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। দীর্ঘ না হইলে সরস্বতীর মাহাত্ম্য হইত না। বিশেষতঃ জলপ্লাবনে সূক্ষ্ম মৃত্তিকা সঞ্চয় দ্বারা তটভূমি উর্বরা হইত না। হ্রস্ব গিরি-নদীর বন্যা প্রবল হয়। তদ্দ্বারা মোটা বালি ও পাথর বাহিত হয়, উর্বরা মৃত্তিকা হয় না।

ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস সরস্বতীকে হ্রস্ব মনে করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদি সরস্বতী সমুদ্রে পতিত হইত, তাহা হইলে সমুদ্র নিকটে ছিল। অতএব রাজপুতানার মরুভূমি সমুদ্রগর্ভে ছিল (Rigvedic India)। কিন্তু সরস্বতী হ্রস্ব ছিল না। মোহন-জো-ডেরোর নিকটে সিন্ধুনদের খাড়ীতে পড়িয়াছিল। আমার এই অনুমানের কয়েকটি প্রধান হেতু দেখাইয়া ভারত-পুরাকৃতির অধ্যক্ষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি আমার হেতু স্বীকার কিম্বা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু জানাইয়াছেন, বহাবালপুর রাজ্যে প্রাচীন সরস্বতীর শুষ্ক খাতের উভয় কূলে লোকবসতির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। আর সে চিহ্ন সুবীর জাতির তুল্য প্রাচীন। অর্থাৎ খ্রী-পূ তিন হাজার অব্দকালে সিন্ধুনদের পূর্ব প্রদেশে এখন যেখানে বহাবালপুর রাজ্য, সেখানে লোকের বসতি ছিল, অর্থাৎ তখনও সরস্বতী স্রোতস্বতী ছিল। ঋগ্‌বেদের অন্তিম কালে ঋষিগণ মরু অবগত হইয়াছিলেন। আমার মতে খ্রী-পূ ৩৫০০—২৫০০ অব্দ ঋগ্‌বেদের অন্তিম কাল। ইহার পরে যজুর্বেদের কাল। সে কাল-নির্ণয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যজুর্বেদে পাইতেছি, তৎকালে যজুর্বেদের আর্যেরা মরুদেশে কিম্বা মরুদেশের উত্তর সীমান্তে বাস করিতেন। আর তৎকালে গোধূম ও মসূর গ্রাম্য শস্য হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ কিম্বা পঞ্জাব, এই দুই শস্যের জন্মস্থান নয়। এই দুই শস্য পশ্চিম দেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছে। পশ্চিম দেশে সুবীরজাতির আনা-গনা ছিল। সুবীরজাতি গোধূম চাষ করিত। সেখানে গোধূম পাওয়া গিয়াছে। এই কারণে মনে হয়, যজুর্বেদের আর্যেরা সুবীরজাতির নিকট হইতে গোধূম পাইয়াছিলেন, এবং সুবীরজাতি ঋগ্‌বেদের আর্যগণের নিকট পশুপতি রুদ্রের উপাসনা পাইয়াছিল। পশুপতি অল্প কালের নহেন, ঋগ্‌বেদে তাঁহাকে খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ কালে দেখিতে পাই, তিনি আর্যেতর জাতিরও নহেন। ঋগ্‌বেদের আর্যেরা শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন না। শিবলিঙ্গ-পূজকদিগকে ঘৃণা করিতেন। সুবীরজাতি শিবলিঙ্গ পূজা করিত। মোহন-জো-ডেরোতে শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, যজুর্বেদের আর্যেরা সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে বাস করিতেন। আর বোধ হয়, খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দেও সরস্বতীর স্রোত চলিত। ইহার পরে খ্রী-পূ ২০০০—১৫০০ অব্দে সরস্বতীর দক্ষিণভাগ বিনষ্ট হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিত মনে করেন, ঋগ্‌বেদের আর্যগণ সুবীরজাতির পরে পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সরস্বতীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। এই প্রদেশ গোধূমের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু ঋগ্‌বেদে অজ্ঞাত থাকিবার হেতু কি?

দিব্য সরস্বতী

ঋগ্‌বেদোক্ত সরস্বতী বুঝিতে হইলে সুরগঙ্গার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। সন্ধ্যার পরে না দেখিয়া উষার পূর্বে দেখিলে সুরগঙ্গার মহিমা অনুভূত হইবে। তখন চারি দিক্ নিস্তব্ধ থাকে। বায়ু নির্ম্মল। চিত্ত প্রশান্ত থাকে। কার্তিক মাসে রাত্রি তিন চারিটার সময় সুরগঙ্গা প্রায় মাথার উপরে দেখা যাইবে। দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র এক জ্যোতির্ময় বলয় নভোমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে। উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত না হইয়া মেরু হইতে ২৪° অংশ তির্যক্‌ভাবে আছে। বলয়ের পশ্চিম দিকে মাথার কিছু দক্ষিণে কালপুরুষ নক্ষত্র।



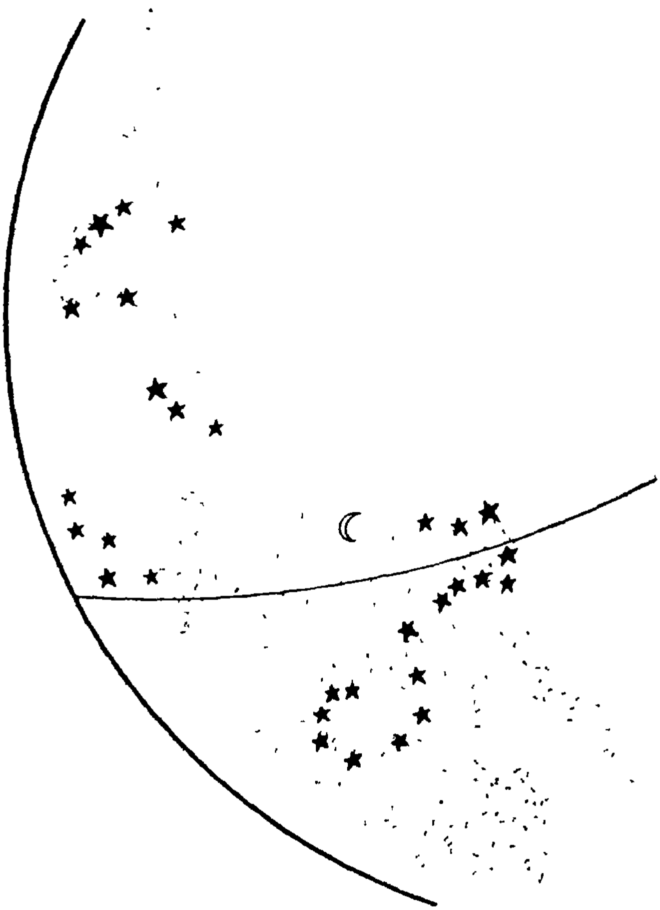
১ম চিত্র। শিবগঙ্গা। চিত্রের বামপার্শ্ব পূর্ব। সেখানে পূর্ব দিক্‌চক্র। কালপুরুষের মাথার উপর দিয়া রবিপথ ও চন্দ্রপথ।

(চিত্র তিনখানি এখানকার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রীসত্যরঞ্জন মণ্ডল লিখিয়া দিয়াছে।)

ইহার কিছু দক্ষিণে কিরাত বা মৃগব্যাধ তারা। অতিশয় উজ্জ্বল নীলাভ। রুদ্র প্রবন্ধে দেখা যাইবে, কালপুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা। রুদ্রের মাথার উপর দিয়া সুরগঙ্গা প্রবাহিত। সুরগঙ্গার এই অংশকে শিবগঙ্গা বলা যাইবে। বর্তমানে শ্রাবণ মাসে রাত্রি চারিটার সময়

পূর্বদিকে উঠিতে দেখা যায়। কিন্তু পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বৈশাখ মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে দেখা যাইত।

বৈশাখ মাসে রাত্রি চারিটার সময় সুরগঙ্গার অপর অর্ধাংশ তির্যক্ উত্তর দক্ষিণে দেখিতে পাওয়া যায়। মাথার উপর হইতে কিছু দক্ষিণে পাঁচ-ছয়টি তারায় মনুষ্য-কর্ণসদৃশ শ্রবণা নক্ষত্র। শ্রবণার অনেক দক্ষিণে বৃশ্চিক। শ্রবণা বিষ্ণু-নক্ষত্র। এই হেতু সুরগঙ্গার এই



২য় চিত্র। বিষ্ণুগঙ্গা। চিত্রের বামপার্শ্ব পূর্ব। সেখানে পূর্বদিক্‌চক্র। উত্তরে শ্রবণা। দক্ষিণে বৃশ্চিক। পূর্বে ধনু। রবিপথের উত্তরে চন্দ্রকলা।

অংশকে বিষ্ণুগঙ্গা বলা যাইবে। বর্তমানে ফাল্গুন মাসে রাত্রি চারি পাঁচটার সময় বিষ্ণুগঙ্গাকে পূর্বদিকে উঠিতে দেখা যায়। পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বে পৌষ মাসে অর্থাৎ শীতঋতুতে দেখা যাইত। যখন কালপুরুষ উঠিতে থাকে, তখন শ্রবণা ডুবিতে থাকে। তখন তাহাদের নিকটবর্তী গঙ্গা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু উত্তর দিকে দুই গঙ্গাকে যুক্ত দেখা যাইবে। সেই গঙ্গা পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। পুরাণে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।

তদনুসারে উত্তরদিক্‌স্থ গঙ্গাকে ব্রহ্মাগঙ্গা বলা যাইবে। দক্ষিণদিকে শিবগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গার যোগস্থান পাতাল। পঞ্জাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশ হইতে অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদিক্‌স্থ যোগস্থান যমগঙ্গা, পুরাণে নাম বৈতরণী।



৩য় চিত্র। যমগঙ্গা। চিত্রের বামপার্শ্ব পূর্ব। দক্ষিণ দিক্‌চক্রের দক্ষিণে পাতাল। বৃশ্চিকের দক্ষিণে সরমার দুই চক্ষু। পরে পশ্চিম দিকে দুইটি সারমেয়ের চারি চারি চক্ষু।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, ঋগ্‌বেদের কালে পাঁজি ছিল না। কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, অন্ততঃ এই তিন ঋতুজ্ঞান না হইলে জীবনযাত্রা দুর্ঘট ও কৃষিকর্ম অসম্ভব। দিনের পর দিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। মাসের পর মাস অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হইতেছে। দিন গণনা ও মাস গণনা অবশ্য ছিল। কিন্তু কবে বর্ষাঋতু পড়িবে, কবে হলকর্ষণ করিতে হইবে, কবে যব পাকিবে, এই এই দিন অনুমান করা যেমন তেমন কর্ম নয়। তখন প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠ অন্তরীক্ষ স্বর্গ নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিতে হইত। বৃষ্টি পড়িলেই বর্ষাকাল বুঝায় না। আর, বর্ষাঋতু পড়িবার পর বর্ষাঋতু পড়িয়াছে, তাহা জানিয়াও ফল নাই। কি লক্ষণ দ্বারা বুঝিব যে, বর্ষা ঋতু আসিতেছে, এক কি দুই অমাবস্যা পরে বর্ষা ঋতু আসিবে? উর্বশী প্রসঙ্গে কতকগুলি নৈসর্গিক লক্ষণ পাইয়াছি। দিব্য সরস্বতীর উদয় আর এক লক্ষণ।

পূর্ব আকাশে সরস্বতীকে উঠিতে দেখিলাম। দিন কয়েক কিম্বা এক মাস পরে বর্ষাকাল পড়িল। তখন বলিব, সরস্বতীই বর্ষাকাল আনিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে বর্ষা ঋতুর আগমনকাল জানাইয়াছেন। তিনিই জ্ঞানদাত্রী, বৃষ্টিদাত্রী, অন্নদাত্রী। এইরূপ মূল ভাব হইতে ঋগ্‌বেদের সরস্বতী কালক্রমে সুনৃতা ও বাগ্‌দেবী হইয়াছিলেন।

কিন্তু সরস্বতী ক্ষুদ্র নয়। একটি নক্ষত্র নয়। ইহার বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন কালে দৃষ্ট হয়, উষার পূর্বে যে স্থান দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যার পরে সে স্থান হয় না। অতএব সরস্বতী দ্বারা ঋতুজ্ঞান করিতে হইলে সরস্বতীর বিশেষ বিশেষ স্থানের উল্লেখ করিতে হইবে। উষার পূর্বে কি সন্ধ্যার পরে পূর্বদিকে উঠিতে দেখিতেছি, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিতে হইবে। অদ্য যে নক্ষত্রকে রাত্রি ৫ টার সময় উঠিতে দেখিলাম, কল্য ৪ মিনিট আগে উঠিতে দেখিব। এই ক্রমে প্রত্যহ ৪ মিনিট আগে আগে উঠিতে দেখিব। এক মাসে দুই ঘণ্টা আগে। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত দশ ঘণ্টা। অতএব পাঁচ মাস পরে সে নক্ষত্র সন্ধ্যা ৭টার সময় উঠিতে দেখা যাইবে। পাঁচ মাসে আড়াই ঋতু। অতএব একই নক্ষত্রের উষায় সন্ধ্যায় উদয় দেখিলে দুই প্রকার ঋতু অনুমিত হয়। সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব দিকে শিবগঙ্গা অগ্রহায়ণ মাসে ও বিষ্ণুগঙ্গা আষাঢ় মাসে, উত্তর দিকে ব্রহ্মাগঙ্গা অগ্রহায়ণ মাসে এবং দক্ষিণ দিকে যমগঙ্গা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষুববিন্দু পশ্চিম দিকে মৃদু গতিতে পিছাইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে ঋতুও পিছাইয়া আসিতেছে। নক্ষত্র যেখানে, সেখানেই আছে। তাহার নড়ন-চড়ন নাই। কিন্তু যে নক্ষত্র যে ঋতুতে দেখা যাইত, এখন সে নক্ষত্র, পরবর্তী ঋতুতে দেখা যাইতেছে। অতএব পূর্বকালে সে নক্ষত্র পূর্ববর্তী ঋতুতে দেখা যাইত। এখন কালপুরুষ নক্ষত্র শ্রাবণ মাসে উষার পূর্বে উঠিতেছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আষাঢ় মাসে, চারি হাজার বৎসর পূর্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বৈশাখ মাসে উঠিতে দেখা যাইত। অতএব যদি ঋগ্‌বেদে পাই, ঋষিগণ অমুক নক্ষত্র অমুক ঋতুতে উষাকালে কিম্বা সন্ধ্যাকালে উঠিতে দেখিয়াছেন, তাহা হইলে কত বৎসর পূর্বে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায়।

এক্ষণে ঋগ্‌বেদের সরস্বতীর বর্ণনা দেখি। সরস্বতী শুভ্রবর্ণা (৭।৯৬।২)। সরস্বতী দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা (৭।৯৬।১)। সরস্বতী দ্যুতিমতী অন্নসমৃদ্ধিদাত্রী। তিনি পুত্র দান করেন, সোম পান করেন (২।৪১।১৭)। সরস্বতী পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশ নিজ দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন (৬।৬১।১১)। ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই বর্ণনা দিব্য-সরস্বতীর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। মর্ত্যের সরস্বতী শুভ্রা দ্যুতিমতী নয়, স্বর্গকে নিজ দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করে না। এক ঋষি বলিতেছেন, দেবী সরস্বতী স্বর্গ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জল-বর্ষণ করিয়া ও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া এই সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন (৫।৪৩।১১)। এখানে দেখা যাইতেছে, সরস্বতী স্বর্গে থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা বর্ষা ঋতু অনুমিত হইত। এ বিষয়ে আরও অনেক উল্লেখ আছে। পরে লিখিতেছি।

গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর সরস্বতী

সরস্বতীর দ্বারা ঋতুজ্ঞান হইত। কিন্তু ঋষিগণ রাত্রির প্রথম ভাগে, কি শেষ ভাগে মাথার উপরে, কি পূর্বদিকে, কি পশ্চিম দিকে দেখিতেন, তাহা না জানিলে ঋতু নির্দিষ্ট হইতে পারে না। সাধারণতঃ পূর্বদিকে উষার পূর্বে দেবগণের উদয়-দর্শন বিহিত ছিল। সন্ধ্যার পরেও দেখা হইত, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে যজ্ঞ হইত। দেখিতেছি, উষার পূর্বে সরস্বতী-দর্শন বিহিত ছিল। এক স্থানে (৬।৫২) উষার সহিত সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছে। তখন নদীসকল বর্ধিত হইয়াছে। মর্ত্য সরস্বতী স্ফীত হইয়াছে। সরস্বতীকে জলবর্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। (৫।৪৩।১১)। এখানে দুইটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। ঋষিগণ বর্ষাঋতুর পূর্বে উষার সহিত সরস্বতী দেখিতেছেন। তাঁহারা শিবগঙ্গা না বিষ্ণুগঙ্গা, সরস্বতীর কোন্ ভাগ দেখিতেছেন? সে ভাগ শিবগঙ্গা ব্যতীত বিষ্ণু-গঙ্গা হইতে পারে না। কারণ, বর্তমানে শ্রাবণ মাসে দেখি, পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীষ্ম ঋতুতে দেখা যাইত।

গ্রীষ্ম ঋতুতে ঝঞ্ঝাবাত হইয়া থাকে। মরুৎগণ ঝঞ্ঝাবাতের দেবতা। ঋগ্‌বেদে মরুৎগণ সরস্বতীর সখা (৭।৯৬।২)। "হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। মরুৎগণের সহিত একত্রিত হইয়া শত্রুদিগকে জয় কর" (২।৩০।৮)। "বিদ্যুৎরথযুক্ত আয়ুধবান্ দীপ্তিমান্ সতত গমনশীল ও যজ্ঞার্হ মরুৎগণ ও সরস্বতী আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন" (৩।৫৪।১৩)। মরুৎগণের সহিত সরস্বতীর সম্বন্ধ আরও বর্ণিত আছে।

গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তে বর্ষাঋতুর আরম্ভ। কালান্তরে সরস্বতী বর্ষাঋতুর আরম্ভেও আসিয়া পড়িয়াছিলেন। এক ঋষি বলিতেছেন, "পবিত্রতা-বিধায়িনী মনোজ্ঞা বিচিত্রগমনা বীরপত্নী সরস্বতী যেন আমাদিগের যাগাদিকার্য নির্বাহ করেন। স্তবকারীকে অচ্ছিদ্র দুর্ধর্ষ গৃহ ও সুখ প্রদান করেন" (৬।৪৯।৭)। একদা অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তখন সরস্বতী দেবী ইন্দ্রের সমীপে ছিলেন (১০।১৩১।৫)। "আমি আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং সুখের জন্য বরুণানীকে আহ্বান করি" (২।৩২।৮)। এই সকল ঋকে বর্ষাঋতুর পূর্বে সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছে। আগন্তুক বর্ষাকালে যাহাতে ঘরে জল না পড়ে, ঝড়ে চাল উড়িয়া না যায়, সেই নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

"সরস্বতী বীরপত্নী"। সে বীরের নাম (সরস্বৎ) সরস্বান্। সরস্বান্ রুদ্র। ঋগ্‌বেদে রুদ্রই বীর। ঋষিগণ সরস্বানের নিকটেও বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। "সরস্বান্ মেঘসকলের দর্শনীয়" (৭।৯৬।৬)। এক ঋষি বলিতেছেন, "মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু অভীষ্ট-বর্ষী (সরস্বান্) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন" (৭।৯৫।৩)। যিনি বীর, তিনি এখানে শিশুরূপে কল্পিত হইয়াছেন। কালপুরুষ খর্বাকার। পুরাণে সরস্বান্ গঙ্গাধর। গঙ্গা শিবের এক পত্নী।

এক্ষণে প্রশ্ন, কত শত বা কত সহস্র বৎসর পূর্বে গ্রীষ্ম ঋতুতে রুদ্রদেবের সহিত সরস্বতী উষাকালে উদিত হইতে দেখা যাইত? সামান্য গণিত দ্বারা এই কাল নিরূপিত হইতে পারে। সে কালই ঋগ্‌বেদোক্ত বর্ণনার কাল। গণিত দ্বারা পাইতেছি, খ্রী-পূ ৪০০০ হইতে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত সে কাল গিয়াছে।

শীত ঋতুর সরস্বতী

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ বিষ্ণুগঙ্গাও উঠিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন শীতকাল। শীত ঋতুর নৈসর্গিক লক্ষণ বর্ষা ঋতুর তুল্য প্রকট নয়। ঋগ্‌বেদে তিনটি সূক্তে ৬।৬১, ৭।৯৫, ৭।৯৬ সরস্বতীর স্তুতি আছে। এতদ্‌ভিন্ন অন্য দেবতার সহিত সরস্বতীর স্তুতি আছে। ঋষিগণ সরস্বতী একটি নদী বিবেচনা করিতেন। একই সরস্বতী স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহারা দিব্য সরস্বতীর ভাগ কল্পনা করেন নাই। এই সকল কারণে বিষ্ণুগঙ্গার স্পষ্ট উল্লেখ ধরিতে পারা যায় না।

উক্ত তিনটি সূক্তের ৭।৯৫ ও ৭।৯৬ সূক্তদ্বয়ে বর্ষাঋতুর সরস্বতী। ৬।৬১ সূক্তে সর্ব-ঋতুর সরস্বতী ও দিব্য ও মর্ত্য সরস্বতী মিশ্রিত হইয়াছে। (ইহাতে দিবোদাসের নাম আছে। পুরাতন স্মৃতি ক্ষীণ হইয়াছে। এই এই কারণে সূক্তটি ঋগ্‌বেদের উত্তরকালে রচিত মনে হয়।) এখানে সরস্বতী সপ্ত ভগিনীসম্পন্না (৬।৬১।৯), ত্রিলোকব্যাপিনী সপ্ত-অবয়বা (৬।৬১।১২)। সরস্বতীর শাখা বিষ্ণুগঙ্গায় দেখা যায়। মর্ত্যের সরস্বতীর সপ্ত ভগিনী ছিল। মহাভারতে বলদেব সপ্ত সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন, সিন্ধুতে নয়।

সরস্বতীর তির্যক্ বলয়াকারে অবস্থান হেতু এক এক স্থান এক এক সময়ে উঠিতে দেখা যায়। একটা বিশেষ স্থান লক্ষ্য না হইলে উদয়ের কাল নির্ণয় হইতে পারে না। শিবগঙ্গার নিকটস্থ কিরাততারা ধরিয়া কাল গণনা করা গিয়াছে। দৈবক্রমে বিষ্ণুগঙ্গায় শ্রবণা নক্ষত্র পাইতেছি। ঋগ্‌বেদে শ্রবণা নাম নাই। শ্রবণা নামের পুরাতন রূপ শ্রোণা, যজুর্বেদে আছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদে নাই। ঋগ্‌বেদে ঋষিগণ শ্রবণা নক্ষত্রে শ্যেন পক্ষী দেখিতেন। শ্যেনপক্ষী পুরাণে গরুড। প্রাচীন গ্রীকজাতিও এখানে ঈগল পক্ষী দেখিত। ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে শ্যেন পক্ষীর উল্লেখ আছে। শ্রবণাই যে শ্যেনপক্ষী, তাহার প্রমাণ এই সকল উল্লেখে পাওয়া যায়। এক্ষণে ফাল্‌গুন মাসে ভোর রাত্রে শ্রবণা উঠিতে দেখা যায়। পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে পৌষ মাসে উঠিতে দেখা যাইত। সে সময়ে শীতঋতু। বোধ হয়, আরও পূর্বকালে শ্যেন পক্ষীর উত্তরস্থ সরস্বতী দেখিয়া শীতঋতুর আগমন অনুমিত হইত।

পুরাকালের বর্ষাঋতুর সরস্বতী

শীতঋতু না জানিলেও চলে। কিন্তু বর্ষাঋতু না জানিলে জীবন ধারণ দুর্ঘট। সরস্বতীর স্তুতিতে 'বৃষ্টি দাও' 'বৃষ্টি দাও' এই প্রার্থনা আছে। কালপুরুষ-সন্নিহিত সরস্বতীর উদয় দ্বারা বর্ষা ঋতুর অনুমান বৈদিক কৃষ্টির অন্তিম কালেই সম্ভবপর হইত। ইহার পূর্বকালে যমগঙ্গায় অবস্থিত বিভিন্ন নক্ষত্র দ্বারা অনুমিত হইত। ঋগ্‌বেদে অবশ্য সে সে নক্ষত্র পরবর্তী কালের জ্ঞাত নামে উল্লিখিত নাই। এই অসুবিধা ব্যতীত রূপকে ব্যাপার বর্ণিত হওয়াতে সহজে তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। এখানে যমগঙ্গায়

সংঘটিত যাবতীয় আখ্যান বর্ণনার ও ব্যাখ্যার স্থান হইবে না। বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটির উল্লেখ করিয়া নিবৃত্ত হইতেছি।

এক স্থানে আছে, "হে সরস্বতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন" (১০।১৭।৯)। পুনশ্চ, "হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত এক রথে গমন কর" (১০।১৭।৬)। পিতৃগণ দক্ষিণ দিকে থাকেন। এই কারণে দক্ষিণ দিকে পদ রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বদিক্ দেবগণের স্থান। তাঁহারা পূর্বদিক্ হইতে আসেন। এই কারণে পূর্বে পদ রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপরের দুইটি উক্তির অর্থ দিব্য-সরস্বতীর দক্ষিণভাগে পিতৃগণের বাস, সে ভাগের উদয় হইলে বলিতে পারা যায়, সরস্বতী ও পিতৃগণ এক রথে গমন করেন। তখন দক্ষিণায়ন ও বর্ষা ঋতুর আরম্ভ।

শিবগঙ্গা দক্ষিণভাগে পূর্বদিকে এবং বিষ্ণুগঙ্গা দক্ষিণভাগে পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া দুই গঙ্গা মিলিত হইয়াছে। শিবগঙ্গার দক্ষিণ ভাগে যমালয়ের দ্বার। সেখানে চারি চারি চক্ষুঃ-বিশিষ্ট শবল (ছাবকা) দুই সারমেয় (কুক্কুর) যম-দ্বার রক্ষা করিতেছে। একটি সারমেয়ের চারি চক্ষু স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, পাশ্চাত্য জ্যোতিষে নাম ক্রক্স্। (কিন্তু যমের সদন এখানে নয়, সর্বোচ্চ স্বর্গে। পুণ্যাত্মারা সেখানে যমের নিকটে থাকেন।)

সরস্বতীর এই অংশের উদয় দেখিয়া বর্ষাঋতু অনুমিত হইত। এক মনোহর বিস্ময়কর উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। পণি নামে এক কৃপণ কুশীদ জাতি ইন্দ্রের গাভী হরণ করিয়া এক নদীর সে পারে পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রের এক দূতী ছিল। সে কুক্কুরী, নাম সরমা। ইন্দ্র গাভী অন্বেষণ করিতে সরমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সে দুগ্ধ বমন করিয়াছিল। ইন্দ্র পণিদিগের নিকট হইতে গাভী কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইন্দ্রের গাভী বৃষ্টিপ্রদ মেঘ। ইহা হইতে মেঘ-কাল। এই কাল খুজিতে সরমার প্রয়োজন হইয়াছিল। দুগ্ধ সরস্বতীর শুভ্র জল। সরমা কুক্কুরী যে দক্ষিণ দিকের সরস্বতীতে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। (ইংরেজীতে আল্ফা বিটা সেন্টরাই)। সরমার দুই চক্ষুঃ আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর দক্ষিণে পাতালের একটু উপরে দপ্-দপ্ করিতে থাকে। পঞ্জাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। গণিত দ্বারা জানা যায়, পূর্বকালে পাতালের উপরে ছিল।

এক ঋষি বলিতেছেন, সরস্বতী পণিসংহার করিয়াছিলেন (৬।৬১।১)। বস্তুতঃ সরস্বতীর স্থানবিশেষে ইন্দ্র পণি সংহার করিয়াছিলেন। এই সূক্তে আছে, "ভীষণা হিরণ্ময় রথে আরূঢা শত্রু-ঘাতিনী সরস্বতী যেন আমাদিগের স্তোত্র কামনা করেন" (৬।৬১।৭)। উষাকালে দৃষ্ট সরস্বতীকে বলা হইতেছে।

সরস্বতী বাহিয়া আরও পূর্ব দিকে গেলে বৃশ্চিক রাশি পাওয়া যাইবে। অতি পুরাকালে এখানে ইন্দ্র অসুর বধ করিয়াছিলেন। এখানে বৃশ্চিকের মুণ্ড অশ্বমুণ্ডের তুল্য ত্রিকোণ। দধ্যঞ্চ অশ্বমুণ্ড পাইয়া অশ্বিদ্বয়কে মধু-বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। মধু বৃষ্টি-বারি। অর্থাৎ কবে বর্ষা আরম্ভ হইবে, তাহা অশ্বমুণ্ডের উদয় দেখিয়া অনুমিত হইত। দধ্যঞ্চ নামের অর্থ দধি-প্রিয়। দধি সরস্বতীর জল। পুরাণে দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৃশ্চিকের মুণ্ডের তারাগুলি ঋগ্বেদে অঙ্গিরা। ইহারা অঙ্গিরা ঋষিবংশের আদিপুরুষ। ইঁহারা বলাসুর বধ করিতে ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। বলাসুর পুরাণে বলি-দৈত্য, পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন। সরস্বতীর পূর্বভাগে বৃশ্চিকের পুচ্ছ। এখানে ইন্দ্র নমুচিনামক অসুরের মুণ্ড মুচড়াইয়া জলের ফেনা দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। (সরস্বতীর ফেনা)। বৃশ্চিকের পুচ্ছ নমুচি। এত পুরা-

কালের ঘটনা যে, ঋগ্‌বেদে স্মৃতি ক্ষীণ হইয়াছিল। বর্ষাঋতুর আরম্ভকালে অসুর বধ হইত। অসুরেরা বৃষ্টি রোধ করিত।

সরস্বতীর আর এক কীর্তি ঋগ্‌বেদে বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। এক শ্যেন পক্ষী ইন্দ্রের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মর্ত্যে সোম আনিয়াছিলেন (১।৬৪।৮, ৪।২৭।৩)। কোথাও কোথাও আছে, মনুর নিমিত্ত অর্থাৎ মনুর যজ্ঞের নিমিত্ত। সে যজ্ঞ ইন্দ্র-যজ্ঞ।

"এই জগতে শ্যেন যশোলাভ করিয়াছেন। উন্নত দ্যুলোক হইতে সোম আনিয়াছিলেন। যখন শ্যেন আসিতেছিলেন, তখন শর-ক্ষেপক কৃশানু তাহার প্রতি শর-নিক্ষেপ করিয়াছিল। যুদ্ধে প্রহৃত হইয়া পক্ষীর মধ্যস্থিত একটি পক্ষ (পালখ) খসিয়া পড়িয়াছিল।" (৪।২৭।৩, ৪)। কৃশানু নামক এক ধনুর্ধর সোম রক্ষা করিত। শ্যেন পক্ষী সোম লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সে শর-প্রহার করিয়াছিল, ফলে শ্যেনের পুচ্ছস্থিত একটি পালখ পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃশানু এক গন্ধর্ব। বর্ষার আরম্ভে গন্ধর্ব উর্বশী প্রবন্ধে পাইয়াছি।

ইন্দ্রযজ্ঞে ইন্দ্রের নিমিত্ত সোমরস অত্যাবশ্যক। মূজবন্ত পর্বতের সোম বৃক্ষের পাতার রস উৎকৃষ্ট মদকর সোম বিবেচিত হইত। এই কারণে মনে হইতে পারে, এখানে সে সোম বুঝিতে হইবে। কিন্তু পর্বত উন্নত দ্যুলোকে থাকে না, শ্যেন পক্ষী বৃক্ষপত্র-ভুক্ নহে। শ্যেন আনিত না। লোকে সোম-শাখা বোঝা বাঁধিয়া পঞ্জাবে বিক্রয় করিতে আনিত। এখানে সে সব কথা নয়। কৃষ্ণা চতুর্দশীর চন্দ্রকলার (সিনীবালীর) উদয় না হইলে ইন্দ্র-যজ্ঞ হইত না। শ্যেন এই সোম আনিয়াছিল। চন্দ্র দ্যুলোকে থাকেন। সে দিন মর্ত্যে উঠিতে দেখা যায়। কোথায়? মূজবান পর্বতে। (পরে)। সিনীবালী শ্যেনের ছিন্ন পালখ। তখন অবশ্য বর্ষা ঋতু আসন্ন। কোথায় সিনীবালী দেখিলে বর্ষাঋতু অনুমিত হইত? এক শ্যেন পক্ষীর দক্ষিণে। শ্যেন পক্ষী কোথায়? ঋগ্‌বেদে উল্লেখ পাই নাই। কারণ, সর্ববিদিত শ্যেনের নাম ধামের প্রয়োজন ছিল না। শ্যেনের নিকটে এক ধনুর্ধর ছিল, তাহার নাম কৃশানু। সকলে ইহাকেও চিনিতেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ। তাহাতে দুইটি আখ্যায়িকায় সোমহরণ বৃত্তান্ত পল্লবিত হইয়াছে। যথা। "রাজা সোম গন্ধর্বগণের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ চিন্তা করিলেন, এই রাজা সোম কিরূপে আমাদের নিকটে আসিবেন। বাগ্‌দেবী বাক্ বলিলেন, গন্ধর্বেরা স্ত্রীকামুক, আমাকেই স্ত্রী করিয়া সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ মহতী নগ্নরূপ-ধারিণী বাগ্‌দেবীর দ্বারা সোমকে ক্রয় করিয়াছিলেন।" (১।১।৫)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও শত-পথ ব্রাহ্মণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী। এখানে দেখা যাইতেছে, এক অতীত কালে দিব্য সরস্বতীতে সিনীবালী দেখিলে প্রভাতে অমাবস্যায় যজ্ঞদিন ধরা হইত। সোমযাগ হইত ইন্দ্র-যজ্ঞদিনে। কিন্তু সরস্বতীর কোন্ স্থানে? দ্বিতীয় আখ্যায়িকায় সন্ধান আছে। "পুরাকালে সোম স্বর্গে ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ চিন্তা করিলেন, রাজা সোম কিরূপে ওখান হইতে এখানে আসিবেন। তাঁহারা বলিলেন, অহে ছন্দসকল, তোমরা সোম আহরণ কর। ছন্দেরা সুপর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়াছিল। জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ অর্ধপথে উঠিয়া শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল, গায়ত্রী ঊর্ধ্বে উঠিয়া সোমরক্ষকদিগকে ভয় দেখাইয়া পদদ্বয় ও মুখদ্বারা সোমকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া নামিতেছিলেন। কৃশানু নামক সোম-রক্ষক তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে, গায়ত্রীর বাম পদের নখ ছিঁড়িয়া পড়ে।" (৩।১।১৩-১৪)। ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন, ইহা সৌপর্ণ আখ্যান নামে প্রসিদ্ধ আছে। আর লিখিয়াছেন, গায়ত্রী ছন্দে আট অক্ষর আছে। এখানে সুপর্ণ শ্যেনপক্ষী। তাহার ছিন্ন নখ সিনীবালী। গায়ত্রী এক ছন্দের নাম। কিন্তু সকল ছন্দ বাগ্‌দেবীর অনুগামী। অতএব শ্যেন পক্ষী দিব্য সরস্বতীতে আছে। এমন স্থানে আছে, যাহার কিছু দক্ষিণে চন্দ্রপথ এবং পূর্বে কিম্বা পশ্চিমে ধনুর্ধর আছে। চন্দ্র-পথ

ও রবি-পথ নিকটে নিকটে। রবি-পথ সরস্বতীকে দুই স্থানে, শিবগঙ্গায় কালপুরুষের মাথার অনেক উত্তরে এবং বিষ্ণুগঙ্গায় শ্রবণার কিছু দক্ষিণে কাটিয়াছে। বৃশ্চিকের উত্তর দিয়া রবিপথ গিয়াছে। পশ্চিমে ধনুঃ রাশি। উত্তরে শ্রবণা। অতএব শ্রবণাই যে শ্যেনপক্ষী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধনুঃ রাশিতে ধনুঃ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই কৃশানু, এক গন্ধর্ব। ইহার পূর্বে ঋগ্‌বেদের অজ-এক-পাদ (এক-পদযুক্ত অজ) নামক এক রুদ্র, পাশ্চাত্য জ্যোতিষে অজ, আমাদের জ্যোতিষে মকর। গায়ত্রী ছন্দে আট অক্ষর। ইহা বলিবার কোন অভিপ্রায় ছিল। হয় ত আট অক্ষরে আট মাস, শরৎ হইতে বর্ষা ঋতু আট মাস। এই গণনা ঋগ্‌বেদের নয়, ব্রাহ্মণের।

সৌপর্ণ আখ্যান অতি পুরাতন। মোটামুটি পুরাতনত্ব বলিতে পারা যায়। বৃশ্চিক রাশিতে বর্ষাঋতু পড়িত। বৃশ্চিক রাশি সৌর অগ্রহায়ণ মাস। এখন সৌর আষাঢ়ের আট দিনের দিন বর্ষা আরম্ভ হয়। বর্ষাঋতু আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ সাড়ে পাঁচ মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। এতদ্দ্বারা এগার হাজার বৎসর বুঝায়। ইহাই বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতম কাল। চারি ছয় আট নয় হাজার বৎসর পূর্বের অপর নানা নিদর্শন আছে। এই হেতু উক্ত ব্যাখ্যায় ও কালগণনায় সন্দেহ হইতে পারে না।

শরৎ ঋতুর সরস্বতী

উর্বশী প্রবন্ধের উত্তর খণ্ডে ইড়া সরস্বতী ভারতী তিন দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। তিনই যজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নি। এই প্রবন্ধে সরস্বতী দিব্যনদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যজ্ঞকালে অপর দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হন। তিনি যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন, স্তুতি শ্রবণ করেন। অবশ্য বিশেষ দিনে করেন। সে কোন্ দিন? উপরে পাইয়াছি, বর্ষা ঋতুর আরম্ভে ও শীত ঋতুর আরম্ভে। তিনি দুই ঋতুতেই সরস্বতী। উর্বশী প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন কোন বৎসরের বর্ষাঋতুর যজ্ঞের নাম ইড়া হইয়াছিল। সে সে বৎসর ইড়া ও বর্ষাকালের সরস্বতী অভিন্না। কিন্তু শীত ঋতুর সরস্বতীর অন্য নাম হয় নাই। সে দিনের যজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নির নামও সরস্বতী ছিল। এক্ষণে ভারতীর অন্বেষণ করিতে হইবে।

ঋগ্‌বেদের এক স্থানে আছে, "সরস্বতী ইলা ও সর্বব্যাপিনী ভারতী দেবী যাগগৃহ আশ্রয় করতঃ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়া থাকেন" (২।৩।৮)। সর্বব্যাপিনী ভারতী দেবী কে? ভারতীর এক নাম মহী ছিল (১।১৩।৯)। কিন্তু এই নাম দ্বারা কিছুই বুঝা গেল না। আর এক স্থানে আছে, "দেবগণের মধ্যস্থা হোমনিষ্পাদিকা ভারতী ইলা ও মহতী সরস্বতী এই কুশের উপর উপবেশন করুন (১।১৪২।৯)। তিন দেবী সজাতীয়া ও দেবগণের মধ্যস্থা। ভারতী কোন্ ঋতুর যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন? ঋগ্‌বেদে মরুৎগণ রুদ্রের পুত্র। মরুৎগণ ভরতেরও পুত্র (২।৩৬।২)। অতএব ভরত রুদ্রের নামান্তর। পরে রুদ্র প্রবন্ধে দেখা যাইবে, ঋগ্‌বেদে রুদ্র ও মরুৎগণের প্রতিমা একই, কালপুরুষ নক্ষত্র। কিন্তু প্রথমে উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক ছিল না, প্রাকৃতিক লক্ষণে থাকিতে পারিত না। কারণ, মরুৎগণ ঝঞ্ঝা-বাতের দেবতা। ঝঞ্ঝা-বাত গ্রীষ্মকালে ঘটে। সে সময়ে কোন এক নক্ষত্রের উদয় চিরকাল হইতে পারে না। খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দে বসন্ত ঋতুর আরম্ভে উষার পূর্বে কালপুরুষের উদয় হইত। তখন শরৎ ঋতুর আরম্ভে পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর উদয় হইত। ৬।৭৪ সূক্তে রুদ্র ও সোম (চন্দ্র) এক সঙ্গে আহূত হইয়াছেন। তখন শরৎকাল। শরৎ রুদ্রের ঋতু, শরৎনামে বৎসর গণনা প্রচলিত ছিল। সে বৎসর গণনার উৎপত্তি এই ঘটনায় পাওয়া যায়। অতএব শরৎ ঋতুর আরম্ভে যজ্ঞ হইত, এবং ভরত রুদ্রযজ্ঞ নিষ্পাদন করিতেন। সেই যজ্ঞ, যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞের দেবীর নাম ভারতী ছিল। উর্বশী প্রবন্ধের উত্তর খণ্ডে এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইড়া ভারতী সরস্বতী, সুরগঙ্গার তিন স্থান ধরিয়া দিব্য সরস্বতীরই তিন অংশ বলা যাইতে পারে। ইড়া বর্ষা ঋতুর, ভারতী শরৎ

ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী। ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী হইতে অম্বিকা এবং সরস্বতী হইতে সরস্বতী আসিয়াছেন।

ইহাঁরা তিন বাক্ ও বাগ্‌দেবীও বটেন। কিন্তু এক ঋষি বলিতেছেন, "বাক্ চারি প্রকার। মেধাবী ব্রাহ্মণগণ জানেন। তিন বাক্ গুহায় নিহিত, চতুর্থ বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকে" (১।১৬৪।৪৫)। অর্থাৎ তিন বাক্ তিন যজ্ঞের দিন ও মন্ত্র গুহায় নিহিত, মেধাবীগণ জানেন। চতুর্থ বাক্ সাধারণ ভাষা, মনুষ্যেরা কহিয়া থাকে। তাহারা দিন ও মাস গণিয়া থাকে, যজ্ঞের দিন গণিতে জানে না।

দেবী সরস্বতী

দিব্য-সরস্বতী নদীরূপা। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। দেবী সত্যপ্রিয়া বাক্যময়ী (১০।১৪১।২)। তিনি জ্ঞান উদ্দীপন করেন (১।৩।১২)। সরস্বতী কল্যাণী সুন্দরগমনা আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন (৭।৯৬।৩)। নানা ভাব ও নানা চিন্তা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে (১০।৬৫।১৩)। তিনি জ্ঞানের দ্বারা চেতনা দান করেন এবং নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন (১।৩।১২)। তিনি সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী ও জ্ঞান উদ্দীপনকারিণী। দিব্য-সরস্বতী দেখিয়া ঋষিগণের চিত্তে এইরূপ ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। দিব্য-সরস্বতী সত্যপ্রিয়া। তিনি বর্ষা শরৎ শীত ঋতু জানাইয়া দিতেন। বোধ হয়, এইরূপ চিন্তা হইতে সরস্বতীর মহিমা বিস্তৃত হইয়াছিল। বহু প্রাচীন কালের ঋষিগণের চিত্তের গতি আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না। রাকা দেবী (পূর্ণিমার চন্দ্র) আমাদের পুত্র দান করেন। সিনীবালী লোকপালিকা, সুপ্রসবিণী (২।৩২)। এ সকলের "কেন" অবশ্য ছিল। এখন আমরা তাহা উদ্‌ভেদ করিতে পারি না। কালক্রমে ষষ্ঠীদেবী শিশু-পালিকা হইয়াছেন।

এক্ষণে পুরাণের দিব্য-সরস্বতী দেখি। মহাভারতে বনপর্বে (১৮৬ অঃ) সরস্বতী-তার্ক্ষ্য-সংবাদে সরস্বতী বলিতেছেন, "আমার দিব্য রূপ দর্শন এবং যজ্ঞস্বরূপা বোধ করিলে মুক্তি লাভ করিবে"। এই ভাব[1] ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। মহাভারতে বনপর্বে (১২৮ অঃ) কার্তিকেয়-জন্মবৃত্তান্তে লিখিত আছে, তিনি এক শ্বেতপর্বতের শরবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন শরৎকাল। শরবন পুষ্পিত হইয়া শুভ্র দেখাইতেছিল। শরবনাচ্ছন্ন শ্বেত-পর্বত দিব্য-সরস্বতীর বর্ণনা। যজুর্বেদে মুজবান্ পর্বতের অপর পারে রুদ্রের আলয়। মুজ, মুঞ্জ তৃণ, শরতৃণের সজাতি। পুরাণে মুজবান্ পর্বত শুভ্র হিমালয়। এইখানে কার্ত্তিকেয় ও উমার জন্ম হইয়াছিল। কৈলাস গিরি দর্শন করিতে গেলে মুঞ্জতৃণাচ্ছন্ন হিমালয় পার হইতে হয়।

একদা দেবাসুর মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ-সাগর মন্থন করিয়াছিলেন। ফলে লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছিল ও অমৃত উত্থিত হইয়াছিল। এই ক্ষীর-সাগর দিব্য-সরস্বতী। আর যখন সরস্বতী অন্নধন-দাত্রী, তখন তিনি লক্ষ্মী। বর্ষাঋতুর আরম্ভে শিবগঙ্গায় ইড়ারূপা লক্ষ্মীর উদয় হইয়াছিল। চন্দ্র অমৃতময়: ইড়া-দিনে উষাকালে চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। ভূতলেও এক ক্ষীরোদসাগর ছিল। বর্ত্তমান নাম আরল হ্রদ। এই আরল হ্রদে চক্ষু (অক্ষু) নদী পতিত হইয়াছে। এই নদীর স্থানীয় নাম সীরদরিয়া অর্থাৎ ক্ষীর-সাগর।

বেদের সরস্বতী নদী অদৃশ্য হইলে গঙ্গা সরস্বতীর পবিত্রতা পাইয়াছে। দিব্য সরস্বতীর নাম সুরগঙ্গা, আকাশ-গঙ্গা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ দিব্য-সরস্বতীকে পবিত্রতা-বিধায়িনী মনোজ্ঞা বিচিত্রগমনা বীরপত্নী বলিয়াছিলেন (৬।৬১।৭)। মর্ত্যের সরস্বতী ও গঙ্গা প্রতি এই বর্ণনা প্রযোজ্য হইতে পারে। (১৩৫০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী" মাসিক পুস্তকে "শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে পৌরাণিক সরস্বতীর উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫০শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
১৩৫০

শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার—২

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ

৪। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম

শিরোমণির প্রধানতম টীকাকার চতুষ্টয় ভবানন্দ-মথুরানাথ-জগদীশ গদাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী এই মহানৈয়ায়িকের নাম দীর্ঘকালযাবৎ নবদ্বীপ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের কোন প্রচলিত বিবরণগ্রন্থে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। ১২৭৯ সনে প্রকাশিত হরিকিশোর তর্কবাগীশ রচিত 'ন্যায়পদার্থতত্ত্ব' নামক উৎকৃষ্ট অথচ অনাদৃত দর্শনগ্রন্থে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা,

"শিরোমণির পরে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে উক্ত মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য, এই পাঁচ জন নবদ্বীপনিবাসি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দীধিতির পাঁচ টীকা করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্ব তিন টীকা একেবারে অপ্রচলিত, শেষ দুই টীকার অনুমানখণ্ডের কিয়দংশ প্রচলিত আছে।" (উপক্রমণিকা, পৃ. ৩৭)

কৃষ্ণদাসও সম্ভবতঃ শিরোমণির ৮ খানা গ্রন্থেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত যে সকল গ্রন্থের নির্দ্দেশ এ যাবৎ আমরা পাইয়াছি, তাহা এই,—

১। **প্রত্যক্ষদীধিতিপ্রসারিণী**: একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (H. P Sastri: *Notices*, I 230)

২। **অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী**: এই গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি (১৫৩৭ শকের) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত ছিল (*Des. Cat.* Nyaya, p. 149-50), কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুণা, তাঞ্জোর ও লণ্ডনের পুথিশালায়ও এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। লণ্ডনের পুথিটি বঙ্গাক্ষরে ১৫২৪ শকে লিখিত (*I O* p 627)। সুখের বিষয়, এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (তর্কপ্রকরণ পর্য্যন্ত) সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ভবানন্দ, জগদীশ প্রভৃতির টীকার সহিত মিলাইয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, কৃষ্ণদাস উভয়েরই পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

৩। **আখ্যাতদীধিতিপ্রসারিণী**: তাঞ্জোরের সরস্বতী মহালে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি (Ms. No. 6185) রক্ষিত আছে।

৪। **নঞ্‌বাদটিপ্পন** ঃ কাশ্মীর জম্মুর রঘুনাথজী মন্দিরের পুথিশালায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে (Stein's *Cat.*, p. 147)। এই প্রতিলিপিই পূর্ব্বে কাশীর এক পণ্ডিতগৃহে রক্ষিত ছিল (Hall : *Contributions*, p 62)।

৫। **গুণদীধিতিটীকা** : এই গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। একটি গ্রন্থে ইহার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ লিখিত হইল। কাশীর সরস্বতীভবনে কুসুমাঞ্জলি-কারিকাটীকার একটি আদ্যন্তহীন প্রতিলিপি (৩-৩৮ পত্র, ন্যায়বৈশেষিকের ১০০ সংখ্যক পুথি) রক্ষিত আছে। প্রথম স্তবকের ব্যাখ্যাশেষে আছে : (২২ ক পত্র)

ত্রিলোচনেন দেবেন ন্যায়পঞ্চাননেন চ।
প্রথমস্তবকব্যাখ্যা নিরমায়ি ময়োত্তমা ॥

দ্বিতীয় স্তবকের শেষেও (২৮ ক পত্র) অনুরূপ উক্তি আছে। Hall সাহেবের সময়ে এই পুথি আদিসমন্বিত ও ৪০ পত্র ছিল (*Pandit*, Supplement, Dec. 2, 1872, p. CLXIV) এবং গ্রন্থকারের সম্বন্ধে সাহেব একটি মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, নবদ্বীপের "রাম"নামক অধ্যাপকের তিনি ছাত্র ছিলেন ("pupil of one Rama, of Navadwip" : *Contributions*, p 84)। বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে এই "ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন"কে নবদ্বীপনিবাসী ধরা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক। গ্রন্থকার বহু স্থলে তদীয় পিতামহকৃত "ন্যায়সার" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (৩ খ, ১০ ক, ১২ক, ২০ খ এবং ৩৬ খ পত্রে) এবং এক স্থলে (২১খ পত্রে) পিতামহকৃত "তর্কভাষা-ব্যাখ্যানে"র বরাত দিয়াছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, ত্রিলোচনদেব 'ন্যায়সার"কার কাশীনিবাসী মাধবদেবের পৌত্র ছিলেন[১]—ইঁহাদের মূল বাসস্থান গোদাতীরবর্ত্তী "ধারাসুর" গ্রাম। (*I* 6, p. 675-6) মাধবদেব ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর একটি নির্ণয়পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। (চিত্‌লেভট্টপ্রকরণ, পৃ ৮০) তদীয় পৌত্র ত্রিলোচন প্রায় ১৭০০ খ্রীঃ বিদ্যমান ছিলেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে দুই স্থলে (৩২-৩৩ পত্রে) "শ্রীগদাধরভট্টাচার্য্যে"র ব্যাখ্যার উল্লেখদ্বারাও তাহাই সূচিত হয়। গ্রন্থরচনাকালে গদাধর জীবিত ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। গদাধরের মৃত্যুসন ১১১০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রীঃ (ন্যায়পরিচয়, ভূমিকা, পৃ ৩১)।

ত্রিলোচনদেব এই গ্রন্থের এক স্থলে (১৩ ক-১৫ খ পত্রে) শিরোমণির পঙ্‌ক্তির উপর দীর্ঘ বিচারের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

১। ত্রিলোচনদেবের পিতার নাম অজ্ঞাত। তাঞ্জোরে কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমরচিত অনুমানদীধিতিপ্রসারিণীর অর্থাৎ সংক্ষেপে "কৃষ্ণদাসীয়-শিরোমণি"র যে প্রতিলিপি আছে (*Des. Cat.* pp. 4570 71), তাহা প্রথমতঃ সুবিখ্যাত "শ্রীসর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্যসরস্বতীনাং" ছিল। পরে ঐ পুথি দুই হাত বদলাইয়া অবশেষে "শ্রীধারাসুর-কর-মাধবদেবাত্মজ-বীরেশ্বরদেবানাং" স্বত্বাধীনে আসে। এই বীরেশ্বরদেবই সম্ভবতঃ ত্রিলোচনদেবের পিতা। "অর্থমঞ্জরী" নামক টীকাগ্রন্থের রচয়িতা কাশীশ্বর এই ত্রিলোচনেরই পুত্র হইতে পারেন।

"গুণপ্রকাশস্য প্রথমলক্ষণং শিরোমণিভট্টাচার্যৈর্গুণদীধিতৌ ব্যাখ্যায় স্বয়ং ন্যূনতাভঙ্গায় লক্ষণ-দ্বয়মুক্তং অত্র **সার্ব্বভৌমকৃষ্ণদাসভট্টাচার্য্যাঃ**—বিবক্ষণীয়সংস্কা(রা)স্বত্বাঘটিতদ্বিতীয়লক্ষণে অসংভববারণায় স্পর্শাবৃত্তীতি । তন্ন চারুতয়া প্রতিভাতি। ইতি গুণানন্দবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যাঃ ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তদপি ন চারুতয়া প্রতিভাতি। ইতি সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাঃ বদন্তি। তদপি ন মনোরমং বস্তুতস্ত ব্যাবৃত্তিদ্বয়ং স্পর্শাবৃত্তিপদস্যেতি ন্যায়পঞ্চাননশ্রীত্রিলোচনদেবদ্বিজ ভিতঃ পন্থা(ঃ) শ্রীনবদ্বীপস্থাধ্যাপকৈ(ঃ) পরিশীলিতোপি অস্মদ্দেশীয়ৈরধ্যাপকৈ, গুণদীধিতিপুস্তকং দৃষ্ট্বা বিভাব্য দূষণীয়মিতি।"

দ্রঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও অনুমানখণ্ড ছাড়া নবদ্বীপে গুণদীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থেরও টীকাটিপ্পনী সহ পঠনপাঠন কিরূপ নিবিড়ভাবে প্রচলিত ছিল, এখানে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

৬। **অনুমানালোকপ্রসারিণী** : ২ সং গ্রন্থের ৮ পৃ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ভিন্ন আমরা 'গুণানন্দ'-প্রবন্ধে (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৭১-৩) দেখাইয়াছি, এক সম্প্রদায়ের মতে প্রসিদ্ধ **ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী** গ্রন্থদ্বয় এই কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম-রচিত বটে এবং নানা কারণে তাহাই অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া আমাদের ধারণা।

কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায়গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ব্যাপ্তিবাদের সিংহব্যাঘ্রীপ্রকরণে সার্ব্বভৌমমতের উপর শিরোমণি যে দোষ দিয়াছেন, হরিদাস ভট্টাচার্য্য তাহার উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হরিদাসের সন্দর্ভেও ভবানন্দের ন্যায়গুরু দোষ ধরিয়াছেন (ভাবানন্দী, সোসাইটি সং, ১২৬-২৮ পৃ., পূর্ব্বপ্রবন্ধে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারের বিবরণী দ্রষ্টব্য, পৃ ৪১)। হরিদাসের সন্দর্ভের সারাংশ ও তদুপরি উক্ত দোষারোপের প্রথমাংশ অবিকল কৃষ্ণদাসের টীকায় পাওয়া যায় ("প্রসারিণী" পৃ ৫১ ২)। দ্বিতীয়তঃ, ব্যধিকরণপ্রকরণে শিরোমণিলক্ষণের ব্যাখ্যাশেষে ভবানন্দ (পৃ. ১৫৯-১৬০) "অত্র গুরবঃ" বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাও তৎস্থলীয় কৃষ্ণদাসী টীকার (পৃ ৬৯) "অত্র বদন্তি" কল্পেরই ঈষৎ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত অনুবাদ মাত্র বটে। পূর্ব্বপ্রবন্ধোক্ত ভাবানন্দীর উপব্যাখ্যাকার এ স্থলে (৩৩ খ পত্রে) স্পষ্টাক্ষরে "কেচিদিত্যাদিনা **কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমমত-**মুপন্যস্যতি" লিখিয়া, তাহা কাটিয়া দিয়াছেন, কারণ, কৃষ্ণদাসের মত "অত্র গুরবঃ" সন্দর্ভেই লিখিত হইয়াছে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী "অত্র কেচিৎ" সন্দর্ভে (পৃ. ১৬৮) নহে।

কুলপরিচয় ও বংশাবলী :—কৃষ্ণদাসের নাম-পরিচয় নবদ্বীপে বহু কাল বিলুপ্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, একাধিক কুলপঞ্জীতে আমরা "নদিয়াবাসী কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম গোষ্ঠী"র কুলপরিচয় ও অধস্তন বংশলতা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে কুলপঞ্জীর প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞাবশতঃ বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি সম্ভৃত উপকরণভাণ্ডার যে ভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি সহৃদয় বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, আমরা কৃষ্ণদাসের পরিচয় বিশেষভাবে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। বন্দ্যঘটীয় আদি-কুলীন লক্ষ্মণসেনের "সভাতিলক" মহেশ্বরের পৌত্র দুর্ব্বলির পাঁচ পুত্র হইতে বন্দ্যবংশের

পাঁচটি পৃথক্ শাখা উদ্ভূত হয়। ভুর্ব্বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্কেত (মহাবংশ, পৃ. ১৩) "বৃহৎবঙ্গপাশ" গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—"শঙ্কেত বাঙ্গালপাশ গ্রামনিবাসী বাঙ্গালপাসী খ্যাতি"। (সাঙ্কাডাঙ্গার কুলপঞ্জী, ২৪ খ পত্র)। সঙ্কেতের জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎসাহ (মহাবংশ, পৃ ১৯), উৎসাহের ষষ্ঠ পুত্র শ্রীবঙ্গ (ঐ, পৃ ৩৮), শ্রীবঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ ৫২ সমীকরণের প্রসিদ্ধ কুলীন (ঐ, পৃ. ৬৪)। নারায়ণের তৃতীয় পত্র বলভদ্র মহেশ্বর হইতে ৮ম পুরুষ (মহাবংশের পাঠ এখানে সংশোধনীয়, "শ্রীরত্নাকর-সত্যবদ্বল-সহস্রাক্ষাঃ হিরণ্যস্তুতো")। বলভদ্র কুলভঙ্গ করেন—"বলভদ্রস্যান্তি গাং ধরাধববামন খাঁ গোকর্ণিয়া কন্যাগ্রহণাদ্ধানিঃ" (সাঙ্কাডাঙ্গার পুথি, ৫২ ক পত্র)। বলভদ্রের পুত্র শিবানন্দ, তৎপুত্রই কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম। "অন্ত কন্যা চং ভারতীকে বিবাহ **নদিয়াবাসী**" (ঐ)। কৃষ্ণদাসের অধস্তন বংশাবলী নানা স্থানে ছড়াইয়া যায়। আমরা নবদ্বীপের শাখাটি লতাকারে উদ্ধৃত করিলাম। পাঁচখানি কুলপঞ্জী দেখিয়া ইহা বিশুদ্ধভাবে নির্ণীত হইল—পরিষদে নূতন সংগৃহীত সাঙ্কাডাঙ্গার পুথি (৫১ পত্র), রাজসাহী মিউজিয়ামের ২টি পুথি, আড়িয়াদহের ঘটকগৃহে রক্ষিত পুথি (৪৭ পত্র) এবং অস্মন্নিকটে রক্ষিত অপর একটি পুথি। ইহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়—সাঙ্কাডাঙ্গার পুথি অনুসারে বিশ্বেশ্বরের পুত্র রামরাম, অন্য ৭ পুথিতে ভ্রাতা।

কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম (বং বাং শ্রীবঙ্গপ্রকরণ)

- রাম তর্কবাগীশ
  - মথুরেশ
  - রাঘবেন্দ্র বাচস্পতি
    - কৃষ্ণদেব পঞ্চানন
      - বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
        - শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ
          - জগন্নাথ সিদ্ধান্ত
  - হরিহর
- রত্নেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
  - রমানাথ সিদ্ধান্ত
    - রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ[২]
      - গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার[৪]
        - রামরাম ন্যায়ালংকার
          - রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন
            - ভবানীশঙ্কর তর্কালঙ্কার
        - বলরাম তর্কশিরোমণি
          - রুদ্র পঞ্চানন
        - গোবিন্দরাম তর্কভূষণ
          - রামসুন্দর তর্কালঙ্কার
          - রামহরি তর্কবাগীশ
          - রামকান্ত বাচস্পতি
    - রামনাথ তর্কপঞ্চানন[৩]
      - জনার্দ্দন বিদ্যাবাগীশ[৫]

সাং নদিয়া

২। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের তিন পুত্র—কৃষ্ণরাম ন্যায়ালঙ্কার, রাজারাম শিরোমণি (বংশাভাব) এবং বিশ্বনাথ ন্যায়বাচস্পতি। কৃষ্ণরামের পোষ্যপুত্র রামকান্ত। ইঁহাদের বাসস্থান অজ্ঞাত।

[অবশিষ্ট পাদটীকা পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

উদ্ধৃত বংশলতা খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংগৃহীত। জগন্নাথ সিদ্ধান্তের নামীয় নবদ্বীপাধিপতি ঈশ্বরচন্দ্রের একটি আমন্ত্রণপত্রের তারিখ ১৭৯১ খ্রীঃ। কৃষ্ণদাসের বংশ নবদ্বীপে নিশ্চয়ই এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নামকীর্ত্তনে ঔদাসীন্যবশতঃ নবদ্বীপের বন্দ্যবংশীয় বর্ত্তমান কাঁহারও সহিত উদ্ধৃত বংশলতার সংযোগ স্থাপনে আমরা এখনও সমর্থ হই নাই। কৃষ্ণদাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ "রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন" ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। বৈদ্যবংশাবতংস রাজা রাজবল্লভের নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের মধ্যে কৃষ্ণদাসবংশীয় নবদ্বীপবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নাম আছে (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ ৪৩)। তদ্ভিন্ন, কৃষ্ণদাসবংশীয় বাঁশবেড়িয়ানিবাসী রামভদ্র সিদ্ধান্ত এবং দমদমানিবাসী দুলাল বিদ্যালঙ্কারও রাজবল্লভের ঐ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮২-৮৮)

কালনির্ণয় ঃ—কৃষ্ণদাসের প্রপিতামহ নারায়ণ, মহাকবি কৃত্তিবাসের পিতা বনমালীর সমসাময়িক ছিলেন। তৎপুত্র বলভদ্রের জন্মতারিখ তদনুসারে ১৪০০-২৫ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করা যায় এবং কৃষ্ণদাসের জন্মাব্দ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কিছুতেই হয় না। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থাদি রচনার কাল ১৫৫০ খ্রীঃ পরে নহে নিশ্চিত। ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল এবং কৃষ্ণদাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ শ্রীরাম ও রামনারায়ণের অভ্যুদয়কাল হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ যদি ১৫০০-৫০ খ্রীঃ বলিয়া নির্ণয় করা যায়, তবে কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম এই আদিযুগেরই এক জন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার এবং নিজ নবদ্বীপনিবাসী শিরোমণির টীকাকারগণের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহার গ্রন্থে বহু পাঠভেদ ও পুরাতন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইলেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবদ্বীপনিবাসী কাঁহারও টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। নব্য ন্যায়ের বিচারপ্রণালী ক্রমপরিবর্দ্ধমান বলিয়া ভবানন্দাদির গ্রন্থরচনার পর কৃষ্ণদাসের টীকার বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব লোপ

৩। **রামনাথের ৭ পুত্র**—রামশরণ তর্কভূষণ, কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি, কেশব তর্কালঙ্কার, মধুসূদন বাচস্পতি, দুলাল বিদ্যালঙ্কার, রাম তর্কবাগীশ ও লক্ষ্মণ। রামশরণের পুত্র শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও রামশম্ভু, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রামনিধি ও নিমু, দুলালের পুত্র দুর্গারাম। ইঁহাদের নিবাস ছিল দমদমা।

৪। বংশবাটীর রাজা নৃসিংহ দেবের পিতা রামেশ্বর দত্ত খ্রী. ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে নানা স্থান হইতে আনাইয়া বংশবাটীর পণ্ডিতসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীকান্ত ও জনার্দ্দন ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার আহ্বানে নদিয়া ছাড়িয়া বংশবাটী আসেন। গোপীকান্তের পুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও রামনাথ বিশারদ। রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণজীবন তর্কসিদ্ধান্ত ও গদাধর। কৃষ্ণজীবনের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন ও রামদাস। গদাধরের পুত্র রামপ্রসাদ (হরিনদিবাসী)। বিশারদের ৪ পুত্র—রামভদ্র সিদ্ধান্ত (নিঃসন্তান), রাম ন্যায়বাগীশ, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন। রামের পুত্র রামশঙ্কর তর্কবাগীশ ও রামকিশোর ন্যায়পঞ্চানন।

৫। জনার্দ্দন অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি সমান অংশে তিন দৌহিত্র ভোগ করেন—রামনারায়ণ বাচস্পতি, ভবানীচরণ তর্কপঞ্চানন ও রামদাস বিদ্যালঙ্কার। তিন জনই অপুত্রক। ভবানীচরণের দৌহিত্র শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ (মৃত্যু ২০ কার্ত্তিক, ১২৮০) বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পাইয়াছে বটে, কিন্তু শিরোমণির অনুমানদীধিতির উপলভ্যমান সম্পূর্ণ টীকাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নহে।

৫। জগদ্‌গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার

মথুরানাথ তর্কবাগীশ স্বরচিত অনুমানদীধিতিরহস্য ও গুণদীধিতিরহস্যের প্রারম্ভে পিতৃবন্দনা করিয়াছেন :—

জগদ্‌গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্দ্ধি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথ- দীধিতিং স্ফুটয়ত্যমুম্ ॥

"জগদ্‌গুরু" বিশেষণপদ হইতে প্রতিপন্ন হয়, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। মথুরানাথ "পিতৃচরণাস্ত" বলিয়া তাঁহার বহু সন্দর্ভ নানা গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন (অনুমানরহস্য, সোসাইটি সং, পৃ ১৬৩ ৪, ২২৪ ৫ দ্রষ্টব্য)। নবদ্বীপাদি স্থানে আবহমান প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, এই শ্রীরাম ও তৎপুত্র মথুরানাথ, উভয়েই রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ ৬৫ ৬) শ্রীরামের একাধিক গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায় উক্ত প্রবাদ সর্ব্বথা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১। কাশীর সরস্বতী ভবনে শ্রীরাম-রচিত **অনুমানদীধিতিটীকার** একটি ক্ষুদ্র খণ্ডিত প্রতিলিপি (৯৬ পত্র, অনুমিতিপ্রকরণের প্রথমাংশ মাত্র) রক্ষিত আছে। প্রারম্ভ যথা,

শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বং প্রণম্য পরমাদরাৎ।
হৃদি কৃত্বা চ নিখিলং **সার্ব্বভৌমস্য** সদ্বচঃ ॥
অনুমানপরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাং দীধিতিকৃৎকৃতাং।
প্রকাশয়তি যত্নেন শ্রীরামঃ সুধিয়াং মুদে ॥

এই টীকা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের টীকা অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বটে। ৪৫খ পত্রে শ্রীরামের গুরুমত উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"**গুরুচরণাস্তু** রক্তদণ্ডবানিত্যাদৌ বিশেষণতাবচ্ছেদকজ্ঞানস্য সংশয়ানন্তে দানং ন যুক্তিসহম্। রক্তো দণ্ড ইতি জ্ঞানং তাবজ্জনকং তাদৃশবিষয়তাসংশয়েপ্যস্তি, পরন্তু তত্রাভাববিষয়তাপ্যধিকা। তথা রক্তো দণ্ডো ন বেতি সংশয়ানন্তরে রক্তত্বরক্তত্বাভাবে দণ্ডনিরূপিতবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানমেবোৎপত্তু-মর্হতীত্যনুভবানুরোধা (৫) ব্যবস্থাপয়ন্তি ॥"

২। **আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটিপ্পনী :** চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত আত্মতত্ত্ববিবেকের সংস্করণে দীধিতি সহ এই টিপ্পনী মুদ্রিত হইতেছে। ইহার প্রারম্ভশ্লোকদ্বয় অবিকল একরূপ, কেবল "অনুমানপরিচ্ছেদে"র স্থলে "আত্মতত্ত্ববিবেকস্য" আছে। শ্রীরামের অপর কোন গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীরাম অপরাপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। মথুরানাথ-রচিত "লীলাবতীপ্রকাশরহস্য" গ্রন্থে তাঁহার পিতৃসন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"**পিতৃচরণাস্তু** নির্দ্ধারণষষ্ঠ্যাদেরভেদমাত্রমর্থঃ পরন্তু শূরতমাদেঃ ক্ষত্রিয়ান্তরব্যাপকভেদপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকত্ববিশিষ্টতাদাত্ম্যসম্বন্ধেন নরাভিন্নক্ষত্রিয়াদাবন্বয় ইতি নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাহুরিতিদিক্।" (৩ক পত্র)

এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীরাম লীলাবতীর উপরও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামের ন্যায়গুরু "সার্ব্বভৌম" কে ছিলেন? মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়া মনে করেন (*Sarasvati Bhavana Studies*, Vol. V, p. 135)। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণবশতঃ তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আত্মতত্ত্ববিবেক-টিপ্পনীর এক স্থলে (পৃ ২৪) শ্রীরাম "গুরুচরণাস্তু" বলিয়া দীধিতির উপর তদীয় গুরুমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বহু স্থলে (পৃ ২০, ৩৬, ৮১, ১৭৩ ও দ্রষ্টব্য) দীধিতির পূর্ব্বতন টীকাকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরামের ন্যায়গুরু "সার্ব্বভৌম" বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহেন নিশ্চিত, পরন্তু শিরোমণির সম্প্রদায়ভক্ত অপর কোন ব্যক্তি। আমাদের অনুমান, কৃষ্ণদাস সার্বভৌমই শ্রীরামের গুরু হওয়া সম্ভবপর। শ্রীরামের অনুমানদীধিতিটীকার পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ কৃষ্ণদাসী টীকায় (পৃ ১৯-২০) পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহা কৃষ্ণদাসরচিত "অনুমানালোকপ্রসারিণী"র সন্দর্ভও হইতে পারে।

শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ভবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমানদীধিতির সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণের শেষে একটি পঙক্তির প্রচলিত পাঠ এই :—

"অতএব সমবায়ৈস্বৈকত্বেন দ্রব্যত্বাদিপ্রতিযোগিকত্বগুণাদ্যনুযোগিকত্বোভয়সত্ত্বেঽপি দ্রব্যং জাতে-রিত্যাদৌ বহ্নিধূমোভয়বান বহ্নেরিত্যাদৌ সংযোগস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেঽপি চ নাতিব্যাপ্তিরি-ত্যপি বদন্তি।"

উদ্ধৃত পাঠ কৃষ্ণদাস (পৃ ১৬৪), ভবানন্দ (পৃ ৩৬০), জগদীশ (পৃ ২৫৫) ও গদাধরের (সোসাইটি সং, পৃ ৭৩৮-৯) সম্মত বটে। ভবানন্দ এ স্থলে ব্যাখ্যা করিতেছেন (পৃ ৩৬০)—

"চকারঃ প্রামাদিক ইতি বহবঃ। বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাদিত্যাদৌ সংযোগস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্ববিরহেঽপি চ নাতিব্যাপ্তিরব্যাপ্তির্ব্বেত্যেব পাঠ ইত্যন্যে।"

আমাদের নিকট রক্ষিত ভাবানন্দীর ৬৮ খ পত্রে এ স্থলে উপব্যাখ্যা আছে, (অন্যে অর্থাৎ) "শ্রীরামভট্টাচার্য্যাঃ"। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শেষোক্ত পাঠ একমাত্র শ্রীরামের পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাঠ অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা,

"কচিচ্চ বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিতি পাঠঃ অগ্রেঽপি নাতিব্যাপ্তিরিতি পাঠঃ। স যদ্যপি অসঙ্গতঃ .. তথাপি কৃৎস্ন্যা ব্যাখ্যেয়ং। বস্তুতস্তু তাদৃশপাঠোঽপ্রামাণিক এবেতি মন্তব্যম্।" (অনুমান-দীধিতিরহস্য, ঢাকার ২০৯৮ সং পুথি, ১৩৩ক পত্র ও পরিষদের ১০৩৮ সং পুথি, ১২২ক পত্র)

অভিজ্ঞ উপব্যাখ্যাকার এ স্থলে সুপ্রসিদ্ধ মথুরানাথের পরিবর্ত্তে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়া একটি মূল্যবান্ কালনির্দ্দেশের সূচনা করিয়াছেন যে, ভবানন্দ শ্রীরামের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং মথুরানাথের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। আমাদের অনুমান ঠিক হইলে শ্রীরাম ভবানন্দেরই বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল ১৫৪০-৬০ খ্রীঃ মধ্যে আপাততঃ নির্ণয় করা যায়।

মথুরানাথের পিতামহ অর্থাৎ শ্রীরামের পিতাও সম্ভবতঃ নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম কিম্বা উপাধি এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। দ্রব্যকিরণাবলীর প্রারম্ভে "অতিবিরসমসারম" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মথুরানাথ দুই স্থলে পিতামহের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'মানবার্ত্তাবিহীনং' পদের সমুদ্রপক্ষে ব্যাখ্যা যথা,

"মানবস্য মানুষস্যার্ত্তি(ঃ) আর্ত্তি পীড়া সাহবিহীনাৎ ত্যক্তলবণজলপানাদিনা যস্মাদিত্যর্থ **ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ**।"

'অসারং' পদের ব্যাখ্যা যথা,

'অকারো বিষ্ণুবচনঃ তেন বিষ্ণুঃ সারো যত্র তমিত্যর্থ **ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ**।"

উভয় স্থলেই লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত হইয়াছে। মথুরানাথের নিজের ব্যাখ্যা এ স্থলে প্রাঞ্জল বটে এবং পিতামহের উল্লেখ পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধামাত্র সূচিত করে।

শ্রীরাম কিম্বা তৎপুত্র মথুরানাথের কুলপরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা নবদ্বীপে একটি প্রাচীন প্রবাদ শুনিয়াছি যে, নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিন জন মহারথী মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর যথাক্রমে রাঢ়ীয়, বৈদিক ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু মথুরানাথ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে।

—

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৪৪ — ১৮৯৮)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্ত্তমান ইং ১৯৪৪ সাল দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম-শতাব্দ। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, সংস্কারক এবং দেশহিতৈষী বলিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি বিশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইদানীং সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধেও নানা দিক্ হইতে আলোচনা সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপের দুই-একটি দিক্ মাত্র আলোচিত হইবে।

দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ' নামে সে যুগে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি সত্য সত্যই অবলার বান্ধব ছিলেন। উক্ত নামে তিনি একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়া অবলাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সাধারণের গোচরীভূত করেন এবং তাহাদের প্রাণে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করেন। বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য উপায়েও তিনি নারীজাতির উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন। দ্বারকানাথ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে* নিজ কর্ম্মস্থল লোনসিংহ হইতে 'অবলাবান্ধব' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকাখানি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আষাঢ় ১৭৯১ শক (১৮৬৯, জুন) সংখ্যায় ইহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

অবলাবান্ধব, পাক্ষিক পত্র। এই পত্রিকা প্রতি পক্ষান্তে ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার নামই ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছে। এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন এই পত্রিকাখানি চিরস্থায়ী হয়।

শ্রাবণ ১২৭৬ [১৮৬৯, জুলাই-আগষ্ট] সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' 'অবলাবান্ধবে'র কথাপ্রসঙ্গে ইহার ভূমিকাও উদ্ধৃত করেন। এই ভূমিকা হইতে 'অবলাবান্ধবে'র উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। উক্ত পত্রিকা লেখেন :—

অবলাবান্ধব। গতবারে পাঠিকাগণকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ঢাকানগর হইতে 'অবলাবান্ধব' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রখানির নামেই ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে। স্ত্রীজাতির কল্যাণসাধনই ইহার লক্ষ্য। পত্রের ভূমিকাতে সম্পাদক লিখিয়াছেন,—

"যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রী সমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্ম-কর্ত্তব্যাবধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যাবিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টা ও আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে সময়ে তাহাও পত্রিকায়

* 'নববার্ষিকী', ১২৮৪। "মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র", পৃ. ১৪৮।

করা যাইবে। এবং যে সকল সুশ্রবণীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয়সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলা-বান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।"

'অবলাবান্ধব' প্রকাশে দ্বারকানাথের প্রধান সহায় ছিলেন ঢাকার প্রাণকুমার দাস প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবক। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

ঐ সালে [১৮৬৯] তিনি 'অবলাবান্ধব' নামে এক সাপ্তাহিক* পত্র বাহির করিলেন। কাগজ-খানি ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল, এবং সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য সভ্য অভয়াকুমার দাস মহাশয়ের পুত্র প্রাণকুমার দাস প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবক তাঁহার সহায় হইলেন। প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কয়েকজনকে 'অবলাবান্ধবে' মধ্যে মধ্যে লিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গেলেন। আমরা 'অবলাবন্ধব' পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাম।"†

'অবলাবান্ধবে'র লেখকশ্রেণী সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় আত্মচরিতে‡ আর একটু বিশদ ভাবে লিখিয়াছেন :—

আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমি কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে বলিয়া কহিয়া তাহাকেও লেখিকা করিয়াছিলাম। 'অবলাবান্ধবে' আমার গদ্যপদ্যাত্মক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তখন তরুণ যুবক। সম্পাদক দ্বারকানাথের নিকট হইতে তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা 'অবলাবান্ধবে'ও প্রকাশিত হইত। নবীনচন্দ্র তাঁহার প্রথম পুস্তক 'অবকাশরঞ্জিনী, প্রথম খণ্ডে'র§ ভূমিকায় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

ঢাকার অবলাবান্ধব নামক পাক্ষিক পত্রিকাতেও তিনি সময়ে সময়ে লিখিতেছেন এবং সম্পাদক আগ্রহের সহিত রচনা গ্রহণ করিতেছেন।

'অবকাশরঞ্জিনী'তে নবীনচন্দ্রের 'অবলা-বান্ধব' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। দ্বারকা-নাথের 'অবলাবান্ধব' তখন যুবক বঙ্গবাসীর মনে, বিশেষতঃ বঙ্গনারীর মনে কিরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা এই কবিতাটিতে সুব্যক্ত। কবিতাটি হইতে প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি মাত্র এখানে দিলাম :—

"বঙ্গের অবলাগণ! এত দিন পরে,
পোহাইল আমাদের বিষাদ শর্ব্বরী,
কি সুখের স্রোত আজি বহিছে অন্তরে,
পুলকে কোমল অঙ্গ উঠিছে শিহরি।
ঘুচাইতে অবলার দুরদৃষ্ট সব,
মিলাইল বিধি এই অবলা বান্ধব।"

---

* ইহা ঠিক নহে। 'অবলাবান্ধব' প্রথমে পাক্ষিক পত্রিকা ছিল।
† 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", ২য় সংস্করণ, পৃ ৩৪২।
‡ ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৭৬।
§ ইহার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১২৭৮ [১৮৭১ খৃষ্টাব্দ]।

প্রকাশের এক বৎসর পরে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখান হইতে ইহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। রাণী স্বর্ণময়ী যাতায়াতের ব্যয় অংশতঃ বহন করেন। বৈশাখ ১২৭৭ 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নের সংবাদ হইতে 'অবলাবান্ধব' স্থানান্তরের সময়ও কতকটা নির্দ্দেশিত হইতেছে। ইহা ১৮৭০, এপ্রিল মাসে সংঘটিত হইয়া থাকিবে।—

অবলা বান্ধব পত্রে শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীর দানের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের সাহায্যার্থে ৫০ টাকা ও যাওয়া আসার পাথেয় বলিয়া ২৫৲ টাকা সমুদয়ে ৭৫৲ টাকা তিনি পুনরায় দান করিয়াছেন।

'অবলাবান্ধব' কিছু কাল পরে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। বাংলা সরকারের অন্তর্গত বেঙ্গল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক সংকলিত মুদ্রিত পুস্তকের যে তালিকা তখন প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার ১৮৭৪, ৩০শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত খণ্ডে 'অবলাবান্ধবে'র নিম্নরূপ উল্লেখ আছে। তখন ইহা মাসিকপত্র।—

"Abalabandhab, Friend of Females, a monthly magazine, Vol vi, No 1.—Dwarkanath Gangopadhyaya· Printed and published at the Roy Press, 11 College Square···30th July 1874—p. 48"

ইহার পরই 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ যে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। দ্বারকানাথ স্ব সম্পাদিত ১২৮৫ বঙ্গাব্দের [ইং ১৮৭৭-৭৮] 'নববার্ষিকী'তে 'অবলা-বান্ধব' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতে ইহার প্রকাশ বন্ধ হইবার সময় ব্যতীত আরও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাইতেছে। এই অংশটি সম্পূর্ণ এখানে দিলাম :—

১৮৬৯ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধব নামক আর একখানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষার বিরোধী ছিলেন।*

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'অবলাবান্ধব' পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। সরকারী পুস্তক-তালিকার ৩১ মার্চ্চ ১৮৮০ খণ্ডে 'অবলাবান্ধবে'র এই মর্ম্মে উল্লেখ আছে—অবলা-বান্ধব, প্রথম খণ্ড, সংখ্যা ৭+৮। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।···২০ নবেম্বর ১৮৭৯। ইহাতে এই পত্রিকা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্যও লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

This periodical is intended for women, and contains articles on a variety of subjects including cookery There is one composition by a female in this number.

নব-পর্য্যায়ের 'অবলাবান্ধব' কত দিন চলিয়াছিল, তাহা সঠিক জানিতে পারি নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, 'অবলাবান্ধবে'র একখানি ফাইলও বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে না। যদি কাহারও নিকট থাকে, জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

যেমন লেখনী পরিচালনা দ্বারা, তেমনি বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্বারকানাথ নারী-

* মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র—স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা, পৃ ১৪৮।

জাতির উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সম্প্রতি বর্ণিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন কুমারী একক্রয়েড। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার তারিখ এত দিন সঠিক জানা ছিল না। ২৮শে নবেম্বর ১৮৭৩ তারিখের 'ভারত সংস্কারক' হইতে জানা যায়, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঐ সনের ১৮ই নবেম্বর। ২৮শে তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' লিখিতেছেন :—

গতবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার মিস্ একক্রয়েডের বিদ্যালয় খুলিয়াছে। আপাততঃ ৫টি ছাত্রী সংগৃহীত হইয়াছে, শিক্ষকের বন্দোবস্ত শীঘ্র হইবে। আমরা আশা করি বিদ্যালয়টির নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় হইয়াছে, ইহার সকল ব্যবস্থা তদনুযায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর অভাব অপূর্ণ থাকিবে না।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী একক্রয়েডের বিবাহ হইবার পরও হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় কিছু কাল চলিয়াছিল। পরে ১৮৭৬, মার্চ্চ মাসে ইহা উঠিয়া যায়। দ্বারকানাথের চেষ্টায় এবং দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসুর অর্থানুকূল্যে ঐ বৎসর জুন মাসেই উহার আদর্শে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।* দ্বারকানাথ এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এখানে অনুসৃত শিক্ষাদান-পদ্ধতি সরকারের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।

দ্বারকানাথের সাহিত্যিক গুণপনার কথাও ইদানীং আলোচিত হইতেছে। তাঁহার রচিত 'বীরনারী', 'জীবনালেখ্য', 'সুরুচির কুটীর' এবং সংকলিত 'জাতীয় সঙ্গীত', 'নববার্ষিকী', 'কবিগাথা' প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বারকানাথের আর একখানি পুস্তকের কথা সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি। এইখানিই মনে হয় তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক। এখানি কবিতার বই, নাম 'পদ্যমালা'। বইখানি এখনও পাই নাই। অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শকের (১৮৬৯) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সমালোচনা দৃষ্টে মনে হয়, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইহা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা 'পদ্যমালা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন :—

"পদ্যমালা। শ্রী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক একখানি অনতিবৃহৎ চম্পূ কাব্য। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি, পরোপকার শক্তি প্রভৃতি কতকগুলি হিতকর বিষয় লইয়া গ্রন্থকার আদ্যোপান্ত পদ্যেতে রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানির সমুদায় অংশই গ্রন্থকারের সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ণনার আড়ম্বর নাই, কল্পনার তীক্ষ্ণতা নাই, গ্রন্থকার কেবল স্পৃহণীয় সাধু ভাবে আর্দ্র হইয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, এই জন্য ইহা পাঠ মাত্রেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও সদ্ভাব জাগং করিয়া দেয়। এইরূপ পদ্যময় পুস্তক বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করান উচিত, তাহা হইলে বালকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে না।

যেমন মনে, তেমনি দেহে দ্বারকানাথ ছিলেন একজন তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার এই সবল দেহমন স্বদেশের সেবায় সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, প্রজা আন্দোলন, শ্রমজীবীদের, বিশেষতঃ চা বাগানের কুলিদের দুঃখ-লাঘব প্রচেষ্টায় দ্বারকানাথের কৃতিত্ব যথেষ্ট।

---

* "নববার্ষিকী" ১২৮৪—'স্ত্রীশিক্ষা', পৃ ৯৮।

ভারতীয় লেখমালায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম.এ., বি.এল., পিএইচ.ডি., ডি.লিট

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং তাঁহার সময়ে কি তাপস, কি পরিব্রাজক, কি নিগ্রন্থ (জৈন), কি আজীবিক, সকল প্রব্রজিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল। পালি ত্রিপিটকে তাপসের সহিত তাপসীর, পরিব্রাজকের সহিত পরিব্রাজিকার, নিগ্রন্থের সহিত নিগ্রন্থিনীর এবং আজীবিকের সহিত আজীবিকিনীর উল্লেখ আছে। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য স্থবির আনন্দের অনুরোধে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে কালক্রমে নারীকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভিক্ষুণীর মধ্যে অনেকেই অর্হত্ব লাভ করেন এবং খ্যাতনামা হন। ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং ভিক্ষুণীসঙ্ঘ পাশাপাশি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উভয়ের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ, শিষ্টাচার শিক্ষা, এবং আদর্শ জীবন গঠনের সুব্যবস্থার জন্য পৃথক্ ভাবে ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ এবং ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ প্রণীত হইয়াছিল। ত্রিপিটকে স্থবিরগাথার সহিত স্থবিরা-গাথা, স্থবির-অবদানের সহিত স্থবিরা-অবদান স্থান পাইয়াছিল। ভারতীয় লেখমালাদির সাহায্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘের ক্রম-বিকাশ প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর বহু রহস্যপূর্ণ লেখমালার পরবর্ত্তী ভারতীয় লেখমালার মধ্যে অশোক অনুশাসনাবলী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। সম্রাট্ অশোকের ভাব্রু ও সঙ্ঘভেদমূলক স্তম্ভানুশাসনে ভিক্ষুণী ও ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উল্লেখ আছে। সঙ্ঘভেদমূলক স্তম্ভানুশাসনের এ যাবৎ তিনটী পৃথক্ সংস্করণ সারনাথ, কৌশাম্বী এবং সাঞ্চীস্তম্ভের উপর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তৎকালে প্রচলিত বুদ্ধবচন হইতে সাতটী ধর্ম্মপর্য্যায় বা সূত্র নির্ব্বাচন করিয়া প্রিয়দর্শী রাজা অশোক তাঁহার ভাব্রু অনুশাসনে বলিতেছেন:—

"এতানি ভংতে ধম্ম-পলিয়ায়ানি ইচ্ছামি কিংতি বহুকে ভিখুপায়ে চা ভিখুনিয়ে চা অভিখিনং সুনেযু চা উপধালয়েযু চা হেবংমেবা উপাসকা চা উপাসিকা চা"।

"এই ধর্ম্মপর্য্যায়গুলিই আমি ইচ্ছা করি যে, বহুসংখ্যক ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী নিত্য শ্রবণ এবং স্মরণ করিবেন। উপাসক এবং উপাসিকারাও ঠিক তাহাই করিবেন।"

সঙ্ঘভেদ-অনুশাসনে যাহাতে সঙ্ঘে পুনরায় ভেদ না ঘটে, তজ্জন্য তিনি কঠোর দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিয়া বলিতেছেন—

"এ চুং খো ভিখু বা ভিখুনি বা সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি দুসানি সংনংধাপয়িয়া আনাবাসসি আবাসয়িয়ে। হেবং ইয়ং সাসনে ভিখু সংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপয়িতবে।"

"যে কেহ, ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী, সংঘকে বিভক্ত করিবেন, তাঁহাকে শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর অনুপযোগী আবাসে বাস করাইবে (অর্থাৎ সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে)।"

মহাবংস নামে সুপ্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সমগ্র জম্বুদ্বীপে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে ৮৪,০০০ চৈত্য সহ বিহার[১] নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মাশোক পাটলিপুত্রে যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে আশী কোটী ভিক্ষু এবং নব্বই লক্ষ ভিক্ষুণী যোগদান করিয়াছিল। যে সকল ভিক্ষুণী সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক হাজার ভিক্ষুণী অর্হত্ব লাভের যোগ্য ছিল।

তস্মিং সমাগমে আসুং অসীতিভিক্খুকোটিয়ো,
অহেসুং সতসহস্সং তেসু খীণাসবা যতী।
নবুতি সতসহস্সানি আসুং ভিক্খুণিয়ো তহিং,
খীণাসবা ভিক্খুণিয়া সহস্সং আসু তাসু তু[২]।

কথিত আছে যে, রাজ্যাভিষেকের অষ্টাদশ বর্ষে স্থবির মৌদ্গলীপুত্র তিষ্য কথাবত্থু নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন পর্য্যন্ত মধ্যদেশে প্রচলিত ছিল। প্রত্যন্তজনপদসমূহে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদিগের যাতায়াত ছিল না—'যত্থ নত্থি গতি ভিক্খূনং ভিক্খুণীনং'।

সম্রাট্ অশোকের রাজ্যাভিষেকের ষষ্ঠ বর্ষে তাঁহার বিবাহিতা প্রিয়দুহিতা সঙ্ঘমিত্রা আঠারো বৎসর বয়সে বৌদ্ধ সঙ্ঘে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষার সময়ে ভিক্ষুণী ধর্ম্মপালা উপাধ্যায়ের এবং আয়ুপালা আচার্য্যের কার্য্য করেন[৩]। তাঁহার রাজত্বকালে স্থবির মহেন্দ্র কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং লঙ্কার নারীদিগকে দীক্ষাদানের জন্য সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করা হয়। সঙ্ঘমিত্রা এগার জন ভিক্ষুণী সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট অনুলা এবং আরো অনেক নারী ভিক্ষুণীব্রতে দীক্ষিতা হন। সেখানে তাঁহাদের থাকিবার জন্য উপাসিকা বিহার নামে একটী ভিক্ষুণী-আবাস নির্ম্মিত হয়। পরে সঙ্ঘমিত্রার ইচ্ছানুযায়ী হত্থাঢকবিহার নামে অপর একটী বৃহৎ ভিক্ষুণী-আবাস নির্ম্মিত হয়[৪]।

অশোকের পরবর্ত্তী যুগে ও শুঙ্গমিত্রবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে ভিক্ষুণীদিগের পদ-মর্য্যাদার আভাস সাঞ্চি ও ভর্হুৎস্তূপের লেখমালা হইতে পাওয়া যায়। ভিক্ষুগণ ভদন্ত (প্রাঃ ভদংত, ভয়ংত), আর্য্য (প্রাঃ অয়), কিংবা ভদন্ত-আর্য্য বলিয়া সম্মানিত হইত। ভিক্ষুণী-গণের সেরূপ কোন পদবী ছিল না। ভিক্ষুণীগণ ভিখুনী বা ভিছুনী নামেই পরিচিত ছিল[৫]। কোন কোন স্থানে ভিক্ষুণীর অধীনে[৬] কিংবা ভিক্ষুর অধীনে[৭] ভিক্ষুণী শিষ্যা ছিল, কিন্তু কোথাও

১। দিব্যাবদান মতে ধর্ম্মরাজিকা বা স্তূপ সহ বিহার।

২। মহাবংস, ৫, ১৮৬-১৮৭।

৩। ঐ, ৫, ২০৮।

৪। মহাবংস, ১৯, ৮২-৮৩।

৫। Barua, Barhut, Bk. 1, p 45.

৬। Luder's List of Brahmi Inscriptions, Nos. 573, 589: মিত্রসিরির অন্তেবাসিনী ধমদেবা, গড়ার অন্তেবাসিনী মুলা।

৭। *Ibid.*, No 38

ভিক্ষু ভিক্ষুণীর শিষ্য হয় নাই। ভিক্ষুর ন্যায় ভিক্ষুণীও দীক্ষার সময় গুরুদত্ত নাম গ্রহণ করিত[১]। অথবা কোন কোন স্থলে পূর্ব্বনাম বজায় রাখিত[২]। উজেনি (উজ্জয়িনী), কাকন্দী, কাছুপথ (কক্ষুপথ); কাপাসিগাম (কার্পাসিগ্রাম), কুরম, কুরর, কুরর ঘর, চুদঠীল (চুন্দষ্টিল্য ?), তুম্ববন, নন্দিনগর, পেমুষ, ভোজকট, মডলছিকট (মণ্ডলাক্ষিকট), মাহিংসতী (মাহিষ্মতী), মোরগিরি (ময়ূরগিরি), বাঘুমত, বাড়িবহন এবং বিদিশা প্রভৃতি সাঞ্চি এবং ভর্হুতের নিকটবর্ত্তী স্থান-গুলির সহিত ভিক্ষুণীদিগের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল।

বুদ্ধগয়ার পুরাতন লেখমালার মধ্যে দুইটীতে ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের ভার্য্যা কুরঙ্গী নামে পরিচিত। বহু স্থলে তিনি অয়া কুরংগী (আর্য্যা কুরঙ্গী) নামে প্রসিদ্ধ। কুষাণ রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মোত্তরীয় সম্প্রদায়ে ভিক্ষুণীদিগের বাসের জন্যই একটী আবাস নির্ম্মিত হয়[৩]। ভিক্ষুণী বুদ্ধমিত্রার ভগিনীর কন্যা ভিক্ষুণী ধনবতী মাথুরবনে একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ধনবতী ত্রিপিটকশাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু বলের অন্তেবাসিনী ছিলেন এবং স্বয়ং ত্রিপিটক আয়ত্ত করেন[৪]। ভিক্ষু বলের প্রাধান্য মথুরা, সারনাথ এবং শ্রাবস্তীতে পরিলক্ষিত হয়। অমরাবতীর আটটী লেখ হইতে জানা যায় যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা লইয়া গঠিত ছিল। এই লেখসমূহে ভিক্ষুণীগণ স্থলবিশেষে শ্রমণী (প্রাঃ সমণিকা) এবং প্রব্রজিতা (প্রাঃ পবজিতা) বলিয়া পরিচিত এবং তাহারা সকলেই দাতা। একটী লেখে ভিক্ষুণী বুধা চৈত্যবন্দক ভদন্ত বুদ্ধির ভগিনী বলিয়া পরিচিত এবং অপর দুইটীতে বুদ্ধরক্ষিতা স্থবির ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিতের এবং নন্দা আর্য্য বুদ্ধরক্ষিতের অন্তেবাসিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ লেখ হইতে জানা যায় যে, বশ্যা (প্রাঃ বসা) নামে এক জন প্রব্রজিতা কেবুরুর অধি-বাসিনী ছিল[৫]।

চৈনিক পর্য্যটক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং একটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, মথুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ বিদ্যমান ছিল। ফা-হিয়েন বলেন যে, ভিক্ষুণীগণ প্রধানতঃ স্থবির আনন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কারণ, তাঁহারই চেষ্টায় ভিক্ষুণীসঙ্ঘের সৃষ্টি হয়[৬]।

উল্লিখিত সংস্কৃত লেখের তারিখ গুপ্তবর্ষ অনুসারে ২৩০ অর্থাৎ ৫৪৯-৫০ খ্রীঃ অব্দ। ইহাতে যশোবিহারে প্রদত্ত শাক্য-ভিক্ষুণী জয়ভট্টার দানের উল্লেখ আছে।[৭] এই লেখের পরবর্ত্তী কোন ভারতীয় লেখের মধ্যে ভিক্ষুণী অথবা ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উল্লেখ আছে কি না, আমরা জানি না।

১। যথা অরহদাসী (অর্হদ্দাসী), অরহদিনা (অর্হদ্দত্তা), ইসিদতা (ঋষিদত্তা), ইসিদিনা, ইসিদাসী, গোতমী, জিতমিতা, দিননাগা (দিল্লাগা), ধমরখিতা, ধমসিরী, বুধরখিতা, সঘরখিতা, সংঘপালিতা।

২। যথা—চণ্ডা, কাড়ী, চিরাতী (কিরাতী), যখী (যক্ষী)।

৩। Luders's List, No. 1152.

৪। *Ibid*, No. 38.

৫। *Ibid*, Nos. 1223, 1240, 1242, 1252, 1257, 1264, 1280, 1315

৬। Beals' *Buddhist Records of the Western World,* Vol. I, p. xxxix.

৭। Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum* Vol. III, pp 273-274.

অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন শঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উল্লেখ নাই কিংবা তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সমসাময়িক কবি বাণের হর্ষচরিতে রাজ্যশ্রী ও হর্ষবর্দ্ধন-সংবাদে রাজ্যশ্রী বলিতেছেন, "অতঃ কাষায়-গ্রহণাভ্যনুজ্ঞয়ানুগৃহ্যতাম্[১]।"

"অতএব আমাকে আমার এই দুঃসময়ে কাষায় ধারণের অনুমতি প্রদান করা হউক।"

তদুত্তরে রাজা বলিলেন, "অবশেষে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে, তাঁহারা উভয়েই কাষায় ধারণ করিবেন।"

চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিঙ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শেষ ভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলেন, "ভারতীয় ভিক্ষুণীগণ চীনদেশীয় ভিক্ষুণী হইতে স্বতন্ত্র, কারণ, তাঁহারা ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করিয়া চলেন এবং সরল ও দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করেন[২]।"

এই সময়েই এ দেশে মহাকবি ভবভূতির আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মালতীমাধব নাটকে পরিব্রাজিকা কামন্দকীর উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা এবং সৌদামিনীনাম্নী কামন্দকীর তিনটী শিষ্যার কথাও বলিয়াছেন।

কবি সুবন্ধুও তাঁহার বাসবদত্তা নামক গ্রন্থে একজন ভিক্ষুকীকে রক্তবস্ত্রপরিহিতা তারার উপাসিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন: ভিক্ষুকীর তারানুরাগ—রক্তাম্বর-ধারিণী।

ভবভূতি বলেন যে, ভিক্ষুণীগণ দক্ষিণ-ভারতের শ্রীপর্ব্বতবাসিনী এবং তাহারা হরিদ্রা-বস্ত্র পরিধান করে এবং ভিক্ষা করে।

তত্কর গুপ্ত নামে একজন অপরিচিত বৌদ্ধ গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে[৩] বজ্রযান কিংবা অগ্রনয়-মহাযান প্রসঙ্গে বলেন যে, এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে উপাসক-উপাসিকার, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর ও শ্রামণের-শ্রামণেরীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতকে রচিত কোন ব্রাহ্মণ, জৈন কিংবা বৌদ্ধ গ্রন্থে ভিক্ষুণী বা ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উল্লেখ নাই।

পালি মহাবংস ও চুল্লবংস গ্রন্থদ্বয়ে অশোকের সমসাময়িক সিংহলরাজ দেবানাম্ প্রিয় তিষ্য হইতে ভূমিচন্দ্র (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) পর্য্যন্ত নৃপতিগণের রাজত্বকালে সিংহলে বহু ভিক্ষুণী-আবাস নির্ম্মাণের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমিচন্দ্রের পরে কোন আবাসের উল্লেখ নাই।

এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগে যে কোনও কারণে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ লোপ পাইয়াছিল। পরিব্রাজক-সঙ্ঘ এবং জৈন-সঙ্ঘ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে।

১। *Harshacarita* (ed. S D Gajendragadkar), p. 247.

২। Takakusu, *A Record of the Buddhist Practices*, p. 80.

৩। আদি কর্ম্মরচনা: তত্র উপাসক উপাসিকা-শ্রামণের-ভিক্ষু-শ্রামণেরী-শিক্ষমানা-ভিক্ষুণী-ত্রিসপ্তানং, স্ত্রীপুরুষাশ্রয় ভেদাৎ সপ্ত-সংস্বরাঃ।

সংস্কৃত ও পারসী

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্

সংস্কৃত ও পারসী উভয়ই এক আর্য্যভাষার দুই শাখা। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। পারসীর ধ্বনিতত্ত্ব জানিলে আমরা অনায়াসে সংস্কৃতের সহিত তাহার সাদৃশ্য নির্ণয় করিতে পারি। প্রাচীন আর্য্যভাষায় জ় (z) এবং ঝ় (zh) ধ্বনি সংস্কৃতে জ, ঝ ধ্বনির সহিত একরূপ হইয়াছে। কিন্তু পারসীতে জ় (z) ধ্বনি রক্ষিত হইয়াছে এবং ঝ় (zh) স্থানে জ় (z) হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যভাষায় মূর্দ্ধন্য ধ্বনি ছিল না। পারসী এই বিষয়ে আর্য্যভাষার ধ্বনি রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যভাষার দীর্ঘ ঋ সংস্কৃত ও পারসী উভয় শাখায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী বিষয়ে সংস্কৃত ও পারসীর মধ্যে আদিম বৈষম্য আছে। আমরা এ স্থলে স্থূলতঃ উভয়ের ধ্বনি তুলনা করিব। আধুনিক সাহিত্যিক পারসী ভাষাই এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য।

১। সংস্কৃতের অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও শব্দের আদিতে ও মধ্যে পারসীতে প্রায়শঃ রক্ষিত। যথা,—অশ্ব—অস্প্, চরতি—চরদ্, আপঃ—আব্, নাম—নাম্, পিতৃ—পিদর্, ভীম—বীম্, উষ্ট্র—উশ্তর্, অঙ্গুষ্ঠ—অন্গুশ্ত্, দূর—দূর্, তেজঃ—তেজ়্, মেষ—মেশ্, দোঃ—দোশ্, রোম—রোম।

২। সংস্কৃতের ঋ শব্দের আদিতে ও মধ্যে পারসীতে র, ইর্, উর্, ই, উ হয়। যথা,—ঋকৃথ—রথ্ত্, ঋচ্ছতি—রসদ্, কৃমি—কির্ম্, মৃত—মুর্দঃ, তৃষ্ণা—তিশ্নঃ, কৃণোতি—কুনদ্, পৃষ্ঠ—পুশ্ত্।

৩। সংস্কৃতের ঔ স্থানে পারসীতে আও হয়। যথা,—গৌঃ—গাও, নৌঃ—নাও।

৪। সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর পারসীতে প্রায় লোপ হয়। যথা,—কাম—কাম্, ভূমি—বুম্, মুষ্টি—মুশ্ত, ক্রতু—খিরদ্, তনু—তন্, দারু—দার্।

৫। সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর পারসীতে কদাচিৎ রক্ষিত। যথা,—জাত—জ়াদঃ, ভূত—বুদঃ, বাহু—বাজ়ূ, জানু—জ়ানূ, শ্মশ্রু—খুস্রূ।

৬। সংস্কৃতের অসংযুক্ত ক গ চ ত দ প ব শব্দের আদিতে পারসীতে অপরিবর্ত্তিত থাকে। যথা,—কঃ—কিঃ, গল—গুলূ, গোধূম—গন্দুম্ চর্ম—চির্ম্, তাপ—তাব্, দাম—দাম্, দন্ত—দন্দান্, পাদ—পায়্, বন্ধ—বন্দ্।

৭। সংস্কৃতের অসংযুক্ত ছ, জ স্থানে পারসীতে যথাক্রমে স, জ় হয়। যথা,—ছায়া—সায়ঃ, জীবন্ত—জ়েন্দঃ, জাত—জ়াদঃ।

৮। সংস্কৃতের অসংযুক্ত ঘ ধ ভ শব্দের আদিতে পারসীতে যথাক্রমে গ, দ, ব হয়। যথা—ঘর্ম—গর্ম্, ধারতি—দারদ্, ধমতি—দমদ্, ভবতি—বুরদ্।

৯। সংস্কৃতের অসংযুক্ত খ, ফ-এর পারসীতে ঘৃষ্ট (spirant) উচ্চারণ হয়। যথা—খর—খর্, নখ—নাখুন্, কফ—কফ্।

১০। সংস্কৃতের অসংযুক্ত অন্তস্থ য, ব শব্দের আদিতে পারসীতে প্রায় বর্গীয় জ, ব হয়। যথা—যব—জও, যুবন্—জবান্, বাত—বাদ্, বিংশতি—বীস্ত, বন—বুন্।

১১। কখন কখন অসংযুক্ত ব স্থানে শব্দের আদিতে পারসীতে গ হয়। যথা—বিষ্টর—গুস্তর, বৃক—গুর্গ, বরাহ—বরাজ্, গুরাজ্, বিতস্তি—বিদস্ত, গিদস্ত।

১২। কখন কখন অসংযুক্ত য, ব অপরিবর্ত্তিত থাকে। যথা—যোগ স্থানে য়োগ্, আজ্ঞায়ত—জয়দ, বহতি—বজদ, নবতি—নবদ্।

১৩। সংস্কৃতের অসংযুক্ত শ, ষ, স স্থানে পারসীতে যথাক্রমে স, শ, হ হয়। যথা—শিরঃ—সর্, ষষ্—শশ্, সপ্ত—হফ্ত। কিন্তু দশ—দহ, শাখা—শাখ, শৃণু—শনু, সৃষ্টি—সিরিশ্ত্।

১৪। সংস্কৃতের অসংযুক্ত হ স্থানে পারসীতে দ কিংবা জ হয়। যথা—হস্ত—দস্ত্, হত—জদঃ, হিমস্থান—জমিস্তান্, বহতি—বজদ।

১৫। সংস্কৃতের বর্গীয় মূর্দ্ধন্য ধ্বনি স্থলে পারসীতে দন্ত্য হয়। যথা—অষ্ট—হশ্ত, পৃষ্ঠ—পুশ্ত্, ষোড়শ—শানজদহ্, মীঢ—মুজ্দ, স্থূণ—স্তুন্, শ্রোণি—স্রীন্, কুণ্ড—কুন্।

১৬। সংস্কৃতের ল স্থানে পারসীতে কখন কখন র হয়। যথা—লোপাশ—রুবাহ্, লিক্ষা—রিশ্ক্।

১৭। সংস্কৃতের ন, ম, র পারসীতে অপরিবর্ত্তিত। যথা—ন—ন, খনতি—কনদ্, মা—ম, সম—হম্, রমতি—রমদ্, নর—নর্।

১৮। সংস্কৃতের অসংযুক্ত ক চ ত প শব্দের মধ্যে ও অন্তে পারসীতে যথাক্রমে গ জ দ ব হয়। যথা—শোক—সোগ, শ্বক—সগ্, পচতি—পোজদ্, আরাম—আরাজ্, ভরতি—বরদ্, মাতৃ—মাদর্, স্বাপ—খ্বাব।

১৯। সংস্কৃতের অসংযুক্ত গ ঘ হ শব্দের মধ্যে ও অন্তে পারসীতে গ হয়। যথা—মৃগ—মুর্গ্, যুগ—জুগ্, মেঘ—মেগ্, দাহ—দাগ্, দ্রোহ—দারোগ্।

২০। সংস্কৃতের অসংযুক্ত থ শব্দের মধ্যে ও অন্তে পারসীতে হ হয়। যথা—গৃথ—গুহ্।

২১। সংস্কৃতের অসংযুক্ত দ ধ শব্দের মধ্যে য় হয় বা লোপ পায়। যথা, খাদতি—খায়দ্, পাদ—পা, পায়্, মধু—ময়্, বধূ—বয়ো, বোধি—বোয়্, বিধবা—বেবঃ।

২২। সংস্কৃতের অসংযুক্ত ভ স্থানে শব্দের মধ্যে বা অন্তে পারসীতে ফ হয়। যথা—নাভি—নাফ্, অভিশাপ—আফসান্।

২৩। সংস্কৃতের অ আ স্বরের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে পারসীতে হ্ হয়; অন্যত্র শ্ হয়। যথা, মাঃ—মাহ্, দোঃ—দোশ্।

২৪। কখন কখন সংস্কৃতের য-ফলার সম্প্রসারণে পারসীতে ইকার হয়। যথা—শ্যাব—সিয়াঃ, জ্যা—জিহ, দ্যুঃ—দী, মধ্য—মিয়ান্।

২৫। সংস্কৃতের চ্য স্থানে পারসীতে শ হয়। যথা—চ্যবতে—শবদ্, চ্যুত—শুদঃ।

২৬। সংস্কৃতের র-ফলাযুক্ত ক প স্থানে পারসীতে যথাক্রমে খ ফ হয়। যথা—ক্রীত—খরীদঃ, ক্রামতি—খরামদ্, ক্রতু—খিরদ্, প্র—ফরা।

২৭। সংস্কৃতে শব্দের অনাদিস্থিত ত্র দ্র স্থানে পারসীতে হর্ হয়। যথা—ক্ষত্র—শহর্, গোত্র—গওহর্, চিত্র—চিহ্রঃ, মিত্র—মিহর্, মুদ্রা—মোহর্ কখন কখন ত্র স্থানে সর্ হয়। যথা,—পুত্র—পুসর্, পিসর্। শব্দের আদিতে ত্র স্থানে স হয়। যথা—ত্রয়ঃ—সে, ত্রিংশ—সী। কিন্তু ত্রৈতন—ফরেদূন্।

২৮। সংস্কৃতের স্র স্থানে পারসীতে র হয়। যথা—স্রোতঃ—রূদ। সংস্কৃতের ব-ফলার পারসীতে লোপ হয় কিংবা সম্প্রসারণে ওকার (উকার) হয়। যথা দ্বার—দর্, দ্বা—দো, ত্বম্—তু।

২৯। সংস্কৃতের শ্ব স্ব স্থানে পারসীতে যথাক্রমে স্প খ্ (খ্ব) হয়। যথা,—শ্বেত—সপেদ, সফেদ, অশ্ব—অস্প্, স্বস—খ্বাহর্, স্বনতি—খ্বানদ্, স্বেদ—খ্বয়্। শ্বশুর (* স্বশুর)—খুসর্, শ্বশ্রূ (*স্বশ্রূ)—খুস্রূ। সংস্কৃতের স্ব, স্ব স্থানে খ্ হয়। যথা,—স্বপ্ত—খুফ্তঃ, শুষ্ক (* স্বষ্ক)—খুশ্ক্, শূকর (সূকর)—খূক, শোণ (সোণ)—খূন।

৩০। সংস্কৃতের ঋং, ঋদ্, রং, রদ্, দ, র্ধ স্থানে পারসীতে ল হয়। যথা,—হৃদ্—দিল্, জরং—জ়াল, শরদ্—সাল, মর্দিত—মলীদঃ, বর্দ্ধিত—বালীদঃ।

৩১। সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে পারসীতে শ হয়। যথা, ক্ষীর—শীর্, ক্ষপা—শব্।

৩২। সংস্কৃতের জ্ঞ স্থানে পারসীতে শন হয়। যথা, যজ্ঞ—জশন্, জ্ঞ—আশ্না।

৩৩। নিম্নে অবশিষ্ট সংস্কৃত ও পারসী যুক্তাক্ষরের ধ্বনি তুলনা করা হইতেছে। যথা,—

সংস্কৃত	পারসী	উদাহরণ
ক্ত	খ্ত	শক্ত—সখ্ত্, ভক্ত—বখ্ত্
কৃথ	খ্ত	ঋকৃথ—রখ্ত্
ক্ম	খ্ম	তোক্ম—তুখ্ম্
ক্র	খ্র	চক্র—চখ্র, শুক্র—সুখ্র
ক্ষ	গস	মক্ষি—মগস্
গ্ধ	খ্ত	দুগ্ধ—দোখ্তঃ
ঙ্গ	ন্গ	রঙ্গ—রন্গ্, ভাঙ্গ—বন্গ্
চ্ছ	স	পৃচ্ছতি—পুর্সদ্, ঋচ্ছতি—রসদ্
জ্জ	গ্জ়	মজ্জা—মগ্জ়্
ঞ্চ	ন্জ	পঞ্চ—পন্জ্
ত্ত	স্ত	মত্ত—মস্ত
ত্র	র	পুত্র—পুর্

ত্র	স	পুত্র—পুস্, দাত্র—দাস
ত্ব	হ	চত্বারি—চহার
ৎস	চ্চ	বৎস—বচ্চহ্
ৎস্য	হী	মৎস্য—মাহী
দ্গ	গ্	মদ্গু—মাগ
দ্ধ	স্ত	বদ্ধ—বস্তঃ
ধ্র	স্র	গৃধ্র্—গুস্র্ঃ
ধ্ম	জ্ম	ইধ্ম—হেজ্ম্
ন্ত	ন্দ	চরন্তি—চরন্দ্, অন্তর্—অন্দর
ন্ত্র	র	তন্ত্র—তার
দ্ম	ন্দ	পদ্মা—পদ্ম
ন্ধ	ন্দ	বন্ধ—বন্দ
প্ত	ফ্ত	সপ্ত হফ্ত, আপ্ত—যাফ্ত
ভ্র	ব্র	অভ্র - অব্র্, ভ্রূ—আব্রূ
ম্ভ	ম	কুম্ভ—খুম
র্ণ	র	পর্ণ—পর্, পূর্ণ—পুর্, দীর্ণ—দর্ঃ,
র্ব্	র	সর্ব—হর্
র্শ	হ্ল	পর্শু—পহ্ল্
র্ষ	শ	কর্ষতি—কশদ্,
র্ষ্ণ	শ্ন্	পার্ষ্ণি—পাশ্নঃ
র্হ	র্জ	অর্হ—অর্জ
শ্চ	স	পশ্চ (পশ্চাৎ)—পস্
শ্ম	সম	অশ্মন্—আস্মান
শ্রু	স্	অশ্রু—অস্
শ্ব	স	অশ্বতর—অস্তর
ষ্ণ	শ্ন্	তৃষ্ণা—তিশ্নঃ
ষ্ঠ	শ্ত	পৃষ্ঠ—পুশ্ত, অঙ্গুষ্ঠ—অন্গুশ্ত
ষ্ম	শ্ম	যুষ্মাকম্—শুমা
স্থ	স্ত	স্থান—অস্তানঃ, অস্থি—অস্ত

৩৪। সংস্কৃতের যুক্তাক্ষরের মধ্যে পারসীতে স্বরভক্তি হয়। যথা,—ভ্রাতৃ—বিরাদর্, স্থূণা—স্তূন, ক্রীত—খরীদঃ, উষ্ট্র—উশ্তর্, শ্বেত—সপেদ্, সফেদ্, যুষ্মাকম্—শুমা।

৩৫। সংস্কৃতের যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে পারসীতে কখন কখন স্বরের প্রহিতি (prothesis) হয়। যথা,—স্থাতুম্—ইস্তাদন্, অশ্রু—আশ্নঃ, ভ্রূ—আব্রূ।

৩৬। সংস্কৃতের যুক্তাক্ষরের পারসীতে কখন কখন স্থিতিবিপর্য্যয় (metathesis) হইয়াছে। যথা, নম্র—নর্ম, শিক্ষা—বিশ্‌ক্‌, চক্র—চর্খ্‌।

৩৭। পারসীতে কখন কখন আদ্য স্বরের লোপ হইয়াছে। যথা,—উষ্ট্র—শুতর্‌, উপরি—বর্‌, অন্তর্‌—দর।

৩৮। পারসীতে কখন কখন আদ্য স্বরের পূর্ব্বে য় আগম হয়। যথা, এক—য়ক্‌, আপ্ত—য়াফ্‌ত্‌।

৩৯। পারসীতে কখন কখন আদ্য স্বরের পূর্ব্বে হ আগম হইয়াছে। যথা,—ইধ্ম—হেজ্‌ম্‌, অস্থি—হস্ত্‌, অষ্ট—হশ্‌ত্‌, উষা—হোশ্‌।

৪০। পারসীতে কখন কখন আদ্য স্বরের পূর্ব্বে খ আগম হইয়াছে। যথা,—আম—খাম্‌, ইষ্ট (ইষ্টক)—খিশ্‌ত, ঋক্ষ—খির্‌শ্‌, ঋষ্টি—খিশ্‌ত্‌, উষ্ম—খিশ্‌ম।

৪১। পারসীতে কখন কখন আদ্য সজাত হকারের লোপ হয়। যথা, সংস্কৃত সচা—প্রাচীন পারসী হচা—আধুনিক পারসী অজ্‌, সংস্কৃত সংগমন, প্রাচীন পারসী হনজমন, আধুনিক পারসী আন্‌জুমন্‌।

৪২। পারসীতে কখন কখন শব্দের মধ্যে হকারের লোপ হয়। যথা,—চত্বারি—চহার, চার, পুত্র—পুহর্‌—পুর্‌, চরসি—* চরহি—চরী।

৪৩। বর্ত্তমান কালের রূপগুলি সংস্কৃতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

সং	পা,	সং	পা,
ভরতি	বরদ্‌	ভরন্তি	বরন্দ্‌
ধারয়সি	দারী	ধারয়থ	দারেদ্‌
ভরামি	বরম্‌	ধারয়ামি	দারেম

কবিকঙ্কণের সিদ্ধিক্ষেত্র

"পুকুর-আড়া"

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' একখানি প্রসিদ্ধ কাব্য। বঙ্গ সাহিত্যে ইহা আদর্শ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল বা চণ্ডীকাব্য বলিয়াই ইহা সম্যক পরিচিত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবিকঙ্কণ ইহার উৎপত্তির কারণে বলিয়াছেন যে, দেবী চণ্ডীর আদেশে তিনি ইহা রচনা করেন এবং এই 'প্রত্যাদেশ' তিনি "পুকুর-আড়া" নামক স্থানে প্রাপ্ত হন।

তাঁহার বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিলিমাবাজ পরগণার দামুন্যা গ্রামে। ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া এই গ্রামে তাঁহারা বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ডিহিদারের অত্যাচারে সপরিবারে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পথে নানাবিধ কষ্ট পাইয়া তিনি 'পুকুর-আড়ায়'[1] উপনীত হইলেন। কুমুদ-প্রসূনে ইষ্টদেবীর পূজা করিলেন এবং শালুক-নাড়ার নৈবেদ্য দিলেন। কবি বলিতেছেন,—

আশ্রয়ী পুকুর আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া
পূজা কৈনু কুমুদপ্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা গেনু সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।
করে লয়ে পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখিল কবিত্ব॥

কবিকঙ্কণের সিদ্ধিক্ষেত্র পুকুর আড়ার নিদর্শন এখন পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্রকোণার অনতিদূরে ক্ষীরপাই গ্রামের সংশ্লিষ্ট গঙ্গাদাসপুর নামে একটি গ্রাম আছে—এই গ্রামেই আড়া পুষ্করিণী বিদ্যমান। আড়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে ৺বিশালাক্ষী দেবীর একটী স্থান আছে। বিশালাক্ষীতলা বা বিশালাক্ষীর থান বলিয়া পরিচিত এবং আজও এই থানের বেশ প্রসিদ্ধি আছে। দেবীর কোন মূর্ত্তি বা মন্দির নাই। বৃক্ষতলে মৃণ্ময় বেদীর উপর এক খণ্ড প্রস্তরে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের দুর্গানবমীতে বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। ঐ আড়া পুকুরের শালুক ফুলে দেবীর পূজা হয়, শালুক ফুলের মালা দেবীকে দেওয়া হয় এবং শালুক নাড়ার নৈবেদ্য আজও দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হইয়া থাকে। গঙ্গাদাসপুরের

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীতে পুকুর আড়ার অর্থ করা হইয়াছে পুকুর পার।

প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই দেবীর সেবাইত এবং দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচালন করিয়া থাকেন। সিংহ মহাশয় কবিকঙ্কণের সিদ্ধিক্ষেত্র এই পুকুর-আড়ার সন্ধান আমাকে দিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—গঙ্গাদাসপুর গ্রামের স্থাপয়িতা ছিলেন ৺গঙ্গাদাস বা গঙ্গাহরি সরকার মহাশয় জাতি কায়স্থ। তিনি বর্দ্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। দুরারোগ্য উৎকট কর্ণরোগে তিনি বহু দিন যাবৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্যাধির যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া তিনি এই স্থানে উপস্থিত হন এবং এই বিশালাক্ষীতলায় "হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাকেন। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার নিদ্রা ছিল না। এই স্থানে পড়িয়াই তিনি গভীর নিদ্রাগত হন। তিন দিন তিন রাত্রির পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি রোগযন্ত্রণা হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ করেন। সেই হইতে তিনি এখানে থাকিয়া যান এবং এই গঙ্গাদাসপুরের পত্তন করেন। তৎকালে ক্ষীরপাই গ্রামের নিকট কাশীগঞ্জ একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। হিজলি কাঁথি হইতে বহুল পরিমাণে লবণ এখানে আমদানি হইত এবং বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জঙ্গলমহালে চালান যাইত। সরকার মহাশয় এই স্থানে লবণের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন করেন। ৺বিশালাক্ষী দেবীর নামেও বহু ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করেন। আজিও ইহার উপস্বত্ব হইতে দেবীর পূজা নির্বাহ হইতেছে। ক্ষীরপাই, রাধানগর, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ, ফরাসী, আরমানিদিগের রেশমের কুঠী ছিল। পরবর্ত্তী কালে সরকারবংশীয় বহু ব্যক্তি এই সব কুঠীতে দেওয়ানী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাসপুরের সরকার বংশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কবিকঙ্কণ আড়া পুষ্করিণীতে সিদ্ধি লাভ করিয়া কয়েক দিন গঙ্গাদাস সরকার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এখানেই অমর কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের অধিবাস বা রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আরড়া নগরে কবিকে তিনি পাঠাইবার ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তথায় অভয়ামঙ্গল সমাপ্ত হইলে সরকার মহাশয়, লিপিকার ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ঐ পুথির এক খণ্ড নকল আনাইয়া স্বীয় বংশে রাখিয়াছিলেন। পুথিখানি চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কবিকঙ্কণের সময়ে এ দেশ মুসলমান রাজত্বের অত্যাচার হইতে অনেকাংশে মুক্ত ছিল। টোডর মল্লের রাজস্ব হিসাবে এ প্রদেশ তখন পেশকোষের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং এ দেশের ভূম্যধিকারীরা অনেকাংশে স্বাধীন ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বে বিজাতীয় উপদ্রবের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইত। নিরুপদ্রবে বাস করিবার জন্য কবিকঙ্কণ এ দেশ অভিমুখেই যাত্রা করিয়াছিলেন।

সে কালে বর্দ্ধমান হইতে এ দেশে আসিবার দুইটী প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ত রাজপথ ছিল। একটী নন্দকাপাসিয়ার জাঙাল বলিয়া পরিচিত। তখনকার সরকারী কাগজ-পত্রে বাদশাহী "সড়প" নামে অভিহিত। এ পথের পরিচয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩১শ, ৩য় সংখ্যা) "জালন্দার গড়" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ এ পথে আসেন নাই। তিনি অন্য পথ ধরিয়াছিলেন। এই পথটী বর্দ্ধমান হইতে মান্দারণ হইয়া বরাবর

দক্ষিণে পিংলাস, ঝাঁকরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান নেড়া দেউলের নিকট কেশরখেড়ে নামক স্থানে মেদিনীপুর যাইবার রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর দেশ হইতে ৺পুরীধাম যাইতে এই পথই অধিক ব্যবহৃত হইত। কবিকঙ্কণ মান্দারণে দারুকেশ্বর পার হইয়া, এই রাজমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত "কুলিরাস্তা" ধরিয়াছিলেন। এই কুলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া ঈষৎ দক্ষিণ অভিমুখে নেকড়বাগ, লিছ্নার ৺শান্তিনাথ দেবের মন্দিরতল বাহিয়া, বেলাদণ্ড, গোহালডাঙা, মাড় গঙ্গাদাসপুর গ্রামগুলির মধ্য দিয়া ক্ষীরপাই গ্রামে ঘাটাল রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। কবির "আশ্রয়ী পুকুর আড়া" এই পথপার্শ্বে ই অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ রেণেল সাহেবের মানচিত্রেও ইহার অবস্থান দেখা যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ঊনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। গত ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৫	...	৪
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৭	...	১৭
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৫	...	১২
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮৩১	...	৯৩১
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২০	...	৭
		৮৭৮		৯৭১

(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য-নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৪ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৩। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৪। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে কেহ আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা,

৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, এবং ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—নূতন নিয়মানুসারে অধ্যাপক-সদস্যের স্থিতিকাল দুই বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে চারি জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ৮ জন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৩। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৪। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, ৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, ৭। শ্রীরাধাচরণ ব্যাকরণকাব্যস্মৃতিতীর্থ, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ, ৯। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ, ১০। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ১১। শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এবং ১২। শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

(ঘ) **মৌলভী-সদস্য**—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) **সাধারণ-সদস্য**—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩১ ছিল। বর্ষমধ্যে ১০ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৮৪ জন পদত্যাগ করায় তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৬ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯৩১ হইয়াছে।

(চ) **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষারম্ভে ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত এবং ৪ জন পুরাতন সদস্য পুনর্নির্ব্বাচিত হন। পুনর্নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে ২ জন সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নিয়ম অনুসারে ১৭ জন সদস্যের স্থিতিকাল ২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নাম বাদ গিয়াছে। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ৭ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ

বিশিষ্ট-সদস্য—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাধারণ সদস্য—১। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ, ৩। গণেশচন্দ্র শীল, ৪। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, ৫। তারকনাথ রায়, ৬। পুলিনবিহারী দাস, ৭। ভূতনাথ দে, ৮। স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ৯। বাসন্তীচরণ সিংহ এম-এ, বি-এল, ১০। সুপ্রকাশ ঘোষ, এবং ১১। সুরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার সহিত পরিষদের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মের সূচনা হইতে ইহার দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের সহিত হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচর প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্রূপে পরিণত হয়। তদবধি হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনান্তকাল (১৩৪৯।৩০ ভাদ্র) পর্য্যন্ত পরিষদের সহিত নানা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতে সদস্য ছিলেন এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি ১৩৩১।৩৭।৪৪।৪৫।৪৬—এই পাঁচ বৎসর সভাপতি, ১৩২৯,৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৮।৩৯।৪১।৪৭।৪৮।৪৯—এই ১২ বৎসর সহকারী সভাপতি, ১৩০৪।০৫ বঙ্গাব্দে সম্পাদক এবং ১৩০৬—১০ ও ১৩১৪—২২ এই চৌদ্দ বৎসর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি ও ১৩১০ বঙ্গাব্দে উহার উত্তর কাণ্ড সম্পাদন করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থ পরিষদ্গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করেন। পরিষদের অধিবেশনে তিনি বহু প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১১শ অধিবেশনে (ঢাকায়) এবং ২০শ অধিবেশনে (চন্দননগরে) মূল সভাপতি এবং বর্দ্ধমানে ৮ম অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রমেশ-ভবনের ন্যাস-রক্ষক ছিলেন। এই দুর্দ্দিনে হীরেন্দ্রনাথের ন্যায় আজন্ম-সুহৃৎকে হারাইয়া পরিষৎ অপরিসীম ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

১। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। চারুচন্দ্র মিত্র, ৩। ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। স্যর নীলরতন সরকার, ৫। হরদয়াল নাগ, ৬। যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ৭। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৮। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ৯। ডক্টর হীরালাল হালদার।

ইঁহাদের মধ্যে আলিপুর কোর্টের উকীল চারুচন্দ্র মিত্র সহকারী সম্পাদক এবং যতীন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ এবং অধিবেশনে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। হরদয়াল নাগ ব্যতীত ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন ও (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন।**—৯ই শ্রাবণ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক,

সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১৩৪৯।২২এ আশ্বিন প্রথম, ২৩এ অগ্রহায়ণ দ্বিতীয়, ২৫এ পৌষ তৃতীয়, ২৫এ মাঘ চতুর্থ, ২৩এ ফাল্গুন পঞ্চম, ২৪এ চৈত্র ষষ্ঠ, ১৩৫০।২৪এ বৈশাখ সপ্তম, ৮ই আষাঢ় অষ্টম, এবং ২৮এ শ্রাবণ নবম মাসিক অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য (সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ) ব্যতীত ৩য় অধিবেশনে পরিষদ্-মন্দির ও রমেশ-ভবনের ন্যাস-রক্ষক নির্ব্বাচন, ৫ম অধিবেশনে নিয়মাবলী সংশোধন এবং পরলোকগত সদস্য জে. সি. ব্যানার্জির চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সপ্তম মাসিক অধিবেশনে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিক স্মৃতি-সভা ও তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। ১৪ই কার্ত্তিক রবীন্দ্রনাথের, ২। ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের, ৩। বর্ত্তমান বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর, এবং ৪। ১৪ই আষাঢ় মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়।

(ঘ) শোক-সভা—১৫ই কার্ত্তিক। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই দিন পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। বর্ত্তমান বর্ষের ২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনে পরিষদের নামের বানানে যে বৈষম্য ছিল, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত হয়, এবং ২। ২৩এ আষাঢ়ের বিশেষ অধিবেশনে উক্ত ২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—২৮এ কার্ত্তিক বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার এন. এন. দাস 'ব্যাক্‌টেরিয়া ও ভাইরাস' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন।

সংবর্দ্ধনা

(ক) বর্ত্তমান বর্ষের ২রা জ্যৈষ্ঠ ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের বালীগঞ্জস্থ ভবনে পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ সংবর্দ্ধনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে এক মানপত্র (চন্দনকাষ্ঠের পেটিকা সমেত) দেওয়া হয়।

পঞ্চাশত্তম এবং একপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব

(ক) আলোচ্য বর্ষের ১০ই শ্রাবণ পরিষদের পঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষিগণ বহু গ্রন্থ, প্রাচীন পুথি, নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সাঁওতালগণের ব্যবহৃত দ্রব্য দান করেন।

(খ) বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের একপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব হয়। এই উপলক্ষেও প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুথি, পুস্তকাদি পরিষদের হিতৈষিগণ উপহার দেন। শ্রীরমেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার স্বর্গগত কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চ্চায় উৎসাহদানার্থ 'লীলাদেবী স্মৃতি ভাণ্ডার' স্থাপনের জন্য যে ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হয়। তিনি ঐ সঙ্গে ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য লীলা দেবীর রচিত যে পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা হয়। এই দুইটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সহৃদয় ও হিতৈষী বন্ধু বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই উৎসবে পরিষদের প্রথম বৎসরের সভ্য ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। যে সকল শিল্পী আবৃত্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের দ্বারা সমাগত সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, **সহকারী সভাপতি**—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন (পরলোকগমনের পর) শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীতিনকড়ি বসু (পদত্যাগ করায়) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, **কোষাধ্যক্ষ**—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের দৈনন্দিন অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের মাসিক বেতনের উপর কিছু কিছু ভাতা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—(ক) গত পূজার সময় সমস্ত কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের

অর্দ্ধ মাসের বেতন বোনাস্, (খ) ত্রিশ টাকা বা তন্নিম্ন বেতনভোগীদিগকে প্রতি মাসে ৪।৫৲ হিসাবে ভাতা এবং (গ) এই শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের প্রত্যেককে পূজার সময় একখানি করিয়া ধুতি দেওয়া হয়। সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের জন্যও বজেটে কর্ম্মচারীদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৩। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। শ্রীদুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীশরৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৬। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ১৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ২০। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২১। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ২৪। রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায়, ২৫। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৬। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীসুধীরকুমার রায় চৌধুরী, এবং ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হয়—

১। পাঠ্য পুস্তকে চলতি ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে বেঙ্গল টেক্স্‌ট বুক কমিটির প্রস্তাবের উত্তরে জানান হয় যে, পরিষদের মতে পাঠ্য পুস্তকে চলতি ভাষা প্রচলন কর্ত্তব্য নহে।

২। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতিতে রায় বাহাদুর শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (গ) জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এবং (ঘ) সরোজিনী বসু পদক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীঈশানচন্দ্র রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৫। বর্ত্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়া আদেশ লইবার অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যালয়ের সকল প্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার ভার সম্পাদকের উপর অর্পিত হইয়াছে।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয়-সমিতি,

৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতিসভা ও রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিসভা-আহ্বান-সমিতি, ১০। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংবর্দ্ধনা-সমিতি, ১১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি, ১২। প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়—১

„ শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়—২

প্রাচীন মূর্ত্তি—শ্রীমতী বেলাবাসিনী গুহ—২টি

সাঁওতালদিগের ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্য এবং তন্মধ্যস্থ একটি লিপিযুক্ত লাঠি—ডক্টর শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

প্রাচীন নক্‌শাযুক্ত ইষ্টক—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন চন্দননগরের কতকগুলি ঐতিহাসিক স্থানের ফোটো—শ্রীহরিহর শেঠ

কবি নবীনচন্দ্র সেন-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের হস্তলিপি—(ক) কুরুক্ষেত্র, (খ) রৈবতক, (গ) খৃষ্ট, (ঘ) আমার জীবন (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম), (ঙ) অমৃতাভ, (চ) ভানুমতী, (ছ) প্রভাস, (জ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং (ঝ) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। এইগুলি কবিবরের পৌত্রী শ্রীযুক্তা কবিতারাণী দাশগুপ্তা, শ্রীযুক্তা বাণারাণী সেনগুপ্তা এবং শ্রীযুক্তা অমৃতারাণী দেবী মহাশয়ার প্রদত্ত এবং রায় বাহাদুর শ্রীসরলকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্য চিত্রশালার দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় মোট ৪৬ খানি পুথি সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উপহার-স্বরূপে প্রাপ্ত পুথি ৩৪ খানি এবং পূর্ব্বসঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ১২ খানি। মোট ৪৬ খানি পুথির মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৪২ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৪ খানি। যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি পুথি উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত (২৭ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (৪ খানি), শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল (২ খানি), শ্রীদেবেশচন্দ্র ভৌমিক (১ খানি)। বর্ষশেষে সর্ব্বরকম পুথির

সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাঙ্গালা ৩২৪১, সংস্কৃত ২৩৬৭, তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ১৩, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২, মোট ৫৮৭৪।

কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্তের প্রদত্ত পুথির মধ্যে চক্রদত্ত গ্রন্থের 'রত্নপ্রভা' নামে একখানি প্রাচীন টীকা পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি খণ্ডিত হইলেও বিশেষ মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত পুথি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত পুথির মধ্যে মনোহর কবির 'গোপালচরিত', টুণ্টুকনাথের 'রমেন্দ্রচিন্তামণি' ও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের কৃত মহাভারত—আদি পর্ব্বের বাংলা অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব-সংগৃহীত পুথির মধ্যে রূপগোস্বামীর 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয় (১১১৬) ডক্টর শ্রীসুশীল-কুমার দে তাঁহার *Vaisnava Faith and Movement* গ্রন্থে (পৃ ৫১৪-৫) মুদ্রিত করিয়াছেন এবং শিবরাম ঘোষের কালিকামঙ্গলের বিস্তৃত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার আলোচ্য বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ' নামক প্রবন্ধে পুথিশালাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। *Indian Historical Quarterly* পত্রিকায় (১৯।৬৫-৭) এ সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়-প্রমুখ অনেক সদস্য পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া অনেক পুথি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ পর্য্যালোচিত পুথির সংখ্যা—৫১। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে একখানি পুথি ধার লইয়াছিলেন।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের ২০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে স্বর্গীয় জে. সি. ব্যানার্জির পত্নী শ্রীযুক্তা সরসীবালা দেবীর ২৮২ খানি ও ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর ১২৬ খানি পুস্তক দান ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা: শ্রীপুলিনবিহারী সেন—(১) রবীন্দ্রনাথ-লিখিত রামমোহন রায়, ১ম সং। (২) শ্রীকনক সরকার—(ক) নিশাকুসুম ১২৮৪, (খ) কবিতাকুসুম-মালা, ১ম ভাগ ১২৯০, (গ) দোললীলা, ১৮৭৮, (ঘ) গোপালতাপনী ১২৮০, (ঙ) নিষ্ফল তরু ১২৮৪। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ—(ক) নীতিগর্ভ প্রস্তুতি প্রসঙ্গ, ১২৭৬, (খ) রাসরসামৃত, ২য় সং ১২৬১; (গ) প্রমোদকুমার নাটিকা, ১৮৭৬; (ঘ) ক্রীলফের নীতিগল্প, ১৮৭০; (ঙ) মনোরঞ্জন ইতিহাস, ১৮৫৪; (চ) জীবরহস্য, ২য় ভাগ, ১৮৬১; (ছ) চিত্তোবিনোদ, ১২৬৪, (জ) গোপালকামিনী, ১৮৫৬, (ঝ) সত্য চন্দ্রোদয়, ১৯১১ সংবৎ। শ্রীদীনেশচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য :—Hooghly College Register 1836—1936, শ্রীক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়—(ক) নব্যভারত, ১২৯৩, (খ) ঐ ১২৯৪, (গ) বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ—আশ্বিন; (ঘ) প্রচার, ৩য় বর্ষ, ১২৯৩-৯৪, (ঙ) কৃষিতত্ত্ব, ১২৯০, (চ) আলোচনা, ১ম বর্ষ, (ছ) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, ২য় সং, ১৯১১ সংবৎ।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

১। Reis and Rayyat, 1882, 1898, ২। Account of the Writings, Religions and Manners of the Hindoos, in 4 vols (W. Ward) 1811; ৩। বৃত্রসংহার ১।২ খণ্ড, ৩য় সং, ১৮৯১, ৪। Index to the Press Lists of the Department of Records. 1748-1800; ৫। Babar (Lane-Poole), ৬। দত্তকমীমাংসা (ভরতচন্দ্র শিরোমণি), ৭। দত্তকচন্দ্রিকা (ভরতচন্দ্র শিরোমণি) ১৮৫৭, ৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৮৩০, ৯। Bengal Celebrities, vols. I and II, ১০। David Hare (Pearychand Mittra) 1877, ১১। History of the Bengali Literature in the 19th Century (S. K. De), ১২। বিবিধতত্ত্ব (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়), ১৩। ফলিত জ্যোতিষ ১ম-১০ সংখ্যা, (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়)।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তকাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Imperial Library, ৭। Government Printing, Bengal, ৮। Curator, Dacca Museum, ৯। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১০। Government Museum, Madras, ১১। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩। বিশ্বভারতী, ১৪। বঙ্গন পাবলিশিং হাউস, ১৫। এম. কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৬। ম্যানেজার—দীপালী গ্রন্থমালা, ১৭। Government of India, ১৮। Keeper of the Records of the Govt of India

কলিকাতা কর্পোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ দান করিয়াছেন। পুস্তকালয়-সমিতির নির্দ্দেশমত পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছিল।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায়** নিম্নোক্ত-সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, ১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, এবং ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের

সৌজন্যে পরিষদেব স্বর্ণকুমাবী-স্মৃতি-তহবিলেব উদ্বৃত্ত সুদেব টাকায 'স্বর্ণকুমাবী দেবী' মুদ্রণের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। অত্যল্প কালেব মধ্যে এই চরিতমালাব গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষমধ্যে ১ম সংখ্যা হইতে ২৩শ সংখ্যক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশ কবিতে হইয়াছে।

এই চবিতমালাব 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস উভয়ের রচিত, 'বাধাকান্ত দেব' শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলেব বচিত এবং অবশিষ্টগুলি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। এই সকল গ্রন্থ সম্পাদনেব জন্য লেখকগণ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ কবেন নাই।

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসেব সম্পাদনায় আলোচ্য বর্ষে ভাবতচন্দ্রেব সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী টীকা-টিপ্পনী সহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকগণ এই গ্রন্থ সম্পাদনেব জন্য কোন পাবিশ্রমিক গ্রহণ কবেন নাই।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে এবং ঝাড়-গ্রামবাজের পক্ষে শ্রী বি. আব. সেনেব অনুমোদনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসেব সম্পাদনায় দীনবন্ধু মিত্রেব সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। বর্ষমধ্যে 'নীলদর্পণ' ও 'সধবাব একাদশী' প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'জামাই বাবিক' যন্ত্রস্থ বহিয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকদ্বয় কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী—আলোচ্য বর্ষে ১। দেবী চৌধুবাণী ও ২। কৃষ্ণকান্তের উইল নিঃশেষিত হওয়ায় উহাদের দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থেব সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষেব শেষে মধুসূদন-গ্রন্থাবলীব অন্তর্গত ১২ খানি গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমাবী নাটক' যন্ত্রস্থ। অবশিষ্টগুলি ক্রমশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা কবা হইবে। এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়—'সাহিত্য-নিকেতন' হইতে প্রকাশিত ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-বচিত রবীন্দ্রনাথের সকল বাঙ্গালা গ্রন্থের নির্ভবযোগ্য পঞ্জী 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' নামে সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপঞ্জীতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির পবিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। ইহাও নিঃশেষিত হইয়াছে, শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—বঙ্গেব কয়েক জন শক্তিশালী অথচ অধুনাবিস্মৃত কবির কাব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'বাংলার কবি ও কাব্য' নামে এক শ্রেণীর

গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থমালার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' প্রকাশিত হইয়াছে। "সাহিত্য-নিকেতন" হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁহাদের।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী এবং **হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী** প্রকাশের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে হইয়া উঠে নাই। **রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান** গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই বলিয়া উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

(ক) *বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার* উপকরণ *হিসাবে* ইং ১৮৬৭ হইতে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই তালিকা কলিকাতা গেজেটের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে সংকলন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে একজন লেখক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কাজও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। (খ) আগামী বর্ষে পরিষদের সুবর্ণ জুবিলি উপলক্ষে 'পরিষৎ-পরিচয়ে'র এক সংক্ষিপ্ত ও শোভন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী ও ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ৫৮০০৲ পাওয়া গিয়াছিল। বাজার-দেনা মিটাইয়া বর্ষশেষে এই তহবিলে উদ্বৃত্ত আছে কিঞ্চিদধিক ৬৫০০৲।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান ১২০০৲ পাওয়া গিয়াছে। সুদ ও গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা লালগোলা-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলে কিঞ্চিদধিক ৭৩০৲ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে মূলধন সমেত ১৩৮০০৲ টাকার উপর মজুদ আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ঊনপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল। এই সকল প্রবন্ধ সাহিত্যাদি শাখার অনুমোদিত। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য পত্রিকার কলেবর খর্ব্ব করিতে হইয়াছে।

প্রাচীন-সাহিত্য—৬, ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—১, এবং বিবিধ—১।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য যে ৭২খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রাজসরকার

এতাবৎ কাল খরিদ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সাময়িকভাবে বর্ত্তমান বর্ষ হইতে পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে, এইরূপ আদেশ আসিয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে (ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে) করপোরেশন এই দানের শতকরা ২২৲ কম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। করপোরেশন পরিষদ্-মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম শর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে ও এক জন সাহিত্যিককে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষে প্রবীণ সাহিত্যিক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীকে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্তের প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের সুদের টাকায় এই সকল সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসত্যব্রত রায় তাঁহার স্বর্গগত পিতা ডাক্তার বরদাকান্ত রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই ভাণ্ডারে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে ২৩এ ফাল্গুন তারিখের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের প্রচলিত নিয়মাবলীর নিম্নোক্ত ধারাগুলির সংশোধন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে,—

সংশোধিত নিয়ম-সংখ্যা—৯ম, ১০ (খ), ১১, ১২ (খ), ১৪, ১৬ ও ১৬ (ক), ১৯, ২০,

•২৭, ২৭ (ক), ৩৪, ৩৬, ৩৬ (ক), ৩৬ (খ), ৩৮ (ক), ৪২ (ক), ৪২ (গ), ৪২ (ঘ), ৫৩ (খ), ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯০ এবং ১০১।

পরিবর্জ্জিত নিয়ম-সংখ্যা—১৫ (ক), ২১, ২৪, ৩৮ (ঙ), ৫৮, ৬৩ নিয়মের 'দ্রষ্টব্য' অংশ, ৭৩, ৮৭, ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮।

এই সকল সংশোধনাদির ফলে পুরাতন নিয়মাবলীর ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিষদের সমুদয় নিয়মাবলী উক্তরূপে পরিবর্ত্তনাদির পর যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই সংশোধিত বাংলা নিয়মাবলী ২ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ ৩০ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট স্টক কোম্পানির আপিসে যথারীতি দাখিল করা হইয়াছে।

মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ১৮৯৯।১৪ই এপ্রিল রেজিষ্টারী হয় এবং উহার নকল (certified copy) পরিষদের দপ্তর হইতে বিগত বর্ষে লয়েডস ব্যাঙ্কের জিম্মায় রাখা হয়। পরিষদের কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করিবার সময় দিল্লীর পাবলিক ডেট অফিস উক্ত মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের সার্টিফায়েড কপিতে স্থানে স্থানে পরিষদের নামের ইংরেজী বানান-বৈষম্য প্রদর্শন করিয়াই উহা সংশোধনের জন্য লয়েডস্ ব্যাঙ্কের মারফতে এখানে ফেরত দেন। তদনুসারে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ (ইং ১৬ মে ১৯৪৩) তারিখের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "Bangya" ও "Parishad" স্থলে "Bangiya" ও "Parisad" এই বানান সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত যে মন্তব্য দ্বারা ঐ সকল বৈষম্য সংশোধন করা হয়, তাহার ইংরেজী অনুবাদ গত ৩০ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিতে দাখিল করা হয়। তথা হইতে উক্ত মন্তব্যের সার্টিফায়েড কপি পরিষদের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহা দিল্লীর পাবলিক ডেট আপিসে পাঠাইবার জন্য লয়েডস্ ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষা

১। আলোচ্য বর্ষে স্বর্গগত জে. সি. ব্যানার্জির একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সরসীবালা দেবী দান করিয়াছেন এবং তাহা ২৩এ ফাল্গুন তারিখের মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২। স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পুত্রগণ দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান বর্ষের ২৪এ বৈশাখ মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে প্রায় ১৫০৲ দান পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৭৬৩৮৵১ উদ্বৃত্ত আছে। নৈহাটীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যালয় বঙ্কিম-ভবনে স্থাপিত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই সকল সর্ত্তে শাখা-পরিষৎকে বঙ্কিম-ভবনে কার্য্যালয় স্থাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে—(ক) যত দিন শাখার তত্ত্বাবধানে বঙ্কিম-ভবন থাকিবে, তত দিন নৈহাটী শাখাকে বঙ্কিম-ভবনের মিউনিসিপাল ট্যাক্স ও অন্যান্য সেস্ দিতে হইবে, ও (খ) মূল পরিষদের প্রয়োজন-মত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল পরিষৎকে ভবন প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

পরিষদ্-মন্দির

গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছে যে, পরিষদ্-মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাজসরকারের অনুরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কার্য্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এ. আর. পি. বিভাগ ঐ ঘরটির ছাদ অতিরিক্ত দৃঢ় করিবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত কড়ি সংযোজন করিয়াছেন। তাহার ফলে ঐ ঘরের উপরের তলে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় দেওয়াল ও মেঝের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এই বিষয় উক্ত বিভাগকে জ্ঞাপন করায় তাঁহারা উহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহা জানাইয়াছেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ৩০এ ফাল্গুন হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগরে এবং ৮ই আষাঢ় ১৩৫০ তারিখে ২৪-পরগণার নৈহাটীতে নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, শিবপুর, রাঁচী, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায়

যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্দ্ধমান শাখা-পরিষৎ নবনির্ম্মিত নিজ-ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তথায় গৃহপ্রবেশ-উৎসব বিশেষ সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নানা আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, দাতাগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য), ২। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান, ৩। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান, এবং ৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত নিউ দিল্লীর অখিল-ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম সেবা-সঙ্ঘ একখানি ১৮'×১২' মাপের গালিচা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রীহিতেন্দ্রনাথ নন্দী এবং বেঙ্গল মিস্‌লেনী লিঃ পক্ষে শ্রীআদিনাথ ভাদুড়ী দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

পরিষদের ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে চাঁদা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

বর্ত্তমান বর্ষে পরিষৎ তাঁহার গৌরবময় জীবনের পঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিলেন। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় বৎসর। একটি বৃহত্তর উৎসবকে আশ্রয় করিয়া আমরা এই উপলক্ষে আনন্দ করিব এবং সমগ্র দেশের নিকট পরিষদের গত পঞ্চাশ বৎসরের যাবতীয় কীর্ত্তির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাখিল করিব। তাহারই আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গদেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিষদের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই পরিষদের সেবা করিয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত ও অস্তিত্ব গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তায় আমরা এই দুর্দ্দিনেও বাঙালী জাতির প্রধান প্রধান সাহিত্যকীর্ত্তিগুলির সুন্দর সটীক সংস্করণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিষদের সহৃদয় সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও চাঁদা ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতেও ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণও সকল অসুবিধার মধ্যে উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত আমার সহযোগিতা করিয়া আমার গুরু কর্ত্তব্যকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে আমরা ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি এবং দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী প্রকাশের কাজে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার ২৯খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাবলী দ্রুত নিঃশেষ হওয়াতে এই বৎসরে এগুলির পুনর্মুদ্রণ হইতেছে। গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা এই বৎসরে আট হাজার টাকার উপর পরিষদের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা গত বৎসরের সংগ্রহ হইতেও অধিক। বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা একেবারেই নাই। অধিকন্তু আমরা আমাদের কর্ম্মচারিগণকে নানা ভাবে ভাতা ও বস্ত্রাদি দিয়া এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে পারিয়াছি। আরও দুর্দ্দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও আপনাদের সকলের সাহায্য ব্যতিরেকে এই অবস্থায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আজ এই সুযোগে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইয়া রাখিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৫০, ২৬এ ভাদ্র

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক